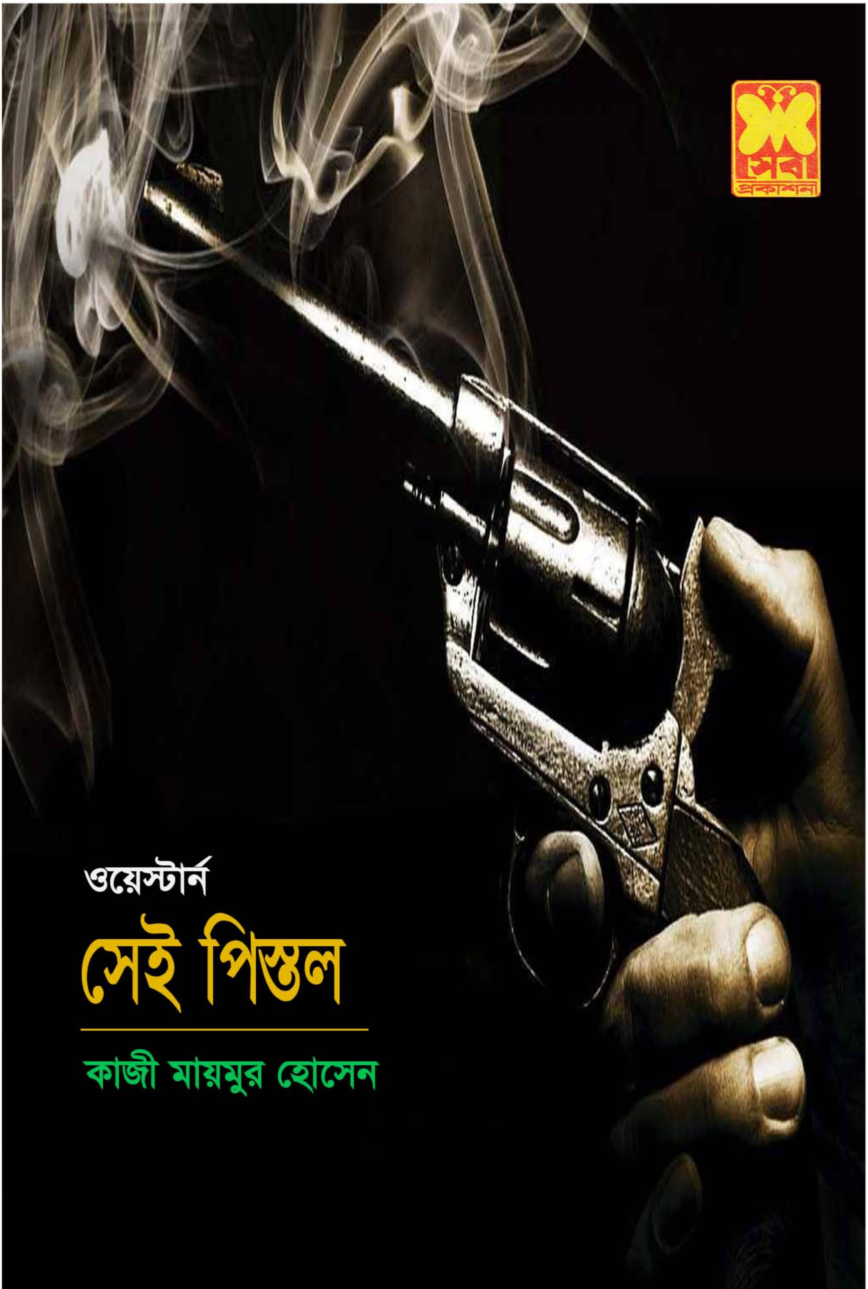


ওয়েস্টার্ন

# সেই পিস্তল

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন

# সেই পিস্তল

## কাজী মায়মুর হোসেন

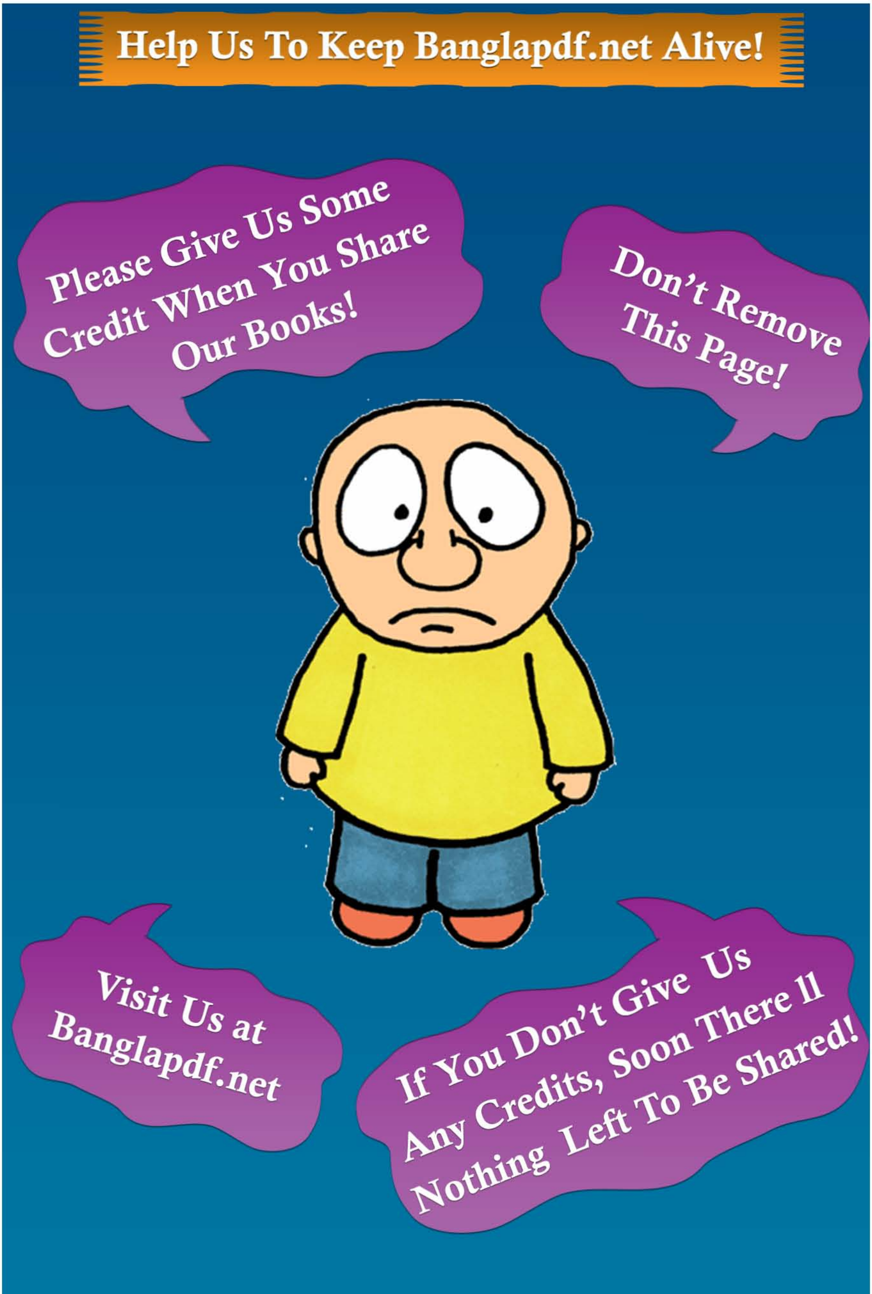
তিন বছর ধরে পিতৃহন্তাকে খুঁজছে ডিক। কোমরে ঝুলছে হত্যাকারীর ফেলে যাওয়া পিস্তল। প্রতিশোধ নেবে।

রেডহিল শহরে আসতেই ওর পেছনে লাগল কয়েকজন ঝামেলাবাজ। কেন! কার নির্দেশে? ডিক বুঝতে পারল কাছাকাছিই আছে ওর বাবার খুনী।

ম্যাঙ্গাস ভ্যালির র‍্যাঞ্চারদের গরু লুটে নেয় রাসলাররা, ক্যাটল ড্রাইভ প্রহরার চাকরি পেল ডিক।
বাবার খুনীকে পেল কি?



সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

# সেই পিস্তল

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

ISBN 984-16-8117-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০



প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHEI PISTOL
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

সেই পিস্তল
কাজী আনোয়ার হোসেন

## সেবা প্রকাশনীর

**আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন**

**কাজি মাহবুব হোসেন:** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত।
**খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
**রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
**শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
**আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক।
**রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস।
**হিফজুর রহমান:** শিকারী।
**জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
**আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত।
**আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
**বজলুর রহমান:** বাজি।
**খসরু চৌধুরী:** ভুল।
**আদনান শরীফ:** পশ্চিম যাত্রা।
**এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ।
**তাহের শামসুদ্দীন:** স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।
**কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ।
**কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী।
**প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার।

---

## এক

রেডহিল। শহরের সবচেয়ে বড় সেলুনটার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিক গ্রেসন। ধূলিধূসরিত, কপাল কুঁচকে দেখছে সামনের রাস্তা। চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে তামাটে মুখে।

রঙচটা বাড়িগুলোর মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা। দু'পাশের কাঠের ফুটপাথে ব্যস্ততা। দুপুর হওয়ার আগেই কাজ সেরে ঘরের ছায়ায় ফিরতে চাইছে সবাই। গ্রীষ্মের শুরুতেই এত গরম কখনও পড়েনি এখানে আর।

খানিকটা দূরে জেনারেল স্টোরের সামনে একটা বাকবোর্ড। নিঃসন্দেহে ওটার মালিক কোনও র‍্যাঞ্চার, রসদ নিতে এসেছে। ওয়্যাগন ইয়ার্ডেও দুটো ওয়্যাগন দেখা যাচ্ছে।

রাস্তার একধারে, ওয়্যাগন ইয়ার্ডের উল্টোদিকে, স্যাডল চড়ানো অবস্থায় হিচর‍্যাকে বেঁধে রাখা হয়েছে কয়েকটা ঘোড়া।

অফিসের ভেতর বসে আছে টাউন মার্শাল, জানালা দিয়ে রোদ পড়ে চকচক করছে বুকে সাঁটা টিনের স্টার।

আর সব শহরে যেমন ঘটেছে, এখানেও তাই। এক সপ্তাহ আগে রেডহিলের হোটেলে ওঠার পর থেকেই ওর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে বুড়ো মার্শাল।

বোধহয় ওর নিস্পৃহ চেহারা, শীতল চাহনি অথবা হয়তো ওর নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা অচরণ ল-ম্যানদের জানান দেয় বিপদ আর ঝামেলার সম্ভাবনা। ওর উরুর সাথে বাঁধা কারুকার্যময় পিস্তলটা হয়তো তাদের সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। তবে কারণ যাই হোক সতর্ক হতে ভুল করে না তারা।

এ কাহিনীর শুরু ওয়াইয়োমিঙের নির্জন চাগওয়াটার অঞ্চলে। লোকালয় থেকে বহু দূরের ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চে। যুদ্ধে আহত—প্রায় পঙ্গু পল গ্রেসন এবং ডিক হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে ওদের র‍্যাঞ্চটা দাঁড় করাবার জন্য।

ডিকের বয়স তখন বিশ বছর। গ্রেসন স্টক বিক্রির চুক্তি করতে ল্যারামি শহরে পাঠালেন ওর বাবা।

কাজ সেরে ফিরতে দশ দিন লাগল ডিক গ্রেসনের। পোড়া র‍্যাঞ্চহাউস আর ঝর্নার পাশে পড়ে থাকা বাবার লাশ ছাড়া আর কিছুই পেল না সে। সমস্ত ক্যাটল লুঠ করেছে রাসলাররা।

খুব কষ্ট পেয়ে মারা গেছে পল গ্রেসন। বুকের ডানদিকে দুটো ফুটো, শুকনো জমাট রক্তের মধ্যে পড়ে আছে চিত হয়ে। পাশে পড়ে আছে তার প্রিয় ক্যাভালরি তলোয়ারটা—রক্তমাখা। অর্থাৎ, যুদ্ধ করে মরেছে সৈনিক।

একটা মোচড়ানো কাগজ তার ডানহাতের মুঠোয়। পুরানো

খামের উল্টোপিঠে লেখা চিঠিটা এখনও বয়ে বেড়ায় ডিক। ওটাতে লেখা আছে কয়েকটা বাক্য:

'বিদায় ডিক,

সন্ধ্যায় হামলা করেছে। ইণ্ডিয়ান না। অচেনা, ওদের একজন বিশালদেহী। কারুকাজ করা পিস্তল ঝুলায়। বুক থেকে তলপেট পর্যন্ত চিরে দিয়েছি। দাগ থাকবে।'

চিঠিটা এখানেই শেষ, আর কিছু লিখতে পারেনি পল গ্রেসন।

লাশ থেকে খানিকটা দূরে বালিতে প্রায় ডুবে আছে ·৪৫ পিস্তলটা। বাবাকে কবর দিয়ে চারপাশে খোঁজাখুঁজির সময় ওটা দেখতে পেল ডিক। হাতির দাঁতের বাঁট,নলে চমৎকার নীলচে কালো কাজ করা পিস্তলটা চকচক করছে পড়ন্ত রোদে।

বোঝা যায় আক্রমণকারীর বুক-পেট চিরে দেয়ার পরপরই পল গ্রেসনকে গুলি করেছে সে, ক্ষতস্থান চেপে ধরে এগিয়ে গেছে অন্যান্যদের দিকে। টের পায়নি কখন পড়ে গেছে তার অস্ত্র।

একটা ফেলে যাওয়া পিস্তল আর পেটে ক্ষতচিহ্ন আছে এমন একজন লম্বা-চওড়া লোক—এই হচ্ছে সূত্র। হত্যাকারী সম্পর্কে আর কোন তথ্য ডিকের জানা নেই। কোন ট্র্যাক রেখে যায়নি রাসলাররা।

পিস্তলটা তুলে নিল ডিক। প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ওর বুকে।

গত তিন বছর ধরে ফ্রন্টিয়ার এবং আশেপাশের অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছে ডিক। খুঁজছে পেটে-বুকে শুকনো ক্ষতচিহ্ন আছে এমন এক লোককে। উরুর সাথে বাঁধা খুনীর ·৪৫ পিস্তলটা কারও ভাবান্তর ঘটায় কিনা নজর রাখছে।

এই শীতে ক্যাটল ড্রাইভে ভাড়াটে কাউহ্যাণ্ড হিসেবে নিউ মেক্সিকোর সেভেন রিভারে গিয়েছিল ডিক। সেখানে বুড়ো এক কাউহ্যাণ্ডের কাছে অনেক গল্প শুনেছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, বিশালদেহী এক লোক নাকি সেলুন ফাইট থামাতে গিয়ে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। টানা হ্যাঁচড়ায় তার শার্ট ছিঁড়ে যায়। বুক থেকে পেট পর্যন্ত লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন ছিল লোকটার শরীরে।

ঘটনাটা রেডহিলেই হয়েছিল কিনা তা অবশ্য সঠিক বলতে পারেনি কাউহ্যাণ্ড। তার যতদূর মনে পড়ে রেডহিল শহরেই হয়েছিল। অনেক সেলুন ফাইট দেখেছে সে দীর্ঘ জীবনে, তাই সঠিক মনে নেই।

সামান্য একটা অনিশ্চিত তথ্য, জানে ডিক। তবুও সেই দিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাবে সে রেডহিল শহরে—খুনীর খোঁজে।

এর আগেও এধরনের তথ্যের পেছনে বার বার ছুটেছে সে এক শহর থেকে অন্য শহরে। লাভ হয়নি কোন। লোকটাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে বুঝে গেছে ডিক।

পোশাকের নিচে ঢাকা থাকবে ক্ষতচিহ্ন। তাছাড়া ওর

কোমরে নিজের পিস্তল দেখেও বিস্ময় গোপন করতে পারে হত্যাকারী। হয়তো বহুবার নিজের অজান্তেই রাসলারটার মুখোমুখি হয়েছে সে।

যুদ্ধের ফলে নিউ মেক্সিকোর দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের অ্যারিজোনা রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়েছে। লোকজন আসতে শুরু করেছে এ অঞ্চলে। শহরগুলো বেশিরভাগই রেডহিলের মত নতুন ক্যাটল টাউন। র‍্যাঞ্চগুলোও গড়ে উঠেছে গত দু'তিন বছরে।

হয়তো গ্রেসন স্টক দিয়েই ব্যবসা করছে কোন র‍্যাঞ্চ।

কেউ যদি দ্রুত একটা র‍্যাঞ্চ গড়তে চায় এবং সেজন্যই পল গ্রেসনকে হত্যা করে থাকে, তাহলে নতুন র‍্যাঞ্চারদের মধ্যেই কেউ হবে সে।

চাগওয়াটার থেকে ম্যাঙ্গাস ভ্যালি অনেক দূর। সময়টাও মিলে যায়।

জিন্সের পকেট হাতড়ে শেষ কয় ডলার বের করে গুনল ডিক। আর বড়জোর দু'দিন চলবে পাঁচ ডলার সত্তর সেন্টে। স্টোরের সামনে বাকবোর্ডটা দাঁড়ানো। সেদিকে তাকাল সে, কেউ নেই আশেপাশে।

দৃঢ়পায়ে এগুলো সেলুনের দরজা লক্ষ্য করে। তথ্য দরকার ওর। জানে, গোটা পশ্চিমে সবার চেয়ে বেশি খবর রাখে নাপিত এবং বারটেণ্ডার।

তিনজন রাইডার বেরিয়ে আসছিল সেলুন থেকে। সুইঙ ডোর পেরোতেই ডিকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল সামনের লোকটার। পড়ে যাচ্ছিল, লোকটাকে ধরে ফেলল তার দুই সঙ্গী, একজন মেক্সিকান, অপরজন লালচুলো আমেরিকান।

পিছিয়ে গিয়ে ডোরওয়ে ধরে নিজেকে সামলে নিল ডিক। খাটো স্বরে বলল, 'দুঃখিত।' লোকটার রাগে লাল হওয়া চেহারা দেখে মুখ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি মুছে ফেলল সে।

পা বাড়াতেই ওর সামনে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। বুকে তালু ঠেকিয়ে ঠেলা দিল। ঝগড়ার সুযোগ খুঁজছে যেন। ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল সে, 'দুঃখিত হলে তো চলবে না, বাপ, ক্ষমা চাইতে হবে।'

লোকটার দুই বন্ধু নিঃশব্দে ডিক গ্রেসনের পেছনে, সেলুনের পোর্চে এসে দাঁড়িয়েছে।

পরিস্থিতি বুঝতে সময় লাগল না ডিকের, পেছনের রাস্তায় ছুটন্ত পদশব্দ শুনতে পেল। ওর সামনে দাঁড়ানো লোকটার পেছনে, ধোঁয়ায় অন্ধকার সেলুনের ভেতর লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য হুড়োহুড়ি করছে লোকজন।

'পথ ছাড়ো,' ভরাট নিচু গলায় বলল ডিক গ্রেসন।

'ছেড়ে দাও, হ্যাঙ্কস। গোলমাল করার দরকার নেই।' দাড়িওয়ালাকে বলল তার লালচুলো বন্ধু। লোকটার ভাব ভঙ্গি অস্বস্তিকর, সাপের মত।

'বেশ, তাই হবে। ছেড়ে দেব; তবে, আমার দু'পায়ের

ফাঁক দিয়ে বুকে হেঁটে যদি সেলুনে ঢোকে, তাহলে।' ডিকের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বলল হ্যাঙ্কস।

দ্রুত একপাশে সরে দাঁড়াল ডিক। ওর বুক থেকে সরে গেল লোকটার হাত। কব্জি ধরে হেঁচকা টান দিয়ে হ্যাঙ্কসের ভারসাম্য নষ্ট করে দিল সে। সুইঙ ডোরে বাড়ি খেয়ে স্যালুনের বাইরে চলে গেল দাড়িওয়ালা।

দোহারা মেদহীন শরীর ডিক গ্রেসনের। তেমন লম্বাও নয় সে, পাঁচফুট দশ। দেহে পেশীর আধিক্য নেই, যা আছে তা খাদহীন। চওড়া কাঁধ কঠোর পরিশ্রমের প্রমাণ দেয়।

'মারা পড়ার আগেই ওকে সরিয়ে নাও,' হ্যাঙ্কসের বন্ধুদের বলল ডিক। তারপর ঘুরেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠেছে হ্যাঙ্কস, 'দাঁড়াও! এক পা নড়লেই ফুটো করে দেব।'

# দুই

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ডিক গ্রেসন। সেলুনের পোর্চ থেকে নেমে নিজেদের মধ্যে এক দেড়গজ তফাত রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তিন রাইডার।

নিস্তব্ধ হয়ে গেছে রেডহিল। তিনজনের বিরুদ্ধে ডিক একা। সূর্যের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে ওরা। ডিকের চোখে-মুখে রোদ এসে পড়েছে।

এখানে ওখানে জানালায় কয়েকটা মাথা দেখতে পেল ডিক। কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে যেন সবাই। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে টাউন মার্শাল, দেখছে, কিন্তু এগিয়ে আসছে না। জেনারেল স্টোরের সামনে দাঁড়ানো বাকবোর্ডটায় একটা মেয়েকে উঠতে সাহায্য করছে র‍্যাঞ্চার।

মুহূর্ত পরেই কর্কশ চিৎকারে নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

'অনেক বোলচাল শুনেছি। সাহস থাকলে পিস্তল বের করো!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যাঙ্কস।

টাউন মার্শালের দিকে আরেকবার তাকাল ডিক। দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। হয় কিছু করতে সাহস পাচ্ছে না, না হয় বুঝতে পারছে না বুড়ো মার্শাল—কি ঘটতে যাচ্ছে।

হ্যাঙ্কসের ওপর চোখ সরিয়ে আনল ডিক, বলল, 'তোমার বন্ধুরাও থাকছে?' গম্ভীর শান্ত হয়ে গেছে ওর চেহারা।

'কেন, ঠ্যাঙ কাঁপছে নাকি?' কুটিল হাসি ফুটল হ্যাঙ্কসের ঠোঁটে। 'হামাগুড়ি দিয়ে সেলুনে ঢুকলেই মাফ করে দেব, আগেই তো বলেছি।'

হ্যাঙ্কসের বন্ধুরাও মজা পাচ্ছে তার কথায়, হাসছে।

'বয়স দু'বছর হবার পরই হামাগুড়ি দেয়া ভুলে গেছি।' শীতল কণ্ঠে বলল ডিক। ভাবলেশহীন চেহারা, বুঝতে চেষ্টা করছে তিনজনের মধ্যে কে বেশি বিপদজনক।

'আবার মনে পড়বে।' পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে ধমকে উঠল হ্যাঙ্কস।

বিদ্যুৎগতিতে ডানপাশে ডাইভ দিল ডিক। পিস্তলটা হাতে উঠে এসেছে। ডিক পোর্চ স্পর্শ করার আগেই দু'বার গর্জে উঠল ওটা। সেলুনের পোর্চে পড়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, প্রস্তুত।

দু'হাতে বুক খামচে ধরে টলছে হ্যাঙ্কস, শার্টের কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে গেল। নাহ্, কোনও পুরানো ক্ষতচিহ্ন নেই। পিস্তলটা বালিতে পড়ে আছে। দু'এক সেকেণ্ড বিস্মিত চোখে হৃৎপিণ্ডের ফুটো দিয়ে বেরোনো রক্তস্রোত দেখল সে। আছড়ে

পড়ল বালিতে। কয়েকটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল চিরতরে।

দেড়গজ দূরে বাম হাত দিয়ে ডান হাতের গুঁড়িয়ে যাওয়া কব্জি চেপে ধরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে মেক্সিকান লোকটা। ব্যথায় গোঙাচ্ছে। খানিকটা বের হয়ে হোলস্টারে ঝুলছে তার পিস্তল।

হোলস্টারের দিকে মাত্র হাত বাড়িয়েছিল লালচুলো আমেরিকান। ঘটনার দ্রুততায় থমকে গিয়েছে। ড্রয়ে কিছুটা ধীর হওয়ায় জীবনে প্রথমবার নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে।

পিস্তলের নল থেকে এখনও ধোঁয়া বের হচ্ছে, নরম গলায় জানতে চাইল ডিক, 'তুমি?'

দু'আঙুলে ধরে আস্তে আস্তে হোলস্টার থেকে নিজের পিস্তলটা বের করল লালচুলো পাঞ্চার। পায়ের কাছে মাটিতে নামিয়ে রাখল। 'আ-আমি এসবে নেই!' বিড়বিড় করল সে।

'সেক্ষেত্রে এক থেকে দশ গুনব আমি। দেখি কত জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারো।'

ঘুরে দাঁড়াল পাঞ্চার। দৌড়ে গিয়ে হিচর‍্যাকে বাঁধা একটা ঘোড়ায় চড়ে বসল। ডিক গ্রেসনের চোখের আড়ালে যেতে বেশি সময় নিল না সে।

প্রাণ ফিরে পেয়েছে রেডহিল। দ্রুত পায়ে এদিকে আসছে টাউন মার্শাল। বাড়ি ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে অনেকে, প্রশ্ন করছে একে অপরকে। পিস্তলের আওয়াজে

বিরক্ত হয়ে একটানা ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে রাস্তার নেড়ি কুত্তাটা।

হ্যাঙ্কস আর মেক্সিকানের চারপাশে জড়ো হওয়া লোকগুলোর দিকে তাকাল ডিক। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে হ্যাট খুলে ওটা দিয়ে রঙজ্বলা শার্ট আর জিন্সের ধুলো ঝাড়ল।

'গুলি লাগার আগে পিস্তল বের করতে পারেনি তিনজনের একজনও!' ভিড়ের ভেতর থেকে বলল কে যেন।

'আরেকটাকে দেখেছ, কেমন পালিয়ে বাঁচল!' মন্তব্য করল আরেকজন।

এসব শোনার মানসিকতা নেই ডিকের। ঘুরে দাঁড়াল সে, সেলুনে ঢুকবে। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছে লোকগুলো। কার নির্দেশে? জবাবটা জানতে হবে ওর। তাহলে কি আশেপাশেই রয়েছে খুনী?

পেছন থেকে ভেসে এল. মার্শাল শ্যন হপকিন্সের কণ্ঠ, 'দাঁড়াও।'

চোখ গ-ম করে তাকিয়ে থাকা মার্শালের দিকে ফিরল ডিক, 'কি জন্য, মার্শাল? কোন অসুবিধা?'

'কি জন্য মানে!' আরও রেগে উঠল বুড়ো মার্শাল। 'আমার শহরে এসে একজনকে খুন করেছ, আরেকজনকে আহত। আবার জানতে চাওয়া হচ্ছে অসুবিধাটা কোথায়!'

'আত্মরক্ষার অপরাধে ভেতরে ভরতে চাও বুঝি?' ডিকের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। মার্শালের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় চটে আছে

সে।

মার্শালকে পছন্দ করে না এমন কেউ ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচাল, 'আমরা দেখেছি, ঝগড়া এড়ানোর চেষ্টা করেছ তুমি, মার্শালের সাধ্য নেই তোমাকে আটকে রাখে। সবাই সাক্ষ্য দেবে তোমার পক্ষে।'

মার্শালের চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল। বুঝতে পারছে কথাবার্তা তার অনুকূলে যাচ্ছে না। ডিকের উদ্দেশে বলল, 'কোন চার্জ আনছি না। কিন্তু আজই শহর ছাড়তে হবে তোমার। কোন গানস্লিঙ্গার চাই না আমার শহরে।'

'তুমি ওদের থামাতে পারতে, হপকিন্স।' কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল রাস্তা থেকে। কথাটা বলেছে একজন র‍্যাঞ্চার। লোকটা বিশালদেহী। দৃঢ়চিত্ত—দেখেই বুঝল ডিক।

ক্যাটল টাউনে র‍্যাঞ্চাররা সবচেয়ে প্রভাবশালী। লোকটার কথা শুনে নিজেকে গুটিয়ে নিল মার্শাল। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়ে মেক্সকে নিয়ে চলে গেল অফিসের দিকে।

মার্শাল চলে যেতে ডিকের সামনে এসে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চার। নিজের পরিচয় জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি, মিস্টার?'

'ডিক। ডিক গ্রেসন।' জবাব দিল সে।

'কাজ খুঁজছ?' ডিকের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার। 'লোক দরকার। ইচ্ছা করলে আসতে পারো আমার সঙ্গে।'

র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ডিক। তাকে অপেক্ষা করতে বলে হিচর‍্যাকের দিকে এগোল ঘোড়াটা আনতে।

কাজ দরকার ওর, ম্যাঙ্গাস উপত্যকার কোন র‍্যাঞ্চে।

## তিন

জন র‍্যাচেলের বাগির পাশাপাশি ছুটছে ডিকের স্ট্যালিয়ন। বাগিতে বসা মেয়েটার কৌতূহলী দৃষ্টি অনুভব করল সে।

বিশ হবে মেয়েটার বয়স। সোনালী চুল আর কুচকুচে কালো চোখের মণিতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে তাকে। তামাটে চামড়ার রঙে বোঝা যায় পর্যাপ্ত আলো বাতাসে মানুষ। পরনের স্কার্টে গুঁজে রাখা শার্টকে ধন্য করেছে সুগঠিত দেহবল্লরী। জন র‍্যাচেলের সঙ্গে চেহারায় মিল আছে।

মেয়েটার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে গিয়েও অভদ্রতা হবে ভেবে চুপ করে থাকল ডিক গ্রেসন।

যেন ডিকের অন্তরের কথা বুঝেই বলে উঠল র‍্যাঞ্চার, 'ওহ্‌হো, ডিক, তোমাদের তো পরিচয়ই করিয়ে দেইনি।' ডিকের দিকে তাকাল সে। 'আমার মেয়ে লিণ্ডা। লিণ্ডা র‍্যাচেল।'

ওর দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে নড করল লিণ্ডা। দু'আঙুলে হ্যাটের ব্রিম ছুঁলো ডিক, 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ম্যাম।'

'ম্যাম বলে ডাকবে না, বয়সে তোমার চেয়ে ছোট আমি।' মৃদু কণ্ঠে বলল লিণ্ডা র‍্যাচেল।

'কি আছে, ম্যাম।' কৌতুক ফুটল ডিকের চোখে। চেহারার কঠোর রেখাগুলো দূর হয়ে গেল অনেকখানি।

আবার ডিক গ্রেসনের দিকে তাকাল লিণ্ডা। 'তুমি কি বাবার হয়ে কাজ করবে?'

ডিকের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। ডিক বুঝতে পারছে লিণ্ডার কৌতূহলের কারণ। ওর দৃষ্টিতে সে একজন গানস্লিঙ্গার—খুনী। কিছুক্ষণ আগেই একজনকে হত্যা করেছে সে, আরেকজনকে আহত।

লিণ্ডার প্রশ্নের জবাব দিল জন র‍্যাচেল, 'না, ডিক কাজ করবে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে।'

'অ্যাসোসিয়েশনের?' জানতে চাইল ডিক।

'আমরা ছ'সাতজন র‍্যাঞ্চার, ম্যাঙ্গাস উপত্যকাতেই সবার র‍্যাঞ্চ,' বলল র‍্যাঞ্চার, 'সমস্যায় পড়েছি আমরা। শহরে তোমাকে দেখেই বুদ্ধিটা এল, ভাবলাম কাজে লাগবে তুমি।'

'কি কাজে?'

সীটের ওপর নড়েচড়ে বসল জন র‍্যাচেল। ড্যাশবোর্ডে বুটসহ পা তুলে দিয়ে বলল, 'আমার র‍্যাঞ্চে মীটিঙ আছে আজ। তোমার কাজ সম্বন্ধে সেখানেই আলোচনা হবে।'

ক্ষণিকের জন্য চুপ করে গেল র‍্যাঞ্চার। তাকিয়ে আছে সামনের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির দিকে। হলুদ ফোঁটায় ভরা

অসংখ্য ক্রিসট্ বুশ আর লাল কুমড়োর মত দেখতে স্নেক উইড জন্মেছে সেখানে। অনুর্বর ভূমি, র‍্যাঞ্চিঙে ব্যবহৃত হয় না। দূরে কালো রঙের লাভার দেয়ালটা বাঁকা হয়ে চলে গেছে দৃষ্টিসীমার বাইরে। অন্তত ওই দেয়াল পর্যন্ত হবে অনুর্বর জমিটার বিস্তার।

ওদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জানতে চাইল জন র‍্যাচেল, 'যে-কোন কাজ তুমি করো না?'

শ্রাগ করল ডিক। 'আমি গান ফাইটার নই।'

'পিস্তলে দক্ষতা কিন্তু অন্য কথা বলে,' নরম কণ্ঠ র‍্যাঞ্চারের।

কঠোর হয়ে গেল ডিকের চেহারা, বলল, 'আত্মরক্ষা সবারই করতে হয়—কোন না কোন সময়।' আলাপ বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ।

অস্বস্তিকর নীরবতা ভাঙল লিণ্ডা। ইতস্তত করে জানতে চাইল সে, 'আত্মরক্ষার জন্যে আগেও কি...'

'লিণ্ডা!' মেয়েকে কথা শেষ করতে দিল না র‍্যাঞ্চার। 'এ-ধরনের প্রশ্ন করে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পশ্চিমের অলিখিত নিয়ম নিজেই ভাঙল সে। 'আইন খুঁজছে তোমাকে?'

'না।' এই প্রসঙ্গে আর কথা বলার সুযোগ তাকে দিল না ডিক।

'তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো হয়ে গেল,' ব্যাখ্যা করল জন র‍্যাচেল। 'তবে মীটিঙে আর এসব কথা উঠবে না।'

'আউট-ল হলে আমাকে দরকার নেই তোমাদের?'

বাকবোর্ডের ওপর নড়েচড়ে বসল র‍্যাঞ্চার। 'যতক্ষণ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কাজ করছ, মনে রাখছ কারা তোমার বেতন দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু যায় আসে না আমাদের।'

কোনও রেঞ্জ ওয়ার বোধহয়—ভাবল ডিক। একটা রেঞ্জ ওয়ারে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল সে। যখন রেঞ্জ ওয়ার শেষ হলো তখন দু'পক্ষের একমাত্র জীবিত ব্যক্তি ছিল ও।

অনর্থক রক্তপাত পছন্দ করে না ডিক। 'জড়িয়ে পড়ার আগেই সরে দাঁড়ানো ভাল।' ভাবল সে। রাস টেনে দাঁড় করাল স্ট্যালিয়ন।

ওকে থামতে দেখে দাঁড়িয়ে গেল বাকবোর্ড, 'কি হলো?' অবাক হয়েছে র‍্যাঞ্চার।

'বোধহয় ভুল লোক ভাড়া করছ তুমি।' র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল ডিক। 'কোন ওয়ারে জড়ানোর ইচ্ছে নেই আমার।'

'ওয়ার? মানে রেঞ্জ ওয়ার? কখন বললাম রেঞ্জ ওয়ারের জন্য গান ফাইটার দরকার! আগে চলো, মীটিঙেই খুলে বলব সব। কাজ পছন্দ না হলে চলে যেয়ো, ঠিক আছে?' ডিক সায় দেয়ায় বাকবোর্ড ছোটাল র‍্যাঞ্চার।

ম্যালপাইস বাট্‌স্‌-এ পৌঁছুল ওরা। ধীর একটা ঢাল নেমে গেছে তাজা ঘাসে ভরা সবুজ, চওড়া একটা উপত্যকায়। ছোট ছোট গাছ জন্মেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। অনেক দূরে বামদিক ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটা নদী। ওটা পেরিয়ে আরও দূরে,

দিগন্তের সাথে মিশে গেছে কা । রঙের ব্লাফ। ডানদিকে গাছে ভরা ছোট ছোট টিলা—ছায়াময়। র‍্যাঞ্চিঙের জন্য জায়গাটা আদর্শ।

'চওড়ায় তিরিশ মাইল আর লম্বায় একশো,' জন র‍্যাচেলের কণ্ঠে গর্ব। 'দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল র‍্যাঞ্চিঙ এলাকা।' সবুজ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

পল গ্রেসনের হত্যাকারীদের তালিকায় সন্দেহভাজনদের মধ্যে অন্যান্য র‍্যাঞ্চারদের সাথে জন র‍্যাচেলও রয়েছে। ডিকের উরুতে ফিতে দিয়ে বাঁধা খুনীর পিস্তলে কোন আগ্রহ দেখায়নি সে, তবে এটা প্রমাণ করে না যে সে নির্দোষ।

'লোকজন এখনও ভিড় করেনি কেন?' চারপাশে নজর বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিক। 'এসব জমি খালি পড়ে থাকে না আজকাল।'

'মাত্র তিন বছর আগেও পানি ছিল না এ-অঞ্চলে,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

নদীটার দিকে তাকাল ডিক, 'পানির অভাব তো দেখছি না।'

'হ্যাঁ, এখন অভাব নেই। তবে তিন-চার বছর আগেও কোন নদী ছিল না। সে-সময়ে একটা ভূমিকম্পে নদীটা বইতে শুরু করে।'

তিন-চার বছর আগে…ভাবছে ডিক। একটু পরে র‍্যাঞ্চার সম্বন্ধে আরও তথ্য পাবার জন্য জিজ্ঞেস করল সে, 'কতদিন

হলো এসেছ তোমরা?'

'পরিবর্তনটার পরপরই এসেছি। ভাগ্যিস খবরটা শুনেই তড়িঘড়ি চলে এসেছিলাম। আরও ছ-সাতজন আসার তোড়জোর করছিল। সবচেয়ে ভাল জায়গাটায় আমিই ক্লেইম ফাইল করেছি।' সাফল্যের আনন্দে মুচকি মুচকি হাসছে জন র‍্যাচেল।

'জমি কতটা?' আলাপ চালানোর খাতিরে জানতে চাইল ডিক। মনে মনে চিন্তা করছে সে--বাবা মারা যাবার পর র‍্যাঞ্চিঙ ব্যবসায়ে নেমেছে যে সব র‍্যাঞ্চার, তাদের মধ্যে জন র‍্যাচেলও একজন। এরকম আরও কয়েকজনের সঙ্গে মীটিঙে দেখা হবে ওর। একটা কঠোর ভার এসে গেল ডিকের চেহারায়। দেখা যাক ভাগ্য এবার প্রসন্ন হয় কিনা ওর প্রতি।

'সত্তর হাজার একর।'

নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল ডিক গ্রেসন। চেষ্টা করে মনে করল কোন প্রসঙ্গে কথাটা বলেছে র‍্যাঞ্চার। 'বড় স্টক?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না। অবাক হবে, মাত্র একশো চল্লিশটা গরু আর ছয়টা ষাঁড় আছে আমার। বাকিদের অবস্থাও আমার মতই। তারওপর গত বছরের দুর্ঘটনায় টাকা-পয়সারও টানাটানি চলছে সবার।' ভারি গলায় বলল র‍্যাঞ্চার। 'মীটিঙেই শুনতে পাবে সব।'

একটা উঁচু সমতল ভূমিতে উঠে আসতেই বাম দিকে কয়েকটা কটনউড গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে দু'তিনটে ঘর

দেখা গেল। 'আমার র‍্যাঞ্চহাউস।' আঙুল তুলে ওদিকটা দেখাল র‍্যাঞ্চার। 'মনে হচ্ছে সবাই পৌঁছে গেছে। আমরা পৌঁছলেই মীটিঙ আরম্ভ হবে।' র‍্যাঞ্চহাউসের আশেপাশে লোকজন দেখে বলল সে।

ঘোড়ার ওপর নড়েচড়ে বসল ডিক গ্রেসন। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ম্যাঙ্গাস উপত্যকায় এসেছে আজ থেকে বছর তিনেক আগে।

## চার

র‍্যাঞ্চহাউসের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বয়স্কা এক মহিলা, র‍্যাঞ্চারের। স্ত্রী। ওয়্যাগন শেডে দাঁড়িয়ে আলাপ করছে ছ-সাতজন র‍্যাঞ্চার। সদর দরজার সামনে থামল জন র‍্যাচেল, মেয়েকে বাকবোর্ড থেকে মালামাল নামাতে সাহায্য করল, তারপর এগোল জড় হওয়া র‍্যাঞ্চারদের উদ্দেশে।

হয়তো বাবার হত্যাকারীর দেখা পাবে, ডিকের আচরণে ঠাণ্ডা একটা ভাব এসে গেল। করালের খুঁটির সাথে ঘোড়াটা বাঁধল সে। ধীর পদক্ষেপে জন র‍্যাচেল আর অন্যান্যদের সামনে এসে দাঁড়াল। হাত নেড়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে জন র‍্যাচেল। সবাইকে শোনাচ্ছে রেডহিলের ঘটনা।

'এইমাত্র বলছিলাম রেডহিলের ঘটনাটা,' ডিকের উদ্দেশে বলল র‍্যাঞ্চার।

কোন মন্তব্য করল না ডিক। জিন্সের পকেট থেকে তামাক বের করে সিগারেট রোল করছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সবাইকে। এদের মধ্যেই হয়তো রয়েছে খুনী, তিন

বছর ধরে যাকে খুঁজছে ও।

খুলে রাখা ওয়্যাগনের জোড়া হুইলের ওপর হেলান দিল জন র‍্যাচেল। লম্বাটে মুখের ধূসরচুলো এক লোককে দেখাল সে। 'জেমস হল্ট। আমার পশ্চিমে ওর র‍্যাঞ্চ।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' এগিয়ে এসে হাত মেলাল হল্ট।

লম্বা-চওড়া, সুদর্শন এক লোক দাঁড়িয়ে আছে হল্টের পাশে, বয়স তিরিশ-পঁয়তিরিশ। 'আমি ব্রায়ান সিমন্স…। জনের কাছে শুনলাম, শহর কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছ তুমি!' হাসিমুখে বলল সে।

তৃতীয় একজনের দিকে নির্দেশ করল জন র‍্যাচেল। 'ও হচ্ছে জেড হার্পার।'

নড করল হার্পার, হ্যাণ্ডশেক নয়। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে র‍্যাঞ্চারের বয়স। 'তোমাকে কাজে নেয়াটা বোধহয় ভুল হলো আমাদের। খুন-জখম আমার পছন্দ না,' বলল র‍্যাঞ্চার।

কড়া জবাব দিতে পারত ডিক, কিন্তু চুপ করে থাকল। কাজটা নিলে সম্ভাব্য খুনীর কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবে সে। অবশ্য আদৌ যদি খুনী এদের মধ্যেই কেউ হয়।

পেছনে দাঁড়ানো ষোলো-সতেরো বছর বয়সী এক তরুণ র‍্যাঞ্চারদের ঠেলে এগিয়ে এল। 'আমি স্যাম হার্পার,' পরিচয় জানাল সে। 'পিস্তলে তোমার হাত ভাল, তাই না?' ডিকের কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না

সে।

জেড হার্পারের ছেলে বোধহয়...। তার উদ্দেশে কিছু বলার আগেই অন্যদিকে ডিকের মনোযোগ আকর্ষণ করল জন র‍্যাচেল। বয়স্ক এক র‍্যাঞ্চারকে দেখিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল, 'এ হচ্ছে অ্যালবার্ট ড্যান। স্কয়ার ডি র‍্যাঞ্চের মালিক।'

অ্যালবার্ট ড্যানের বয়সও হার্পারের কাছাকাছি। গোল মুখমণ্ডলে এক সময় প্রচুর চর্বি ছিল বোঝা যায়। র‍্যাঞ্চের কঠোর পরিশ্রমে চর্বি উধাও হলেও গালে ভাঁজ রেখে গেছে। 'পরিচিত হয়ে ভাল লাগল।' টাকটা চুলকে নিয়ে বলল সে।

বলিষ্ঠ গড়নের লম্বা-চওড়া আরেক জন র‍্যাঞ্চারকে ডিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল জন র‍্যাচেল, 'নাক ভাঙা এই ভদ্রলোক হচ্ছে টিম...টিমন্স। বুনো ঘোড়ার সাথে আলাপ করতে গিয়েছিল ও।'

হাসল জ্যাক টিমন্স। আরেকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে দেখে নিল ডিক। এদের কেউই ওর পিস্তলের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেনি, তরুণ স্যাম হার্পার ছাড়া। ডিকের বাবার বিবরণ অনুযায়ী হত্যাকারীর শারীরিক বৈশিষ্ট্যের সাথে জন র‍্যাচেলের মিল পাওয়া যায়। বাকিদের কেউই তার মত বিশালদেহী নয়। অবশ্য ক্ষতচিহ্নটা না দেখলে কিছুই নিশ্চিত হবার উপায় নেই।

'কালকেই আমরা ড্রাইভ শুরু করব,' ডিককে বলল র‍্যাচেল। তাকাল ব্রায়ান সিমন্সের দিকে। 'ব্রায়ানের কাছ থেকে

সমস্যাটা জেনে নাও।'

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে দাঁতে কাটল ব্রায়ান, থুথুর সঙ্গে মাটিতে ফেলল কাটা অংশটা। চুরুটে আগুন ধরিয়ে একমুখ নীল ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল আকাশে। খানিকটা সময় ভেবে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

'আমাদের সমস্যাটা একটু অন্য ধরনের। সবাই আমরা ছোট র‍্যাঞ্চার, ব্যবসা শুরু করেছি মাত্র। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বড় ধরনের ক্যাটল ড্রাইভ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

'তাছাড়া আমাদের স্টকও খুবই ছোট। এজন্য সবার ক্যাটল একসঙ্গে জড় করে রেইলহেডে নিয়ে যেতে হবে। অ্যানসনস্ ফর্ক শহরটা পুবে, পাঁচদিন লাগবে ক্যাটল নিয়ে পৌছতে।'

শহরটা মনে করার চেষ্টা করল ডিক গ্রেসন। পিতৃহন্তার সন্ধানে ওখানে দু'একবার গেছে সে। এই মুহূর্তে নামটা ছাড়া আর কিছুই ওর মনে পড়ল না।

দম নিয়ে আবার শুরু করল ব্রায়ান, 'ড্রাইভে গরু থাকবে বড়জোর দু'তিনশো, সবার বিক্রি করার মত গরু। তবে আমাদের যে অবস্থা তাতে একটা গরুও অনেক বড় ব্যাপার।'

'এই ড্রাইভের ওপরই আমাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে।' সায় জানাল জেমস হল্ট, 'এবারও যদি নিয়ে যায় তাহলে পাততাড়ি গোটাতে হবে আমার।'

'নিয়ে যায় কে?' ভ্রূ কুঁচকে গেল ডিক গ্রেসনের, হল্টের বক্তব্য বুঝতে পারেনি।

'এবার নিয়ে তৃতীয়বার ড্রাইভে যাচ্ছি আমরা। প্রথম বছর গরু বেচা গেছিল, কিন্তু গত বছর...,' রাগ প্রকাশ পেল জন র‍্যাচেলের কণ্ঠে। 'গত বছর আমাদের সমস্ত ক্যাটল ছিনিয়ে নিয়েছে রাসলাররা।'

'আমাকে প্রায় পথে বসিয়েছে। চল্লিশটা গরু পাঠিয়েছিলাম ড্রাইভে, একেকটা ষোলো ডলার করে দাম পেতাম। টাকার অভাবে সারাটা শীতকাল বীন আর ভুট্টার রুটি খেয়ে কাটিয়েছি আমরা,' বলল জেড হার্পার।

'আবার যদি অমন ঘটে,' বিড়বিড় করল অ্যালবার্ট ড্যান। 'আমিও শেষ।'

'দু'তিনশো গরু, অথচ কোন চিহ্নই থাকল না যে অনুসরণ করবে!' অবিশ্বাস ডিকের কণ্ঠে।

'শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও ব্যাপারটা তাই ঘটেছিল। ড্রাইভে আমরা তিনজন ছিলাম, আমি, ভাড়াটে এক কাউহ্যাণ্ড আর উইলসন নামের এক র‍্যাঞ্চার।

'তৃতীয় রাতে রাসলাররা হামলা চালায়। ক্যাম্পফায়ার জ্বালাচ্ছিল উইলসন, সেখানেই গেঁথে দেয় ওকে। জায়গাটা বড় বড় বোল্ডার আর ক্যানিয়নে ভরা। ক্যাটলের সাথে ছিল ভাড়াটে লোকটা। মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে হাত-পা বেঁধে মেসকিট ঝোপে তাকে ফেলে যায় রাসলাররা।' কথাগুলো বলতে বলতে আড়ষ্ট হয়ে উঠল ব্রায়ান। বুটের ডগা দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে।

তাকে অস্বস্তি থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে মুখ খুলল র‍্যাচেল, 'ব্রায়ান একাই রাসলারদের ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল। রাসলাররা ওকে কোণঠাসা করে ফেলে। প্রায় দেড়দিন একটা ক্যানিয়নের ভেতর আটকা পড়েছিল ও। রাসলাররা ব্রায়ানকে পেলে ছাড়ত না।'

'কিন্তু তারপরও দুইশো গরু—দু'দিন পরও ধুলো আর ট্র্যাক দেখে কোনদিকে গেছে বোঝা যাবে।' এখনও ঘটনাটা বিশ্বাস করতে পারছে না ডিক।

'ধুলো বালি নেই ট্রেইলে, ঘাস জমি,' বলল ব্রায়ান। 'তাছাড়া বৃষ্টিও হচ্ছিল। যখন বুঝলাম রাসলাররা আমার ওপর নজর রাখছে না, বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি সমস্ত ট্র্যাক মুছে দিয়েছিল।'

'অ্যানসনস্ ফর্কে তোমাদের ক্যাটল দেখা যায়নি?'

মুখ খুলল অ্যালবার্ট, 'না, উত্তর আর পুবের র‍্যাঞ্চগুলো শহরে তাদের ক্যাটল পাঠিয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে আমাদের স্টক ছিল না।'

'তোমরা সবাই ড্রাইভে অংশ নিলে বিপদ কমত,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ডিক।

'সম্ভব নয়,' জবাব দিল জন র‍্যাচেল। 'একা আমাদের কারও পক্ষে কাউহ্যাণ্ড হায়ার করা অসম্ভব। নিজের কাজ নিজেরই করতে হয়। কাজে ক্ষতি হলেও ব্রায়ান ড্রাইভে যেতে পারে অবিবাহিত বলে।'

'হারাবার তেমন কিছু নেই বলেই আমি ড্রাইভে যাব,' বলল ব্রায়ান।

সমস্যাটা বুঝতে পারছে ডিক গ্রেসন। নগদ টাকার অভাব দূর করার জন্যেই ড্রাইভটা সফল করতে চাইছে ওরা। টাকাটা পেলে আসন্ন শীতটা ভাল মতই পার করতে পারবে র‍্যাঞ্চাররা; উল্টোটা হলে কষ্টের সীমা থাকবে না।

বেশি জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। টাকা উপার্জনের জন্য যতটা করা কর্তব্য ততটুকুর বেশি নয়, নিজেকে বলল ডিক। 'বেশ। কি করতে হবে আমাকে?'

'ড্রাইভের প্রহরায় থাকবে তুমি।' বলল জন র‍্যাচেল। 'স্টেজগার্ডের মত। ব্রায়ান ড্রাইভে যেতে রাজি হয়েছে। তার এক কাউহ্যাণ্ড আর স্যাম হার্পার যাবে সাথে। তোমার কাজ হচ্ছে চারদিকে দৃষ্টি রাখা। লোক কম, এর বেশি কিছু আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

ট্রেইল গার্ড...মন্দ কি। তাছাড়া কাজটা নিলে বাবার খুনীর কাছাকাছি আসার একটা সুযোগ হয়তো পাবে সে। সম্মতি জানিয়ে দিল ডিক।

'কমবেশি একশো ডলার পাবে তুমি।' বলল জন র‍্যাচেল।

'গরুসহ পৌঁছাতে পারলে,' অ্যালবার্টের কণ্ঠে সংশয়। 'গরু বিক্রি করতে না পারলে একবেলা তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াবার টাকাও থাকবে না আমার।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। ভাল একজন কাউহ্যাণ্ডের তিনমাসের

বেতন ওই পরিমাণ টাকা, ভাবছে ডিক। তবে তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ওর বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে পেতে পারে সে।

'ঘরে চলো সবাই। এতক্ষণে কফি হয়ে গেছে,' নীরবতা ভাঙল জন র‍্যাচেল।

## পাঁচ

র‍্যাঞ্চহাউসে এসে ঢুকল সবাই। ইতোমধ্যেই কফি আর শুকনো অ্যাপল পাই এনে টেবিলে রেখেছে লিণ্ডা।

কফি আর পাই, দুটোই দারুণ। আরও খাওয়ার ইচ্ছে ছিল ডিক গ্রেসনের, কিন্তু চাইল না। ওয়্যাগন শেডে যা শুনেছে তাতে বাড়তি সুবিধাটা নিতে ইচ্ছে করল না তার।

খাওয়া শেষে মুখ তুলে দেখল কিচেনে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে মিসেস র‍্যাচেল। লিণ্ডাও আছে ওখানে। তার দিকে তাকিয়ে থাকল ডিক। মনে হচ্ছে যেন বিশ বছর ধরে মেয়েটাকে চেনে সে। 'পাইটা অপূর্ব, ম্যাম। ধন্যবাদ।' মিসেস র‍্যাচেলের উদ্দেশে কথাটা বলল ডিক।

'তুমিই বোধহয় ডিক?' চেষ্টাকৃত হাসি ফুটল মহিলার মুখে।

'হ্যাঁ, ম্যাম।' মিসেস র‍্যাচেল ওকে পছন্দ করতে পারছে না দেখে কথা বাড়াল না ডিক।

স্ত্রীর উদ্দেশে বলল জন, 'ডিক অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে

কাজ করবে। রেইলহেডে নিরাপদে ক্যাটল পৌঁছানোই ওর কাজ।'

'লিণ্ডার কাছে যা শুনলাম তাতে চিন্তার আর কোন কারণ নেই তাহলে!' মন্তব্য করল মিসেস।

রাগ চেপে রাখল ডিক। রেডহিলের ঘটনা শুনে তাকে বিচার করছে মহিলা। একবার তাকে বুঝিয়ে বলতে চাইল মানুষ মেরে বেড়ানো ওর পেশা নয়। পরক্ষণেই ভাবল, দরকার নেই ভুল ভাঙানোর। তাছাড়া কোন র‍্যাঞ্চার বা তাদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া ঠিক হবে না। নিয়তি ওকে যে কোন র‍্যাঞ্চারের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে।

'কফি লাগবে আর?' স্ত্রীর রূঢ় আচরণ ঢাকার চেষ্টা করল জন র‍্যাচেল।

বারণ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই ডিকের কাপ ভরে দিল র‍্যাঞ্চার। ধন্যবাদ জানিয়ে পেছনের বারান্দায় বেরিয়ে এল ডিক। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলাপ করছে র‍্যাঞ্চাররা। লিণ্ডাকে কোথাও দেখতে পেল না সে। মেয়েটা ঘরেও নেই।

বারান্দার সামনের জমিতে সব্জির বাগান করা হয়েছে। ভুট্টা, টমেটো, মরিচ আর অন্যান্য তরকারীর গাছ দেখা যাচ্ছে। কিছুটা দূরে লাগানো হয়েছে ফলের গাছ। এখনও ছোট, আরও দু'তিন বছর পর ফল ধরবে গাছগুলোয়। তার ঘেরা মুরগির খামারে ধুলো থেকে খাবার খুঁটছে আট-দশটা মুরগি আর একটা মোরগ। বার্নের ছায়ায় বসে জাবর কাটছে একটা গরু।

র‍্যাঞ্চিঙের শুরুটা জন র‍্যাচেলের জন্য চমৎকার হয়েছে। তবে বড় কোন ক্ষতি সামলে ওঠার আর্থিক সামর্থ্য নেই তার। একই কথা খাটে ম্যাঙ্গাস উপত্যকার অন্য র‍্যাঞ্চারদের ক্ষেত্রেও। তবে ব্রায়ান একটু অন্য ধরনের। দুনিয়ার কিছুতেই কিছু এসে যায় না তার। অবিবাহিত বলেই সম্ভবত যে কোন দুরবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবে সে।

স্যাম হার্পারের সাথে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল লিণ্ডা। দু'জনকে একসঙ্গে দেখে অপরিচিত একটা অনুভূতি খোঁচা দিল ডিক গ্রেসনকে। পরমুহূর্তেই হেসে ফেলল সে। মেয়েটার ব্যাপারে কোনকিছু অনুভব করার অধিকার কে দিয়েছে ওকে!

বারান্দার দিকেই এগোচ্ছে মেয়েটা, লক্ষ করল ডিক। পাশে হাঁটতে হাঁটতে বকবক করছে স্যাম হার্পার। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করছে লিণ্ডার সোনালী চুল। ডিকের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। স্যাম বলল, 'মি. ডিক আমাদের সাথে ড্রাইভে যাচ্ছে।'

'আমাকে শুধু ডিক বললেই হবে।' লিণ্ডার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে সে।

'ডিকও ড্রাইভে যাবে,' আবার বলল স্যাম। 'ও পাহারায় থাকলে এবার আমরা ঠিকই ড্রাইভ শেষ করতে পারব।'

ডিক গ্রেসনের দিকে তাকাল লিণ্ডা। 'তা পারবে।'

'বাজি ধরে বলতে পারি ডিক সাথে থাকলে হামলা করার সাহস রাসলাররা পাবে না।' জীবনে এই প্রথমবার ড্রাইভে

যাবার উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে আছে স্যাম হার্পার।

'ওর কীর্তি দেখে সেকথা নিশ্চিত হয়ে বলা যায়,' শুকনো গলায় বলল লিণ্ডা।

বাড়ির ভেতর থেকে জেড হার্পারের কণ্ঠ ভেসে এল। স্যামকে ডাকছে। লিণ্ডা আর ডিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

র‍্যাঞ্চাররা চলে যাচ্ছে, লক্ষ করল ডিক। কোথায় রাত কাটাবে চিন্তা করছে সে, সকাল সকাল ড্রাইভে যেতে সুবিধা হবে ব্রায়ানের র‍্যাঞ্চে থাকলে। ব্যাপারটা র‍্যাঞ্চারদের ওপর ছেড়ে দিল ডিক। লিণ্ডার সঙ্গ ভাল লাগছে ওর।

'স্যামকে আমাদের বাচ্চা গেল্ডিংটা দেখাচ্ছিলাম।' লিণ্ডার কণ্ঠ থেকে কাঠিন্য দূর হয়েছে। 'চমৎকার ঘোড়া, দেখবে?'

হাসল ডিক, 'কেন নয়?' বারান্দার দেয়ালের শেলফে কাপটা নামিয়ে রাখল সে।

উঠান পেরিয়ে বার্নের দিকে এগোল ওরা, হাঁটছে পাশাপাশি। ডিকের দিকে তাকাল লিণ্ডা, 'কিছু একটা আছে তোমার জীবনে। সেজন্যেই তুমি এমন ঠাণ্ডা, নিঃসঙ্গ, আর, আর...' কথা শেষ না করে জবাব আশা করছে সে।

'আর, কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটা। 'গানস্লিঙ্গার।' স্পষ্ট কণ্ঠে কথাটা বলল সে। 'নিজেকে তুমি গানম্যান হিসাবে তৈরি করেছ।'

'তবে ভাড়াটে খুনী নই আমি, বাধ্য না হলে পিস্তল ব্যবহার

করি না।' শান্ত গলায় বলল ডিক। 'বিপদে অনেকে সরে পড়ে, অনেকে বিপদ মোকাবেলা করে। আমি কেটে পড়ায় বিশ্বাস করি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লিণ্ডা। ওদের মাথার উপর দিয়ে শিস দিতে দিতে উড়ে গেল একটা মিডোলার্ক পাখি। 'নিশ্চয়ই তুমি এমন ছিলে না। কিছু একটা তোমাকে বদলে দিয়েছে। কি সেটা?'

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ডিক গ্রেসনের। মেয়েটার অনুমানের সঠিকতা ওকে বিস্মিত করেছে। জোর করে মুখে হাসি ফোটাল ডিক। বার্নের দরজার দিকে আঙুল তুলল, 'গেল্ডিংটাকে ওখানেই রেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল লিণ্ডা। পথ দেখিয়ে বার্নের ভেতর ডিককে নিয়ে গেল সে। একটা স্টলের সামনে দাঁড়াল। কুচকুচে কালো বাচ্চা গেল্ডিংটার দিকে প্রসংশার দৃষ্টিতে তাকাল ডিক। 'চমৎকার ঘোড়া।' মন্তব্য করল সে।

'বলতে চাও না তুমি?' জিজ্ঞেস করল লিণ্ডা।

প্রশ্নটা বুঝতে সময় নিল ডিক, আগের প্রসঙ্গ থেকে নড়েনি লিণ্ডা। 'না। ব্যাপারটা ব্যক্তিগত।'

লিণ্ডাকে বলতে পারে ডিক...কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতে পারে জন র‍্যাচেল যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল কিনা। অথবা ক্ষতচিহ্নের কথা। ব্রায়ান, হার্পার, টিমন্স, অ্যালবার্ট এদের সম্পর্কেও জানা দরকার ওর। খুনীকে খোঁজার কাজে লিণ্ডাকেও

জড়িয়ে নিতে অসুবিধেটা কোথায়?

না। সেটা ওর উচিত হবে না। অন্তত এখনই নয়। ড্রাইভ সফল হলে তখন দেখা যাবে কি করা যায়। নিজের মনোভাব অবাক করল ওকে। কর্তব্য পালনে অবহেলা করছে এমন একটা অনুভূতি হলো। জন র‍্যাচেলই যদি ওর বাবার খুনী হয়—হিসাব চুকিয়ে দেবে সে। সিদ্ধান্ত নিল ডিক।

'দুঃখিত। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি।' বার্ন থেকে বেরোনোর সময় বলল লিণ্ডা।

লিণ্ডাকে জিজ্ঞেস করল ডিক, 'আমার মত গানস্লিঙ্গারের সাথে মেশা তোমার মা নিশ্চই পছন্দ করবে না।'

কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল লিণ্ডা।

কিছুক্ষণ লিণ্ডাকে দেখে আবার প্রশ্ন করল ডিক, 'তোমার কি মনে হয়, আমি গানস্লিঙ্গার?'

গাঢ় দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'আত্মরক্ষা করার অধিকার সবারই আছে।' একটু ইতস্তত করে আবার মুখ খুলল, 'মা বুঝতে চায় না যে ভাল মানুষও আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল ধরে।'

বার্নের দরজায় নড়াচড়া লক্ষ করে থমকে দাঁড়াল ডিক। জন র‍্যাচেল এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। গম্ভীর, চেহারায় রাগ। পেছনে দেখা যাচ্ছে মিসেস র‍্যাচেলকে, মুখ কালো করে তাকিয়ে আছে পোর্চ থেকে।

'আমি ডিককে—মি. ডিককে আমাদের গেল্ডিংটা

দেখাচ্ছিলাম,' কৈফিয়তের মতন শোনাল লিণ্ডার কণ্ঠ।

'তোমার মা ডাকছে তোমাকে।'

ত্রস্ত পায়ে উঠানের দিকে চলে গেল লিণ্ডা। বাবার ব্যবহারে বিব্রত হয়েছে।

ডিক গ্রেসনের দিকে ফিরল র‍্যাঞ্চার। আঙুল তুলে ওর স্ট্যালিয়নটা দেখাল। 'ব্রায়ানের ওখানে থাকছ তুমি,' বলল সে। 'রওনা হয়ে যাও।'

কোন বিশেষ কারণে পরিকল্পনা বদল করেছে র‍্যাঞ্চার। প্রথমে নিজের র‍্যাঞ্চহাউসেই ডিকের থাকার ব্যবস্থা করেছিল সে। তা নাহলে ব্রায়ানের সাথেই ওকে পাঠাতে পারত র‍্যাঞ্চার।

এখন সে চাইছে ডিক চলে যাক। তার মেয়ে কোন গানস্লিঙ্গারের সংস্পর্শে আসুক তা চায় না জন র‍্যাচেল।

ম্যাঙ্গাস ভ্যালি র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে ওর বাবার খুনীও থাকতে পারে। কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ডিক গ্রেসনেরও কাম্য নয়। শ্রাগ করল সে, 'ব্রায়ানের র‍্যাঞ্চটা কোনদিকে?'

উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়ের দিকে আঙুল তাক করল জন র‍্যাচেল। তিনটে চুড়ো পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বহুদূরের আকাশে।

'ওই চূড়া বরাবর এগিয়ে গেলে পথেই ব্রায়ানের র‍্যাঞ্চ।'

মিসেস র‍্যাচেলের উদ্দেশে নড করল ডিক। লিণ্ডাকে দেখা গেল না। ঘোড়ায় স্যাডল চড়িয়ে রওনা হয়ে গেল। পেছন

থেকে চেঁচিয়ে বিদায় জানাল র‍্যাঞ্চার। প্রত্যুত্তর দিল না ডিক, হাত নাড়ল।

উঠান পেরোনোর পরও পিঠে মিসেস র‍্যাচেলের কঠোর দৃষ্টি অনুভব করল ডিক।

## ছয়

আকাশে নীল রঙের ছোট্ট কোয়েইল উড়ছে। লম্বা কানের জ্যাকর্যাবিট আর ঘুঘুও চোখে পড়ছে মাঝেমধ্যে। একটা সোনালী ঈগল অনেকদূর নেমে এসে হতভাগ্য কোন প্রাণীকে নিয়ে উড়ে গেল—থেমে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখল ডিক।

সন্ধ্যা নামার অনেক পরে ব্রায়ানের র্যাঞ্চে পৌঁছুল সে, ধীরেসুস্থে এসেছে। জন র্যাচেলের চেয়ে ব্রায়ানের র্যাঞ্চটা অনেক ছোট। অন্তত র্যাঞ্চহাউসটা দেখে তাই মনে হলো ওর।

একটা বাঙ্কহাউস, লাগোয়া কিচেন সহ র্যাঞ্চহাউস। করালের পাশে কয়েকটা ছাপরা এবং একটা টয়লেট। তারের বেড়ায় ঘেরা একটা জায়গায় বেশ কিছু ক্যাটল জড় করা হয়েছে, রেইলহেডে পাঠানো হবে।

র্যাঞ্চহাউসটা অন্ধকার কিন্তু কিচেনের জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে। ভালমত দলাইমলাই করে, খাবার দিয়ে ঘোড়াটাকে করালে বেঁধে কিচেনের দিকে এগোল ডিক।

ভেতরে ঢুকতেই পরিষ্কার ওভারঅল পরা বুড়ো বাবুর্চি

বিরক্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। কিচেনের গরম বাতাসে ভাজা মাংস আর রুটির গন্ধ পেল ডিক। ঘরের মাঝখানের টেবিলটায় দুটো পাত্রে রাখা হয়েছে মাংস-রুটি। ড্রাইভের জন্য স্যাণ্ডউইচ বানাচ্ছে লিকলিকে বুড়ো বাবুর্চি।

'তুমি আবার কে!' ধূসর ভুরু কুঁচকে ডিকের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে।

'ডিক গ্রেসন।' জবাব দিল ডিক। টেবিলের দিকে তাকাল। মাংস-রুটির গন্ধটা চমৎকার।

'গ্রেসন!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল বাবুর্চি। 'ব্রায়ান বলল জন র‍্যাচেলের র‍্যাঞ্চে থাকছ তুমি! কোনও খাবার বানানো হয়নি তোমার জন্য।'

'রুটি-মাংস হলেই চলবে, আর যদি থাকে তো এককাপ কফি।' র‍্যাচেলদের সম্বন্ধে কোনও কথা বলল না ডিক।

কাঁধ ঝাঁকাল বাবুর্চি। 'শেলফে কাপ আছে, বানিয়ে নাও।'

কফি তৈরি করে টেবিলে বসল ডিক। গোগ্রাসে খেতে শুরু করল সুস্বাদু মাংসরুটি।

'তোমরা যে যার খাবার সাথে নেবে,' বলল বাবুর্চি। 'ব্রায়ানের ওয়্যাগন নেই, আর ড্রাইভটাও ওয়্যাগন নেয়ার মত বড় না।' কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখে সন্দেহ নিয়ে ওকে দেখছে বাবুর্চি।

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল ডিক। 'তোমার নামটা জানা হয়নি আমার।' খাবার থেকে চোখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল

সে।

'বন্ধুরা আমাকে জেরি বলে ডাকে,' বলল বাবুর্চি।

'দারুণ রেঁধেছ,' প্রশংসা করল ডিক।

'জানালার পাশে তাকের ওপর পনির আছে, নিতে পারো।' তারিফ করায় খুশি হয়েছে বুড়ো।

'তোমার মত বাবুর্চি পেলে ধন্য হয়ে যেতাম,' উঠে গিয়ে রুটিতে পনির মাখিয়ে আবার চেয়ারে বসল ডিক। ঠাট্টা মশকরার মাধ্যমে আগে ঘনিষ্ঠ হতে হবে, নাহলে মুখ খুলবে না বাবুর্চি।

'এই চাকরি ছাড়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করো,' হাসল বুড়ো।

'ব্রায়ানের এখানে কাজ করছ কতদিন?' তথ্য জানার চেষ্টা করল ডিক, যেমনটা গত তিন বছর ধরেই করে সে, কোনও তথ্য হয়তো ওকে সাহায্য করবে খুনীকে চিনতে।

'দু'এক মাস হলো, ঠিক কতদিন জানি না,' জবাব দিল বাবুর্চি।

'এলাকাটা তোমার পরিচিত?'

স্যাণ্ডউইচ বানানোর কাজ না থামিয়েই ডিকের দিকে তাকাল জেরি। বলল, 'মোটামুটি। দশবারো বছর ধরে আছি এ অঞ্চলে।'

'ব্রায়ানের সঙ্গে মাত্র আজই পরিচয় হলো, ভাল লোক,' বলল ডিক, 'ওকে কতদিন ধরে চেনো?'

'বেশিদিন না,' বাবুর্চির কাছ থেকে কথা বের করা কঠিন কাজ।

'শুনলাম দু'তিন বছর আগে ম্যাঙ্গাস ভ্যালিতে এসেছে ব্রায়ান,' হাল ছাড়ল না ডিক।

'হবে হয়তো,' উদাস গলা বাবুর্চির।

'ব্রায়ানের সাথে কাজ করতে ভালোই লাগবে···তোমার কি মনে হয়, যুদ্ধে গিয়েছিল ব্রায়ান?'

হাতের ছুরিটা টেবিলে নামিয়ে রাখল বুড়ো। আঙুল তাক করল জানালার পাশে শেলফের দিকে। 'ওখানে মাখন আছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে।

'মাখন দিয়ে কি হবে?' অবাক হলো ডিক গ্রেসন।

'ওটা খেতে নিলে তোমার মুখ বন্ধ থাকবে,' জবাব দিল বাবুর্চি।

হেসে ফেলল ডিক। আগেও এরকম ধরা খেয়েছে সে। জানে পরিবেশ সহজ করতে হাসির জুড়ি নেই। 'যার কাজ করব তার সম্বন্ধে যতটা সম্ভব জেনে নেয়া ভাল। কি বলো, জেরি?'

'জানতে চাইলে ওকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো। সেটা আরও ভাল,' গম্ভীর মুখে বলল বুড়ো বাবুর্চি।

উঠে পড়ল ডিক। 'খাবারের জন্য ধন্যবাদ, রান্নাটা কিন্তু সত্যিই অপূর্ব।'

দরজার দিকে ছুরি তাক করে জেরি বলল, 'রাতে থাকতে

চাইলে সোজা বাংকহাউসে চলে যাও। ওখানে একটা খালি বাংক আছে।'

'বাকিরা সবাই আগেই চলে এসেছে?'

'হ্যাঁ। পিট, কব, লুক—সবাইকে ওখানেই পাবে।'

'এদের মধ্যে ড্রাইভে যাবে কে?'

ছুরিটা তুলে নিয়ে টেবিলে গাঁথল বাবুর্চি। বিরক্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'যতটুকু জানি জেমস লুক যাচ্ছে।' একটু থেমে বলল, 'আর কোনও প্রশ্ন না থাকলে দয়া করে এবার বিদায় হও, অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। কালকে মনে করে তোমার ভাগের খাবারটা নিয়ে যেয়ো।'

বেরিয়ে যাবার জন্য দরজা খুলল ডিক, বাবুর্চির উদ্দেশে বলল, 'খাবারের ব্যাপারে অন্তত ভুল করব না।'

নিকষ কালো অন্ধকারে বাংকহাউসের দিকে এগুলো সে।

## সাত

ভোর চারটের দিকে কিচেনে এল ডিক গ্রেসন। ব্রায়ানও উপস্থিত, একটা টিনের মগে ধূমায়িত কফি খাচ্ছে সে।

ডিককে দেখে হাসি ফুটল লম্বাচওড়া র‍্যাঞ্চারের ঠোঁটে। 'দুঃখিত। তুমি আসার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' বলল সে।

কাজের কথা জানতে চাইল ডিক, 'সবাই তৈরি?'

'তোমার নাস্তা হলেই বেরোব আমরা। বাকিরা ক্যাটল জড় করছে এখন,' জবাব দিল ব্রায়ান।

একটা প্লেটে মাংস আর আলু দিয়ে গেল জেরি, কাপে কালো কফি ঢেলে দিল। খেতে বসে ব্রায়ানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিক, 'সবাই যাচ্ছে ড্রাইভে?'

'নাহ্। শুধু জেমস লুক যাবে।' মাথা চুলকাল ব্রায়ান। 'পিট আর কব আমাদের রওনা করিয়ে দিয়ে ফেরত আসবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ জানালা দিয়ে ভোর-রাতের আকাশ দেখল র‍্যাঞ্চার। মন্তব্য করল, 'আজকেও গরম পড়বে।'

এগিয়ে এসে ডিকের সামনে খাবারের পোঁটলা নামিয়ে

রাখল বুড়ো বাবুর্চি। খাওয়া শেষে পোঁটলা হাতে উঠে দাঁড়াল ডিক।

এখনও জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ব্রায়ান। চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে ঘুরল সে। 'বাইরে দেখা হবে,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল।

পনেরো মিনিট পর র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে উপস্থিত হলো ডিক। বিশাল একটা গেল্ডিঙে চড়েছে ব্রায়ান, ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

আধমাইল দূরে ধুলো উড়িয়ে এগোচ্ছে গরুর পাল। সেদিকে নির্দেশ করল ব্রায়ান। 'আমার ছেলেরা ড্রাইভ শুরু করেছে।'

কোনাকুনিভাবে ঘাসজমির ওপর দিয়ে গরুর পালের দিকে এগুলো ডিক আর ব্রায়ান। ভোরের ধূসর আলোয় খুরের ঘায়ে ওঠা ধুলো মেঘের মত দেখাচ্ছে। কয়েক মিনিটেই পালটার কাছে চলে এল ওরা।

বিশৃঙ্খলভাবে এগোচ্ছে ক্যাটলগুলো। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল ডিক, কাউহ্যাণ্ডরা কেউই দক্ষ না।

ওদের বামদিকে দলছুট গরুগুলোকে ফেরাবার চেষ্টা করছে তরুণ স্যাম হার্পার। যেসব জায়গায় অবস্থান নিলে গরুগুলো ঠিক পথে চলবে সেসব জায়গায় কোন কাউহ্যাণ্ডকে দেখতে পেল না ডিক।

খোলা জমিতে পেছন থেকে বেড় দিয়ে গরুগুলোকে তাড়া

দিচ্ছে ব্রায়ানের কাউহ্যাণ্ডরা। অভ্যেস বসে ওদের ওপর তীক্ষ্নদৃষ্টি বোলাল ডিক।

'শেষ পর্যন্ত ওদের নড়াতে পেরেছি, বস্।' হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ব্রায়ানের উদ্দেশে বলল টাকমাথা কাউহ্যাণ্ড।

মাথা ঝাঁকাল ব্রায়ান। হাতের ইশারায় ডিককে দেখাল। 'লুক, এ হচ্ছে ডিক গ্রেসন। গতকাল রেডহিল গরম করে তুলেছিল যে। আমাদের গার্ড হিসাবে যাচ্ছে…ডিক, বাকস্কিন ছোটাচ্ছে যে সে কব। আর চকমকে স্যাডলে পিট।'

ব্রায়ানের কাউহ্যাণ্ডরা ছোট্ট করে নড করল। কারও মুখে হাসি নেই। শীতল ব্যবহার। বোধ হয় গানস্লিঙ্গারের সাহায্য নিতে বাধছে ওদের।

'কব, পিট, তোমরা র‍্যাঞ্চে চলে যাও। আমরাই ক্যাটল সামলাতে পারব,' বলল ব্রায়ান।

কব আর পিট বিদায় নিলে গরুর পালের দিকে দৃষ্টি ফেরাল ব্রায়ান। কিছুক্ষণ পর টাকমাথা [illegible]কের দিকে ফিরল সে। 'তুমি আর ছেলেটা দু'পাশ থেকে দলছুট গরুগুলোকে সামলাও। আমি পেছনটা দেখছি।' দম নিয়ে ডিকের উদ্দেশে বলল, 'তুমি যেটা ভাল বোঝো, করো। আমার মনে হয় সামনের দিকে নজর রাখা উচিত।'

গা ছাড়া ভাবে এগোনো গরুগুলোকে পাশ কাটাল ডিক। এগোল স্যাম হার্পারের দিকে। দূর থেকেই ওকে দেখতে পেয়েছে ছেলেটা, দাঁড়িয়ে পড়ল। ধুলোমাখা চেহারায় একান-

ওকাম হাসছে সে।

'ব্রায়ান তোমাকে একপাশ সামলে চলতে বলেছে, বুঝতে পেরেছ?' বলল ডিক, 'ওপাশে লুকও তাই করছে।'

দায়িত্ব পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ছেলেটা, ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চাইল। কয়েকটা গরু বাকিগুলোর থেকে আলাদা হয়ে গেছে দেখে ঘোড়া ছোটাল, দূর থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠ, 'পরে দেখা হবে।'

সামনের পাহাড়ী এলাকাটা পর্যবেক্ষণ করল ডিক। পাহাড়ের আগেই দক্ষ হাতে গরুগুলোকে জড় করতে না পারলে কপালে খারাবি আছে ব্রায়ান আর তার সহকারীদের, সারাদিন ছোটাছুটি করতে হবে।

ডিকের কাজ ব্রায়ানদের নিরাপত্তার দিকটা দেখা, গরু সামলানো নয়। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে হাতের উল্টোপিঠে মুখের ঘাম মুছল ডিক। ব্রায়ানের কথাই ঠিক, অসম্ভব গরম পড়েছে। তবে ড্রাইভ শুরুর আগে পানি খাওয়ানোয় গরুগুলো ঝামেলা করছে না।

চওড়া একটা ঘাস জমির ওপর দিয়ে স্যাকর্যামেন্টো পর্বতের দিকে এগোচ্ছে ওরা। পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছনোর পর এত সহজ হবে না পথচলা, বুঝল ডিক। ওর কাজটাও কঠিন হয়ে পড়বে। পাথর আর ঘন আগাছার ঝোপে ভরা ক্যানিয়নগুলো অ্যাম্বুশ করার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেবে রাসলারদের।

ডিক চায় ড্রাইভটা সফল হোক। কাজটা নিয়েছে ম্যাঙ্গাস

উপত্যকার র‍্যাঞ্চারদের সম্বন্ধে খোঁজ নেয়ার সুবিধা হবে বলে। টাকার ব্যাপারটাও ছিল। কিন্তু এখন ওর দায়িত্ব পালনে সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে ছ'সাতজন মানুষের ভবিষ্যৎ।

দিনটা গড়িয়ে চলেছে, দুপুরের দিকে গরমে কষ্ট শুরু হলো প্রাণীগুলোর। বাড়তি ঘোড়া আনেনি ব্রায়ান। অনভিজ্ঞতা, বুঝল ডিক। আগামী দিন ঝামেলা আরও বাড়বে, রুক্ষ স্যাকর‍্যামেন্টো পর্বতে পৌঁছলে।

সন্ধ্যার পর থামল ওরা। ব্রায়ানের কথা মত চারজন গরুর পালের চারদিকে ক্যাম্প করল। বিভিন্ন প্রসঙ্গের সূত্র ধরে সবাইকে প্রশ্ন করবে ভেবেছিল ডিক, আলাদা হয়ে যাওয়ায় পারল না। তবে ব্রায়ানের সতর্কতা দেখে খুশিই হলো সে। গরুগুলোই র‍্যাঞ্চারদের নতুন জীবন শুরু করার শেষ আশা।

পরদিন ভোর পাঁচটার সময় যাত্রা করল সবাই। তিন ঘণ্টা পর সরু একটা ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে গরু নিয়ে এগোল পার্বত্য অঞ্চলের দিকে।

ক্যানিয়নের পাথুরে দেয়ালে রোদ পড়ায় উত্তাপ অসহ্য হয়ে উঠল। বাতাস নেই একফোঁটাও। গরুগুলো দল ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, এগোতে চাইছে না। সামনে পেছনে ঘোড়া দাবড়ে ওগুলোকে বশ করার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে গেছে আরোহী এবং ঘোড়াগুলো, অসহায়ভাবে খিস্তি করছে ব্রায়ান আর লুক। কয়েকবার পিস্তল ছুঁড়ে ক্যাটলগুলোকে ফেরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ব্রায়ান।

শ'খানেক গজ দূরে ট্রেইলে দাঁড়িয়ে ওদের কার্যকলাপ লক্ষ করছে ডিক গ্রেসন। অস্থিরতা অনুভব করল সে, এখনই না সামলাে া আরও বিসৃঙ্খল হয়ে পড়বে গরুগুলো।

চা দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলাল ডিক, কেউ নেই কোথাও। ব্রায়ানদের সাহায্যে এগোল সে। পাথর খণ্ড আর ঝোপের মধ্যে পথ চলতে দ্বিধা করছে গরুগুলো। ফিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা, ডাকছে গলা ছেড়ে। সরু ক্যানিয়নে জটলা পাকিয়ে আগুপিছু করছে গোটা দলটা। ব্রায়ানের কাছাকাছি আসতে ওর দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল র‍্যাঞ্চার, ঘামে-ধুলোয় আস্তর পড়ে গেছে চেহারায়।

'দলছুটগুলোকে ফেরাবার দরকার নেই, পেছন থেকে বেড় দিয়ে এগোও!' চেঁচিয়ে বলল ডিক। 'ক্যানিয়নের দেয়াল ওগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দেবে।'

একটা বাদামী ষাঁড় দলছুট হয়ে হঠাৎ ছুটে এল ব্রায়ান আর ডিকের দিকে। স্পার দাবিয়ে স্ট্যালিয়নটাকে ওটার দিকে ছোটাল ডিক, হাতে স্যাডলব্যাগ থেকে বের করা ল্যাসো। সংঘর্ষের আগ মুহূর্তে স্ট্যালিয়নটাকে বামে সরিয়ে নিল সে, গায়ের জোরে দড়িটা আছড়াল ষাঁড়ের নাক-চোখ লক্ষ্য করে।

আঘাত পেয়ে রব তুলল ষাঁড়টা, থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার দলের সাথে মিশে গেল। ফিরে এল ডিক। ব্রায়ান তখনও ঘোড়া সামলাতে ব্যস্ত। কিছুক্ষণ পর বলল র‍্যাঞ্চার, 'গরমে পাগল হয়ে উঠেছে গরুগুলো!'

'তাতে অসুবিধা হবে না, আমরা শুধু পেছনটা সামলাব। উল্টোদিকে রওনা দেয়া ক্যাটলগুলোকে ফেরালেই ক্যানিয়ন পেরোনো যাবে।' আশ্বাস দিল ডিক।

বুঝতে পেরেছে ডিকের কথা, লুক আর স্যামকে ডাকতে ছুটল ব্রায়ান। ঘাড় ফিরিয়ে ধুলোর মেঘে তাকে অদৃশ্য হতে দেখল ডিক। ওর বামদিকে একপাল গরু থেমে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য। দড়ি হাতে সেখানে পৌঁছে গেল সে, পিঠে কয়েকটা বাড়ি পড়তেই এগোতে শুরু করল ওগুলো।

ডিকের পরামর্শ অনুযায়ী গরুর পালের পেছন পেছন এগোল ব্রায়ান, লুক আর স্যাম। মাঝে মাঝে তাড়া করে বিগড়ে যাওয়া ক্যাটলগুলোকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করল। সন্ধ্যার আগ দিয়ে ক্যানিয়নটা পেরোল ওরা, চওড়া সমতল জমিতে পৌঁছল একটি গরু না হারিয়ে।

'আশেপাশে পানি নেই তো?' ব্রায়ানকে জিজ্ঞেস করল ডিক। বাতাসে পানির গন্ধ পেলে তৃষ্ণার্ত গরুগুলোকে ফেরানো যাবে না, হুড়মুড় করে ছুটবে দল ভেঙে।

'পানি আরও একদিনের পথ,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার।

'ততক্ষণে ছোটাছুটির ক্ষমতা হারাবে ওগুলো।' মন্তব্য করল ডিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ব্রায়ান। বলল, 'তোমার মাথায় বুদ্ধিটা না খেললে এখনও ওই ক্যানিয়নেই থাকতাম!'

জবাব দিল না ডিক। বুদ্ধি নয়, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে পরামর্শ দিয়েছে সে। ব্রায়ানকে মানুষ হিসেবে ভাল লেগেছে ওর, কিন্তু ম্যাঙ্গাস উপত্যকায় ফিরে আগামীতে দক্ষ ট্রেইল-বস্ নিয়োগ করতে অ্যাসোসিয়েশনকে বলবে ডিক। ওদের কপাল ভাল, কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া ক্যানিয়ন পেরোতে পেরেছে।

'এখানেই ক্যাম্প করবে?' জিজ্ঞেস করল ডিক। আধমাইল দূরে পাহাড় ঠেলে বেরিয়ে আসা উঁচু একটা পাথুরে তাকের দিকে চেয়ে আছে সে।

ঘাসজমির ওপর দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলা গরুগুলোর ওপর নজর বুলাল র‍্যাঞ্চার। 'জায়গাটা মন্দ নয়,' বলল সে।

স্যাডলে সোজা হয়ে বসল ডিক। ক্লান্ত, তবে প্রাথমিক বিপদ কেটে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করছে। 'আমি তাহলে চললাম,' র‍্যাঞ্চারকে বলল সে, 'রাসলাররা ধারেকাছে থাকলে পাহাড়ের ওপর থেকে দেখতে সুবিধা হবে।'

চিকন একটা খাড়া ট্রেইল ধরে পরিশ্রান্ত স্ট্যালিয়নটা ওপরে উঠে এল। তাকের নিচে, সমতলে, ঘোড়া থেকে নামল ডিক। পাহাড় বেয়ে তাকের উপর উঠে দাঁড়াল।

নিচে, আধমাইল দূরে চরে বেড়াচ্ছে গরুগুলো। স্যাম হার্পার আর জেমস লুককে দেখা গেল পরবর্তী নির্দেশ নেয়ার জন্য ব্রায়ান যেদিকে আছে সেদিকে আসতে। ব্রায়ান আর ডিকের মাঝে একসারি ঝোপ। তাকে দেখতে পেল না ডিক।

বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে অন্য কেউ নেই। ঘুরে দাঁড়াল সে,

ওদের পেরিয়ে আসা পাহাড়ি অঞ্চলের দিকে নজর ফেরাল। আধ মরা পাইন আর সিডার গাছ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না ওর। নেমে আসার জন্য পা বাড়াল।

মাথায় একটা ঝাঁকি খেয়ে আধপাক ঘুরে গেল সে। অনেকরকম আলো জ্বলে উঠল চোখের সামনে। দূর থেকে ভেসে এল ভোঁতা একটা ভারি গর্জন।

দ্বিতীয়বার ধাক্কা লাগল বুকে। চিনচিনে একটা ব্যথা উঠে এল বুক থেকে মস্তিষ্কে। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না, পড়ে গেল ডিক গ্রেসন।

অন্ধকার হয়ে গেল জগৎ—জ্ঞান হারিয়েছে সে।

# আট

চোখের পাতা খুলল ডিক, ঝাপসা দেখছে। ভোঁতা একটা ব্যথায় দপদপ করছে মাথাটা। চুপচাপ পড়ে রইল সে, সচেতনতা ফিরে আসছে ধীরে ধীরে।

পাথুরে তাকের ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে সে, পিঠের নিচে একটা চোখা পাথর খোঁচা দিচ্ছে। নড়তে চেষ্টা করল ও। অসহ্য ব্যথার তরঙ্গ আছড়ে পড়ল সারা শরীরে। কাতরে উঠে থমকে গেল ডিক।

ঘোলাটে মরা চাঁদ আর অসংখ্য তারা মিটমিট করছে রাতের আকাশে। বরফ-ঠাণ্ডা পাথর কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে; গুলি লেগেছে, অনুভব করল ডিক। বামহাতটা আস্তে আস্তে বোলাল বুকের ডানদিকে এবং মাথায়, তাজা রক্তে লাল হয়ে গেল হাত। রক্তক্ষরণে মরার আগেই ফুটো বন্ধ করতে হবে। আধা চেতন অবস্থায় ভাবল সে।

উঠে বসতে চেষ্টা করল, জোর পাচ্ছে না। ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী। মন স্থির করে নিয়ে বসার জন্য শক্তি

খাটাল। বড় বেশি দুর্বল, আবার জ্ঞান হারাল সে।

ভীষণ ঠাণ্ডা···চেতনা ফিরল ডিকের। চোখ মেলল, এখনও রাত, চাঁদটা পশ্চিমে আরও ঢলে পড়েছে। অসহ্য ব্যথা মনে করিয়ে দিল ক্ষত পরিচর্যা করার কথা। এমনিতেই অনেক রক্ত হারিয়েছে, এখনও অল্প অল্প বের হচ্ছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর উঠে বসল সে, বমি করল ব্যথায়।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মাথায় দপদপ করছে যে জায়গাটা, বাম হাত দিয়ে পরখ করল। মাথার তালুতে আঁচড় কেটে গেছে প্রথম বুলেট, ওখানটায় চামড়া নেই। কপালকে ধন্যবাদ দিল সে, আর আধ ইঞ্চি নিচ দিয়ে গেলে ব্যথা বেদনা টের পেত না।

হাতটা নামিয়ে গা ছেড়ে বসল ডিক, সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে গেছে। কয়েক মিনিট পর খুঁজতে শুরু করল বুকের ক্ষতটা। মাথার চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে ওটা। কাঁধের দু'তিন ইঞ্চি নিচে বুকের ওপর দিকে লেগেছে দ্বিতীয় গুলি। রক্ত পড়েছে বুক পিঠ দু'দিক দিয়েই। গুলিটা বেরিয়ে গেছে, বুঝল ডিক।

ব্রায়ান, লুক আর স্যাম হার্পারের কথা মনে পড়ল ওর। নিশ্চয়ই ওকে খুঁজছে। বিপদে না পড়লে কাছেপিঠেই আছে ওরা। 'ব্রায়ান, স্যাম, লুক!' দুর্বল কণ্ঠে চেঁচাল সে।

কোন জবাব ভেসে এল না অন্ধকার থেকে, ওর নিজের প্রতিধ্বনিও নয়! পিস্তলটা···গুলি ছুঁড়লে হয়তো জবাব পাবে।

হোলস্টার হাতড়াল সে, পিস্তল নেই! তীক্ষ্ণচোখে তাকের ওপর নজর বোলাল ডিক, ওখানেও কোথাও নেই ওটা। হঠাৎ বুঝতে পারল, জ্ঞান হারানোর আগে এই সরু তাকে ছিল না সে। গুলি লাগার পর গড়িয়ে এসে পড়েছে এখানে, পিস্তলটা রয়েছে ওপরের তাকে।

চিন্তাভাবনা পরিষ্কার হয়ে আসছে, ঘোড়াটার কথা ভাবল ডিক। কোথায় স্ট্যালিয়নটা? এ অঞ্চলে ঘোড়া নেই এমন একজন আহত মানুষের সঙ্গে একটা লাশের পার্থক্য মাত্র কয়েক ঘণ্টা। পিঠের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর।

গলার সাথে বাঁধা স্কার্ফটা বাম হাতে খুলল ডিক, দাঁতে চেপে ধরে দু'টুকরো করে ছিঁড়ল ওটা। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর টুকরোগুলো দিয়ে দুটো প্যাড বানাল। সমস্ত শক্তি জড় করে শুকনো রক্তে মাড় দেয়া শার্টের নিচে ডান কাঁধটা ঝুঁকাল, বামহাতে পিঠের ক্ষতে প্যাডটা বসিয়ে দিল। আধা শুকনো রক্তের আঠায় সেঁটে বসল ওটা।

বুলেট ঢুকেছে যেখানটায়, বুকের ফুটোয় দ্বিতীয় প্যাডটা বসাল ও। টাইট শার্টের নিচে পড়ে যাবে না প্যাডগুলো, খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো ডিক, রক্ত পড়া কমবে।

মারা না গিয়ে থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে ব্রায়ানরা। চিন্তা করছে ডিক। ওদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা নেই।

ঘাড় ফিরিয়ে মেসার দিকে তাকাল সে, ক্যাম্পের আগুন খুঁজছে। হতাশা বোধ করল, কোন ক্যাম্পফায়ার জ্বলছে না ওদিকে। চাঁদের আবছা আলোয় ক্যাটলগুলোকেও দেখতে পেল না সে।

যতটা জোরে সম্ভব তিনজনের নাম ধরে ডাকল আরেক দফা, নিস্তব্ধতা জবাব দিল ওর ডাকের। চলে গেছে, অথবা বেঁচে নেই ওরা। কি করবে বুঝতে পারল না ডিক।

ঘুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে। নড়াচড়া করার মত শক্তি নেই শরীরে। তাছাড়া অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে আবার পড়ে গেলে জ্ঞান হারাবে। দিনের আলোয় পাহাড় থেকে নামার চেষ্টা করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ডিক।

সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় ঘুম ভাঙল ওর। উঠে বসে খুশি হয়ে উঠল; প্রায় বিনা কষ্টেই কাজটা করতে পেরেছে। রাতের ঘুম খানিকটা হলেও হারানো শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে।

বিস্তৃত মেসার দিকে তাকাল, ওখানেই ক্যাম্প করার কথা ছিল ব্রায়ানের। ক্যাটলের চিহ্ন দেখতে পেল না ডিক। অনেক দূরে, পুবদিকে একটা হলুদ মেঘ ঝুলছে দিগন্তের কাছে। ধুলোও হতে পারে, এতদূর থেকে ঠিক বুঝতে পারল না ডিক গ্রেসন।

'গরুগুলোই,' বিড়বিড় করল সে। রাসলারদের তাড়িয়ে দিয়ে তাহলে রাতেই যাত্রা করেছে ব্রায়ানরা। তা নাহলে ওরা বেঁচে নেই, ওগুলো নিয়ে যাচ্ছে গরুচোরের দল।

ব্যথাটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল ডিক, ওদের পিছু নিতে হবে। স্ট্যালিয়নটা খুঁজতে হবে আগে, উঠে দাঁড়াল সে। মুহূর্তের জন্যে চেতনা হারাবে বলে মনে হলো, কিছুক্ষণ দুলে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল শেষ পর্যন্ত।

কিনারে ঝুঁকে নিচে তাকাল সে, আরেকটা তাক বাধা হয়ে দাঁড়াল দৃষ্টিপথের সামনে। নিচে ঘাস আছে, রাসলারদের খপ্পরে না পড়লে ওখানেই থাকবে স্ট্যালিয়নটা। পিস্তলটার কথা মনে পড়ল ডিকের।

তাকিয়ে দেখল যেখান থেকে পড়ে গিয়েছিল সেই তাকটা ফুট ছ'য়েক ওপরে। সময় নিয়ে ওখানে উঠল ডিক। তাকের মেঝেতে পড়ে আছে ওর অস্ত্র। মাথায় আঘাতটা লাগার সঙ্গে সঙ্গে অজান্তেই হাতে উঠে এসেছিল পিস্তলটা, দ্বিতীয় বুলেটের আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় পড়ে যায় ওটা।

·৪৫ পিস্তলটা হোলস্টারে গুঁজে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল ডিক। দু'বার পড়ে গেল, ব্যথায় ঠোঁটের ওপর চেপে বসল দাঁত, কিন্তু থামল না। শেষ পর্যন্ত নেমে আসতে পারল ক্যানিয়নের সমতল মেঝেতে। ঘোড়াটাকে শ'খানেক গজ দূরে ঘাস খেতে দেখে আশার আলো ফুটল ওর চোখে।

শিস দিতেই ছুটে এল প্রভুভক্ত স্ট্যালিয়ন। স্যাডলের পাশে ঝোলানো ক্যান্টিন তৃষ্ণা মেটাল ওর। পানির গন্ধে তৃষ্ণার্ত ঘোড়াটাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে, একহাতে পানি ঢেলে ওটাকে খাওয়াল ডিক।

শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে স্যাডলে উঠল, লাগাম আঁকড়ে বসে থাকল ব্যথার ঢেউগুলো মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। একটু পর চোখের সামনে থেকে ঘোলাটে ভাবটা দূর হয়ে গেল।

পুবদিকে তাকাল সে। ধুলো বা মেঘ যাই হোক, এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ওদিকেই কোথাও আছে গরুর পাল। ডিকের ইঙ্গিতে দ্রুত কদমে এগোল ঘোড়াটা মেসা লক্ষ্য করে।

স্যাডল ব্যাগে জেরির দেয়া খাবার খুঁজতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল ডিক, সামলে নিল। এখনও যাত্রা করার পক্ষে অনেক বেশি দুর্বল সে। 'যতক্ষণ স্যাডলে বসতে পারব, কোন অসুবিধে হবে না,' নিজেকে প্রবোধ দিল ডিক।

গরম কি যেন কুলকুল করে নামছে ওর বুক বেয়ে, ক্ষতস্থানের মুখ খুলে দিয়েছে পথ চলার ঝাঁকুনি।

## নয়

ঘণ্টা দু'য়েক একটানা চলে থামল ডিক, জেরির দেয়া রুটি আর মাংস খেলো। মুখে রুচি নেই, পানি দিয়ে গিলে ফেলল খাবারটা। অনুভব করল শক্তি ফিরে পাচ্ছে। তবে বুকের আঘাতটা মারাত্মক, ক্ষতটার পরিচর্যা দরকার।

তেতে ওঠা দিনটা গড়িয়ে এল, কোন ধুলো দেখতে পেল না সে। সামান্য উত্থান-পতন ছাড়া সামনের জমি সম্পূর্ণ সমতল, ধুলো না উড়িয়ে কারও পক্ষে দু'শো গরু গায়েব করে দেয়া অসম্ভব। মাটিতে যত ঘাসই থাকুক না কেন একটু হলেও ধূলি উড়বে।

ব্রায়ানদেরই বা কি হলো? ও ক্যাম্পে ফিরছে না দেখে খুঁজতে বেরোনোর কথা ওদের। র‍্যাঞ্চার জানত ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। আসেনি কেন কেউ?

বোধহয় রাসলারদের আক্রমণ ঠেকাতে পারেনি ব্রায়ানরা। তাহলে বেঁচে নেই ওরা। কাজটা সহজ হবে না রাসলারদের জন্য, ধারণা করল ডিক। গতবার ঠিকই বেঁচে ফিরেছিল

স্ক্যাঞ্চার।

বাম হাত দিয়ে মুখ মুছল ডিক, ঘামছে দরদর করে। মাথা কাজ করছে না। বুকের খাঁচায় বাড়ি পড়ছে প্রত্যেকটা ঝাঁকিতে। বুকের প্যাডটা ক্ষতের ওপর ঠিকমত বসানোর চেষ্টা করল ও, পারল না। শুকনো রক্তে আটকে গেছে ওটা, টানলেই চামড়াসুদ্ধ উঠে আসতে চায়।

ড্রাইভের কোনও চিহ্ন না দেখলেও পুবে এগিয়ে যাচ্ছে সে। বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির কোন একটা জায়গা দিয়ে গিয়েছে গরুগুলো, ট্রেইল চোখে পড়বেই একসময়। উত্তর আর দক্ষিণে পাহাড়, ফিরতি পথ না ধরলে পুবদিকেই গেছে ওরা।

দু'শো গরুর একটা ছোট দল যদিও খুব বেশি ধূলি ওড়াবে না ঘাসজমিতে, তবু ওড়াবে। যতটুকু ভেবেছিল তারচেয়ে তাহলে অনেক এগিয়ে আছে গরুর পাল। চিন্তা করছে ডিক। গত সন্ধ্যায় মাত্র আধমাইল দূরে ছিল ওগুলো! সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়েছে ওর। কিন্তু দু'এক ঘণ্টায় খুব বেশিদূর যেতে পারবে না ক্লান্ত গরুগুলো, অন্তত চোখের আড়ালে তো নয়ই।

রাতেই ড্রাইভ আরম্ভ করা হয়েছে, ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ডিকের কাছে। বেশির ভাগ জীবের মতই সূর্যাস্তের পর বিশ্রাম নেয় গরু। নড়াতে চাইলে খেপে ওঠে, কোন কোনটা দলছুট হয়ে যায় বা আক্রমণ করে বসে। ওসব সামলানোর দক্ষতা ব্রায়ান, লুক বা স্যাম হার্পারের নেই।

তারমানে র‍্যাঞ্চার আর তার সঙ্গীদের হত্যা করে ক্যাটল লুঠ করে নিয়েছে রাসলাররা, মৃত মনে করে ওর খোঁজ নেয়নি। সারারাত এগিয়েছে, বিশ্রাম নিয়ে ভোর হবার পর রওনা দিয়েছে আবার।

এভাবেই ঘটেছে ব্যাপারটা, ওর মন বলল, পুবদিকে গেলেই দেখা পাবে রাসলারদের। তারপর কি করবে ও নিজেই জানে না। তবে একটা কিছু…

প্রচণ্ড গরমে ওর চোখের সামনে ঢেউয়ের মত নাচছে দৃশ্যটা, একটা সিডার গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা। গজ পঞ্চাশেক দূরে বেকায়দা ভঙ্গিতে একজনকে পড়ে থাকতে দেখল ডিক। ঘটনাটার তাৎপর্য বুঝতে সময় লাগল ওর। কে ওটা, ব্রায়ান সিমন্স?

ওর স্ট্যালিয়নটাকে বাধ্য করল এগোতে। ওখানে পৌঁছে কসরত করে নামল ডিক। না, ব্রায়ান সিমন্স না। চমকে উঠল সে, বাচ্চা ছেলেটা মারা গেছে—স্যাম হার্পার।

হাঁটু মুড়ে লাশের পাশে বসল ডিক। ব্যথা-ভয়-আশা সব ফুটে উঠেছে ছেলেটার চেহারায়, মৃত্যুটা হয়েছে তাৎক্ষণিক। মাথার ডানপাশ চুরমার হয়ে গেছে ভারি রাইফেলের বুলেটে।

যত্নের সঙ্গে লাশের আধখোলা চোখ বুজিয়ে দিল সে, প্রচণ্ড রাগে তিরতির করে কাঁপছে গালের পেশী। বাচ্চা ছেলেটাকেও ছাড়িসনি, শুয়োরের বাচ্চারা! তোদের ফাঁসি দিতে আসব আমি। প্রতিজ্ঞা করল ডিক।

লাশটাকে শকুনের খাবার হতে দেবে না ডিক, উঠে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার গায়ে হেলান দিল, কবর খোঁড়ার মত একটা কিছু পাবার আশায় এদিক ওদিক তাকাল। কোনকিছু চোখে পড়ল না।

স্ট্যালিয়নটায় চড়তে গিয়ে অসহ্য ব্যথায় কাতরে উঠল ডিক, বুলেটের ফুটোয় টান পড়েছে। ভ্রূক্ষেপ করল না, গজ পঞ্চাশেক দূরে স্যাম হার্পারের পনিটা দাঁড়ানো। ওদিকে এগোল।

এক ঘন্টা একটানা চেষ্টার পর পনির পিঠে লাশটা ওঠাতে পারল সে। জিভ বেরিয়ে গেছে পরিশ্রমে, বিশ্রাম নিয়ে লাশটা স্যাডলের সঙ্গে বাঁধল ডিক। স্যাম হার্পারকে রেইলহেডে নিয়ে যাবে সে, কবর দেবে।

ঘোরের মধ্যে বামহাতে পনিটার লাগামের প্রান্ত ধরে বসে আছে ডিক। নিজের ইচ্ছাতেই সামনে বাড়ল ওর স্ট্যালিয়ন।

অনেকক্ষণ পর পিপাসা ওকে সচেতন করে তুলল। তৃষ্ণা মেটার পর হ্যাট খুলে মাথা ভেজাল সে ক্যান্টিন থেকে পানি নিয়ে। আগের চেয়ে ভাল বোধ করল।

সামনে হয়তো পাওয়া যাবে লুক আর ব্রায়ানের মৃতদেহ। ভাবছে ডিক। ওদের জন্য কিছু করার শক্তি অবশিষ্ট নেই ওর। লাশগুলো কয়োট-শকুনের খাবার হবে।

উত্তপ্ত বিকেলটা শীতল সন্ধ্যায় মিশে যাচ্ছে। অনেকটা দূরে একসারি ছোট পাহাড় পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। 'নিচু পাহাড়,' আনমনে বলল ডিক। 'খুব একটা অসুবিধা হবে না

ওগুলো পেরোতে।'

গরু নিয়ে অ্যানসনস ফর্কে পৌঁছতে দিন পাঁচেক লাগে, বলেছিল ব্রায়ান। সেক্ষেত্রে অশ্বারোহীর লাগবে দিন তিনেক। শহরটা বেশি দূরে নেই। রাসলারদের কি পিছনে ফেলে এসেছে সে? তা নাহলে ট্র্যাক বা ড্রাইভের ধুলো দেখতে পেল না কেন?

অ্যানসনস ফর্কে পৌঁছে ছেলেটাকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ওরও বিশ্রাম এবং যত্ন দরকার। অসুস্থ অবস্থায় রাসলারদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

হয়তো ওর আগেই শহরটায় পৌঁছে গেছে রাসলারের দল। জ্ঞান থাকলে মার্শালকে হয়তো ঘটনাটা বলতে পারবে। ভবিষ্যতে কি হবে তা ভাবার সামর্থ্য বা ইচ্ছে কোনটাই অবশিষ্ট নেই ওর। অ্যানসনস ফর্কে পৌঁছতে হবে বাঁচতে হলে। স্ট্যালিয়নটাকে নিজের মত চলতে দিয়ে চুপ করে বসে রইল সে, বামহাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে পনির দড়ি।

সন্ধ্যার পর পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল স্ট্যালিয়ন, দ্রুত গতিতে ছুটতে লাগল। পানির গন্ধ পেয়েছে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমেছে ঝরনাটা, গোড়ালি পানি।

ঘোড়া থেকে নেমে পানিতে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে, নামল না ডিক। আবার উঠতে পারবে না ওটার পিঠে, জোর নেই।

ঘণ্টাখানেক পর জ্বরের চোখে অন্ধকারে আলো মিটমিট

করতে দেখল সে। স্যাডলে সোজা হয়ে বসতে চাইল, পারল না। উবু হয়ে স্যাডল আঁকড়ে পড়ে থাকল ডিক। রক্তশূন্যতায় অজ্ঞান হওয়ার আগ পর্যন্ত মাঝে মাঝে মাথা তুলল, দিগন্তে সেই আলোর খোঁজে।

একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, জ্ঞান ফিরল ওর। আলো জ্বলছে বাড়ির ভেতর। ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওর দেহ। তীব্র একটা ব্যথা, তারপর অন্ধকার হয়ে গেল চারপাশ।

# দশ

কড়া একটা জীবাণু নাশকের গন্ধে জ্ঞান ফিরল ডিকের। মনে পড়ল, ওদের বাড়িতেও এই অষুধটা ছিল। গৃহযুদ্ধ থামার পর ওর বাবাকে খানিকটা দিয়েছিল এক সার্জন, অন্যান্য অনেক পথ্যের সাথে যত্ন করে একটা শেলফে অষুধটা রেখেছিল ওর বাবা।

এদিক-ওদিক নজর বুলাল ডিক, ছোট একটা পরিচ্ছন্ন ঘরে শুয়ে আছে সে, আসবাবপত্র প্রায় নেই বললেই চলে। চিকন খাটে বিছানো রয়েছে ধবধবে সাদা চাদর। ডান দিকের দেয়ালে একটা জানালা, হালকা বাতাসে দুলছে পর্দাটা। ক'টা বাজে এখন? বুঝতে পারল না ডিক।

উঠে বসতে গিয়ে ব্যথা পেল সে, আবার শুয়ে পড়ল। বাম হাত দিয়ে অনুভব করল বুকে এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে।

দরজাটা খুলে গেল। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা সাদা কোট পরা এক লোক ঢুকল ঘরে। মুখটা গোল, খুলি কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে

কালো ঝাঁটা চুল। হালকা গোঁফ ঠোঁটের ওপর—চেহারায় ভারিক্কি ভাব আনার জন্য রাখা হয়েছে ওটা। ওর চেয়ে দু'এক বছরের বড় হবে, আন্দাজ করল ডিক। এগিয়ে এসে ওর পাশে দাঁড়াল লোকটা।

'আমি ডাক্তার ডেভিড,' সাদা কোট বলল, 'খবর কি?'

'ভাল। ধন্যবাদ,' জবাব দিল ডিক। ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'কি করে এলাম এখানে?'

ওর ব্যাণ্ডেজগুলো পরীক্ষা করল ডাক্তার। 'নাইজেলের বাড়ির আঙ্গিনায় পড়ে ছিলে তুমি। সেই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে,' বলল ডাক্তার।

'স্যাম হার্পারের কি হলো? যে ছেলেটাকে...'

মুখের কথা কেড়ে নিল ডাক্তার, 'ব্যবস্থা করা হয়েছে। তোমার কপাল ভাল, না হলে এতক্ষণে করোনারের পাইন কাঠের বাক্সে স্থান পেতে। খিদে লেগেছে তোমার?'

'তেমন নয়। এককাপ কফি হলে...'

আবারও ওকে কথা শেষ করতে দিল না ডাক্তার, 'ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে। রক্তশূন্যতা দূর করতে প্রচুর স্টেক আর আলু খেতে হবে।' জ্ঞান দান করল সে। দরজার দিকে কিছুদূর এগিয়ে ঘাড় ফেরাল। 'ভাল কথা, মার্শাল তোমার সাথে কথা বলবে। জ্ঞান ফিরলে ডাকতে বলেছিল। ডাকব?'

ডিক সম্মতি দেয়ায় পাশের ঘরে চলে গেল ডাক্তার, কি যেন বলল ওখানে উপস্থিত কাউকে। ওঘরের দরজা খোলা-বন্ধ

হবার আওয়াজ পেল ডিক। জানালাটা দিয়ে বাইরে চলে গেল ওর দৃষ্টি। রাস্তায় তেলের বাতি জ্বালানো হয়েছে, রাতের ব্যস্ততা শুরু হয়েছে শহরে। ধুলোর হালকা গন্ধ বয়ে আনছে ঈষদুষ্ণ বাতাস। কোথায় যেন গলা ফাটিয়ে ডাকছে একটা মর্দা গাধা।

ম্যাঙ্গাস উপত্যকার র‍্যাঞ্চাররা বিশ্বাস করে কাজটায় ওকে নিয়োগ করেছিল। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে ডিক, তিক্ততায় ভরে উঠল ওর মন। একটা গরুও রেইলহেডে আনতে পারেনি, নিয়ে এসেছে স্যাম হার্পারের লাশ। দূরের পাহাড়ে কোথাও পচছে ব্রায়ান আর লুকের মৃতদেহ। অথচ ওদের রক্ষা করা ওরই কর্তব্য ছিল।

দরজাটা খুলে গেল। বয়স্ক এক লোক, চওড়া কাঁধ, এগিয়ে এল ওর দিকে। বুকে একটা টিনের স্টার। দরজা থেকে লোকটার পরিচয় দিল ডাক্তার, মার্শাল স্পিলম্যান। ডিকের উদ্দেশে বলল, 'তোমার নাম কিন্তু জানি না।'

'ডিক। ডিক গ্রেসন।'

'বেশ, ডিক।' মার্শালকে উদ্দেশ করে বলল ডাক্তার, 'কথা বলার জন্য দশ মিনিট সময় দিলাম।'

'অতক্ষণ লাগবে না,' জবাব দিল মার্শাল। 'কোত্থেকে এসেছ?' ডিককে প্রশ্ন করল সে।

'রেডহিলের ম্যাঙ্গাস ভ্যালি থেকে। গরু নিয়ে…'

'ছেলেটা কে?' ওকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল

স্পিলম্যান। 'মারা গেছে কিভাবে?'

'স্যাম হার্পার। বাকি দু'জনের সঙ্গে ড্রাইভে অংশ নিয়েছিল, রাসলাররা মেরেছে। আমাকেও মারতে চেষ্টা করেছিল।'

'রাসলার?' ভুরু কুঁচকে কপালে ভাঁজ তুলল মার্শাল। 'আক্রমণটা হয়েছে কোথায়?'

'স্যাকর‍্যামেন্টোর মাঝামাঝি জায়গায়,' জবাব দিল ডিক।

'কত জন ছিল?'

'জানি না। দেখতে পাইনি। প্রথমেই ঝেড়ে দিয়েছে আমাকে।' অভ্যেস বশে কাঁধ ঝাঁকাল ডিক। ব্যথা মনে করিয়ে দিল, সে আহত।

চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ নেই, জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। রাস্তার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'বাকি যে দু'জন ছিল তারা কোথায়?'

'ওদের লাশ দেখিনি আমি,' জবাব দিল ডিক। 'তাছাড়া দেখতে পেলেই বা কি করতাম! ছেলেটাকে ঘোড়ার পিঠে ওঠাতেই খুব কষ্ট হয়েছে।'

'তারমানে, না জেনেই বলছ ওরা মারা গেছে।'

'স্যাম হার্পারকে খুন করেছে, আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে, তোমার কি মনে হচ্ছে ব্রায়ান বা লুককে খাতির করবে রাসলারের দল? ক্যাটল লুঠ করতে দেখেও ঠেকাবে না ব্রায়ানরা!' উষ্মা প্রকাশ পেল ডিকের কণ্ঠে।

'তা ঠিক।' অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল মার্শাল।

'তাহলে ফালতু সময় নষ্ট না করে পশ্চিমে রওনা হয়ে যাও পাসি নিয়ে।' অধৈর্য হয়ে বলল ডিক। 'এখনও গরু সহ এখানে না পৌঁছে থাকলে পথেই পাবে ব্যাটাদের।'

তথ্য জোগাল মার্শাল, 'গত এক সপ্তাহে কোন গরু আসেনি শহরে।'

'তাহলে স্যাকর‍্যামেন্টোর দিকে এগোলে ধরতে পারবে খুনীগুলোকে। খুঁজলে ব্রায়ান আর লুকের লাশও পাবে। রেডহিল থেকে আসার পথে প্রথম ক্যানিয়নে…'

মার্শালকে মাথা নাড়তে দেখে কথা শেষ না করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ডিক। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল।

'আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না। শহরের বাইরে কোন কিছুতে নাক গলানোর অধিকার টাউন মার্শালের থাকে না।'

'কার থাকে?' এরকম পরিস্থিতিতে ভদ্রতা বজায় রাখা কঠিন।

'শেরিফের।' জবাব দিল মার্শাল।

'তাহলে সে কোথায়?'

নড়েচড়ে দাঁড়াল মার্শাল, 'শেরিফের অফিস লিঙ্কনে।'

'লিঙ্কন!' ডিকের কণ্ঠে হতাশা ফুটল। 'ওই শহরটা তো একশো মাইল দূরে!'

'দুঃখিত। আমার কিছু করার নেই,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল মার্শাল।

রেগে গেল ডিক, 'র‍্যাঞ্চারদের গরু কেড়ে নিয়েছে রাসলারের দল। আমার তিন বন্ধুকে খুন করেছে। এর যেকোন একটা অপরাধেই ফাঁসিতে ঝুলতে হয় ব্যাটাদের, অথচ তোমার দায়িত্ব না এটা!' দম নিয়ে শুরু করল সে। 'ব্যাজটা পরে আছ কেন! জমা দিয়ে দাও ওটা।'

'শহরের বাইরে ঘটা কোন কিছুই আমার এক্তিয়ারে পড়ে না।' মৃদু কণ্ঠে বলল স্পিলম্যান। 'রাসলারদের ধরে আনো শহরে, বাকি দায়দায়িত্ব আমার।'

'আহত লোকের জন্য খুব সহজ একটা কাজ রাসলারদের ধরে আনা।' ব্যঙ্গ করল ডিক। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল সে, 'ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হতে কয়দিন লাগবে?'

'কম করেও চারদিন,' জবাব দিল ডাক্তার।

'আমার আর কিছু করার থাকলে বলো,' মার্শালের কণ্ঠে অস্বস্তি।

তাকে উপেক্ষা করল ডিক, ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার সাধ্য মত করো, ডাক্তার। কাল সকালেই রওনা হব আমি।'

'সাধ্য মতই করছি। এখন বকবক না করে চুপচাপ শুয়ে থাকো। দেখা যাক পুষ্টিকর খাবার আর রাতের ঘুম তোমাকে দাঁড় করাতে পারে কিনা।'

'পারবে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ডিক।

দরজার দিকে এগোল মার্শাল, 'ছেলেটাকে কবর দেব?'

'না,' বলল ডিক। 'ওর আত্মীয় স্বজনরা বোধহয় নিজেদের র‍্যাঞ্চে কবর দিতে চাইবে।'

'পচতে শুরু করবে লাশটা। এখানে রাখার জায়গা নেই।'

'আছে। ড্যানের দোকানের পেছনে রাখতে পারবে লাশ।' মাঝখানে কথা বলে উঠল ডাক্তার। 'পাহাড়ের গুহা থেকে বরফ আনে সে, চাইলে দেবে।'

'বেশ, দেখি চেষ্টা করে।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মার্শাল।

'খাবারের অর্ডার দিয়ে এসেছি বহুক্ষণ আগে।' বিরক্তি ঝরে পড়ল ডাক্তারের কণ্ঠে। 'এখনও আসছে না—বিয়েটা এবার করতেই হবে দেখছি, তাহলে যদি ঠিক সময়ে খাবার পাওয়া যায়!' জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে তাগাদা দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ডেভিড।

চুপ করে শুয়ে আছে ডিক, মার্শালের বলা কথাগুলো ভাবছে। যা করার নিজেকেই করতে হবে, কোন সাহায্যে আসবে না মার্শাল। গরুগুলো শহরে পৌঁছয়নি, তারমানে এখনও পাহাড়েই কোথাও রয়েছে ওগুলো। রাসলাররাও। ব্রায়ান-লুকের মৃতদেহ খুঁজে সৎকার করতে হবে, এখনও কিছু অবশিষ্ট থাকলে।

উঠে বসল ডিক, ব্যথাকে পাত্তা দিল না। চিকিৎসার কাজ ডাক্তারের, ওর কাজ সুস্থ হয়ে ওঠা। ডানহাত ওঠানোর চেষ্টা করল সে। আড়ষ্ট হয়ে আছে পেশী, তবে পারল। দাঁতে দাঁত

চেপে ব্যথা সহ্য করল।

সাহস করে হাতটা ভাঁজ করল সে, কব্জি ঘোরাল। পেশীর আড়ষ্ট ভাব কমল অনেকটা, তবে আগুন জ্বলে উঠল কাঁধের কাছটায়। টান পড়েছে আহত জায়গায়।

বাড়িতে প্রবেশ করছে ডাক্তার, আওয়াজ পেল ডিক। একটা ট্রেতে উঁচু করে আলু, মাংস, ডিমভাজা আর মাখন নিয়ে ঘরে ঢুকল সে। কাঁধের ঝোলা থেকে ফ্লাস্ক বের করে গরম কফি ঢেলে দিল একটা পটে। ঝোলা থেকে এক বোতল হুইস্কিও বের করল ডাক্তার। তিরস্কার মাখা দৃষ্টিতে ডিকের দিকে তাকাল, 'উঠে বসেছ দেখছি। ভাল, তবে বেশি বেশি কোন কিছুই ভাল না!'

ছুরি দিয়ে মাংসটা ছোট ছোট টুকরোয় কাটল ডাক্তার। এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। হুইস্কির বোতলটা দেখাল ইশারায়। 'কয়েক ঢোক মেরে দাও। তারপর খেতে শুরু করো। এখানে আসার পর থেকেই তরল খাবার ঢেলেছি তোমার নাক দিয়ে। তবে শক্তি ফিরে পেতে হুইস্কির চেয়ে ভাল অষুধ নেই। আমি এখন পাশের ঘরে যাচ্ছি, ফিরে এসে যেন কোন খাবার পড়ে আছে না দেখি। বুঝেছ?'

আন্তরিক হাসল ডিক গ্রেসন, 'বুঝেছি।'

'তাহলে হয়তো ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে কাল সকালে দাঁড়াতে পারবে তুমি।' ওকে জ্ঞান দান করতে পেরে খুশি হয়ে পাশের ঘরে চলে গেল ডাক্তার ডেভিড।

## এগারো

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করল ডিক। পেশীগুলো আড়ষ্ট তবে ব্যথাটা কম। বিছানা ছেড়ে কাপড় পরতে পরতে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করে নিল। মাথাটা ঘুরছে অল্প অল্প, নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। কর্তব্য পালন করতে হবে।

পাশের ঘরে কেউ নেই, দরজা খুলে বাড়ির পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। রোয়াকের পাশে ছোট্ট জমি বাগান করেছে ডাক্তার, পানি দিচ্ছে গাছে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল সে। ডিকের উদ্দেশে বলল, 'অন্য যে কারও এক সপ্তাহ পার হয়ে যেত বিছানা থেকে উঠতে!'

'কাজ পড়ে থাকলে লাগত না,' বলল ডিক, 'রওনা হয়ে যাব, তোমার...'

হাতের পানি দেয়ার ঝাঁঝরিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল ডাক্তার ডেভিড। 'আগে তোমার ক্ষতগুলোর অবস্থা দেখি, ঘরে চলো।'

'আমার সময় কম, ডাক্তার,' ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে বলল ডিক।

ওকে সতর্ক করল ডাক্তার, 'বেশি তাড়াহুড়ো করলে আবার বিছানা নিতে হবে।' কাঁচি দিয়ে ওর মাথার ব্যাণ্ডেজটা কাটল সে। 'এই ক্ষতটা ভালর পথে।' মন্তব্য করল। 'এবার শার্টটা খুলে ফেলো, তোমার বন্ধুদের দেয়া স্মৃতি চিহ্নগুলোর হাল দেখি।'

শার্ট খোলার পর বুকের ব্যাণ্ডেজটা কাটল ডাক্তার, চিন্তিত চেহারায় ক্ষয়ক্ষতি দেখল। 'সব ঠিক আছে। কিন্তু বোকার মত লাফঝাঁপ করে ফুটোগুলোর মুখ খুলে দিয়ো না।' নতুন কাপড়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে উপদেশ খয়রাত করল সে।

'ঢিলা করে বেঁধেছি ব্যাণ্ডেজগুলো,' কাজ শেষ করে বলল সে। 'এবার কি করতে চাও তুমি?'

'প্রথমে যাব গরুগুলোর ক্রেতার কাছে। তারপর পশ্চিমে রওনা হব ওগুলোর খোঁজে। ম্যাঙ্গাস ভ্যালির র‍্যাঞ্চারদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গরু বিক্রির টাকা পাওয়ার উপর,' জবাব দিল ডিক।

'এখন ঘোড়ায় না চড়াই ভাল, ক্ষতগুলোর মুখ খুলে যেতে পারে,' মন্তব্য করল ডাক্তার।

'কিছু করার নেই।' শ্রাগ করল ডিক, ব্যথা লাগল। পকেটে হাত ঢোকাল সে। 'তোমার ইয়েটা?'

'আড়াই ডলার আছে তোমার কাছে?'

'আছে।' টাকাটা গুনে দিল ডিক। 'থাকলে এর দ্বিগুণ দিতাম।'

'আড়াই ডলারই যথেষ্ট, আমি ছিল্ মারি না।' টাকা আর খুচরোগুলো পকেটে ঢুকিয়ে হাসল ডাক্তার। 'এখানেই দাঁড়াও, তোমার ঘোড়াটা নিয়ে আসি।'

ডাক্তারের পেছন পেছন বারান্দায় বেরিয়ে এল ডিক। বলল, 'ঘোড়াটার ব্যাপারেও টাকা পাও তুমি, তাই না?'

হাসল ডাক্তার, 'বাড়িতেই আমার বার্ন। তাছাড়া নগদ টাকার বদলে শস্য দিয়েই পাওনা মেটায় বেশিরভাগ রোগী। যে পরিমাণ বিচালি, শুকনো ঘাস আর অন্যান্য খাবার আছে আমার বার্নে, দশটা ঘোড়াও জীবনভর খেয়ে শেষ করতে পারবে না। ও, ভাল কথা, ছেলেটার পনির কি হবে?'

'তোমার অসুবিধা না হলে এখানেই থাকুক আপাতত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল ডাক্তার। মিনিট দু'য়েক পর ঘোড়াটা নিয়ে এসে লাগামটা ওর হাতে ধরিয়ে দিল। 'ধীরে সুস্থে ঘোড়া ছুটিয়ো,' উপদেশ দিল সে।

সাবধানে ঘোড়ায় উঠে বসল ডিক, চেষ্টাকৃত হাসি লটকে রাখল ঠোঁটে। ডান কাঁধ আর বাহুর পেশীগুলো শক্ত হয়ে জমে আছে, চাপা ব্যথা পেশীতে। দুর্বল, তবে অসুস্থ লাগছে না ওর।

'হোটেলে পাবে তোমার গরু ক্রেতাকে। শহরে হোটেল মাত্র একটাই।' তথ্য জোগাল ডাক্তার।

বিদায় জানিয়ে ধুলোমাখা রাস্তায় উঠে এল ডিক।

ঝাঁকুনিতে গা গুলিয়ে উঠল ওর। 'ওয়েস্টার্নার' হোটেলটা পাঁচ ছয়শো গজ দূরে, বামদিকে। ঠিক ওটার পরই একটা ক্যাফে। ক্যাফের উদ্দেশে এগোল ডিক। সকালের এই সময়টায় সাধারণত নাস্তা করে মানুষ।

ক্যাফের সামনে, হিচর্যাকে, ঘোড়া থামিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে নামল ডিক। ঘোড়া বেঁধে ভেতরে ঢুকল। ছোট ঘরটায় দশ বারোটা টেবিল আর এককোণে একটা কাউন্টার। ওর দিকে তাকাল ওয়েইট্রেস, চোখে জিজ্ঞাসা।

'ক্যাটল বায়ার লোকটাকে খুঁজছি আমি, সে কি আছে এখানে?' ফালতু কথায় সময় নষ্ট করল না ডিক।

'এখনও আসেনি, তবে আসার সময় হয়ে এসেছে,' জানাল ওয়েইট্রেস।

'বেকন আর কফি,' পিছন দিকের একটা টেবিলে বসে পড়ে বলল ডিক।

খেতে শুরু করেছে ডিক, ইস্ত্রি করা কাপড়চোপড়, এক লোক ঢুকল ক্যাফেতে, মাথায় ডার্বি হ্যাট। ওয়েইট্রেস উজ্জ্বল হাসি উপহার দিল তাকে। ডিক গ্রেসনকে দেখিয়ে বলল কিছু একটা।

এগিয়ে এসে ডিকের সামনে দাঁড়াল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি বিশপ, ক্যাটল বায়ার। শুনলাম আমাকে খুঁজছ?'

হ্যাণ্ডশেক করল ডিক। ব্যথায় কুঁচকে ওঠা চেহারায় নিজের পরিচয় দিল। জানাল ম্যাঙ্গাস উপত্যকা থেকে আসার পথে যা

ঘটেছে।

বামহাতে পরা ঘড়ির সোনার চেনটা নাড়তে নাড়তে ওর কথা শুনল ক্যাটল বায়ার। তারপর মুখ খুলল, 'খুব খারাপ। তোমরা আজই আসবে আশা করছিলাম। তাহলে এখানে থেকে কোন লাভ নেই আমার।'

ঝুঁকে এল ডিক। সামনে বসা ক্যাটল বায়ারের উদ্দেশে বলল, 'আমাকে আর কয়দিন সময় দাও। আশা করছি গরুগুলো উদ্ধার করতে পারব।'

'ক্যাটল লুঠ করে দ্রুত কেটে পড়ে রাসলাররা।' দ্বিধা প্রকাশ পেল বিশপের কণ্ঠে। 'তোমার কিছু করার আছে বলে মনে হয় না।'

'হয়তো তাই—কিন্তু দু'শো গরু তো আর বাতাসে মিলিয়ে যাবে না।'

'কোথায় ওগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা আছে তোমার?' ক্যাটল বায়ার জিজ্ঞেস করল।

'বোধহয়,' জবাব দিল ডিক। 'পথে একটা ঝরনা পড়েছিল এখান থেকে পশ্চিমে—'

'ওটার নাম পেনাসকো, এখান থেকে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে,' জানাল বিশপ।

'ডাক্তার ডেভিডের ওখানে প্রচুর চিন্তাভাবনার সুযোগ পেয়েছি, আমার মনে হয়েছে ঝরনা ধরে সামনে বাড়লে রাসলারদের ট্র্যাক পাব।'

'তারপরও, মাত্র দু'শো গরুর জন্যে কয়দিন আর অপেক্ষা করব?' বৈষয়িক দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখছে বিশপ।

তাকে বোঝাল ডিক, 'এখন মাত্র দু'শো গরু, হ্যাঁ। কিন্তু ভবিষ্যতে ম্যাঙ্গাস ভ্যালির র‍্যাঞ্চগুলো দাঁড়িয়ে গেলে অনেক গরু যোগান দেবে। ওদের দরকার নগদ টাকা। এখন ওদেরকে সাহায্য করলে ভবিষ্যতে তোমারই লাভ হবে।'

'বেশ, আগামী শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব,' গোঁফের কোণে তা দিয়ে বলল বিশপ। ইশারায় ওয়েইট্রেসকে ডেকে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল নিজের জন্য।

'অসংখ্য ধন্যবাদ।' উঠে পড়ল ডিক। 'আশা করি শনিবারের আগেই দেখা হবে আমাদের।'

হাসল ক্যাটল বায়ার, বলল, 'কি করতে পারো শুধু সেটা দেখবার জন্যে হলেও থাকব আমি।'

বিদায় নিয়ে ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এল ডিক।

# বারো

মাথার ওপরে নির্মেঘ আকাশ, একফোঁটা বাতাসও নেই। আগুনের মত উত্তাপ ছড়াচ্ছে সূর্যটা। রুক্ষ পাহাড়ী প্রান্তর পেরোচ্ছে নিঃসঙ্গ আহত ডিক গ্রেসন।

কাঁধের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠলে মাঝে মাঝে ঘোড়া থেকে নেমে হাঁটে। এগোনোর গতি ধীর, শক্তি অপচয় করতে রাজি নয় সে।

বিকেলে ঝরনাটার কাছে পৌঁছুল ডিক। পাড় ধরে দক্ষিণে এগোল।

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরতে হবে অ্যানসনস ফর্কে। বিশাল মেসায় গরুর ট্র্যাক খোঁজার সময় নেই। ওর অনুমান ভুল না হলে ট্র্যাক গোপনের জন্য কোথাও না কোথাও ঝরনাটা পার হয়েছে রাসলাররা। সেই জায়গাটাই খুঁজছে ডিক।

ঝরনার শীতল পানিতে হাতমুখ ধুয়ে ক্লান্তি দূর করল সে। ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে ঝরনা পেরোল। পাড়ের কাদার ওপর চোখ রেখে এগুলো উজানে।

ঝরনাটা যথেষ্ট চওড়া, ক্যানিয়নের ঢালে বয়ে যাচ্ছে। দু'পারে কয়েকফুট ঘাসে ছাওয়া। গরুগুলোকে ঝরনার গতিপথ দিয়ে ক্যানিয়নের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া কঠিন হবে না।

সতর্ক চোখে দু'পারের জমি জরিপ করতে করতে এগুলো ডিক। ওর ধারণা সঠিক হলে সামনে কোথাও ক্যাটল এবং রাসলারদের চিহ্ন থাকবে।

দু'দিন আগে স্যাম হার্পারের লাশ নিয়ে যেখানটায় ঝরনা পেরিয়েছিল সেখানে পৌছুল ডিক। নরম মাটিতে দেবে যাওয়া খুরের চিহ্ন চোখে পড়ল।

ওদের ট্র্যাক অবিকৃত থাকলে রাসলারদেরটাও থাকবে। দ্রুত এগোল ডিক।

সামনের জমি উঁচু হয়ে দূরের পাহাড় সারিতে মিশেছে। ক্যানিয়নের মুখে খাড়া ঢালের কাছাকাছি এসে পড়েছে সে। ঢাল বেয়ে নেমে আসায় ঝরনার গতি বেড়ে গেছে।

ওখান দিয়ে পার করে ক্যানিয়নের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ'খানেক গরু, খুরের চিহ্ন দেখল ডিক। গরুগুলোকে ঝরনায় নামিয়েছে রাসলাররা, ওপারে না উঠিয়ে পানির ওপর দিয়ে খেদিয়ে নিয়ে গেছে। ফলে ওপারে খুরের দাগ নেই।

ঘোড়া থেকে নামল ডিক। শ'খানেক গজ হাঁটার পর পেনাসকোর অপর পাড়ে গরুগুলো পানি ছেড়ে যেখানটায় উঠেছে, সেখানে পৌছুল।

নিশ্চিত হয়ে স্ট্যালিয়নে চড়ল সে। এখন শুধু ক্যানিয়নের

ভেতরে ঝরনার উৎস মুখ লক্ষ্য করে এগোলেই জানা যাবে গরুগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দুইশো ফুট চওড়া ক্যানিয়নের পাহাড়ী দেয়ালে অসংখ্য পাইন আর সিডার গাছ জন্মেছে। মাথার ওপর পাতার ছাউনি তৈরি করেছে ওগুলো।

ক্যানিয়নের মেঝে ধীরে ধীরে উঠে গেছে, দূরে কোথাও সমতল জমির সাথে মিশেছে। স্ট্যালিয়নটার তেমন কষ্ট হচ্ছে না পথ চলতে। দু'পাশে খাড়া পাহাড়ী দেয়াল থাকায় এ পথে ক্যাটল ড্রাইভও সহজ হবে।

বিশাল বাঁক তৈরি করেছে ক্যানিয়নের দুই দেয়াল, মাঝের প্রশস্ততা সরু বা চওড়া হয়নি তেমন।

সূর্যটা পাহাড়ের ওপাশে, পশ্চিমে ডুবে গেল। সমতলে সূর্যাস্ত হতে এখনও ঘন্টাখানেক বাকি, গাছের ছায়াগুলো লম্বা হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্যানিয়নের ভেতর।

খিদে লেগেছে, সময় নষ্ট হবে বলে থামল না ডিক। এমনিতেই দু'রাত একদিন পিছিয়ে আছে সে। রাসলারের দল পথে না থেমে থাকলে একটানা বহুদূর যেতে হবে দূরত্ব কমাতে হলে।

আবার এমনও হতে পারে, কাছেপিঠেই আছে রাসলাররা। আগুন জ্বেলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না ডিক।

আধ মাইল এগোনোর পর বামদিকে তীক্ষ্ণ মোড় নিল ক্যানিয়ন, সমতল ভূমিতে, একটা মেসায় এসে শেষ হয়েছে।

ঝরনার কাছ থেকে ঘোড়াসহ সরে এল ডিক। মেসাটাকে তিন দিক দিয়ে ঘিরে রাখা পাহাড়ে উঠতে শুরু করল।

উত্তরের পাহাড় থেকে মেসার অর্ধেক পর্যন্ত, দক্ষিণে, ছড়িয়ে আছে ঘাসজমি। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অন্তত একমাইল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কটনউড গাছ। পশ্চিমে একটা প্রাকৃতিক পুকুর। টলটলে জলে শেষ বিকেলের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

সোয়্যালের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটা র‍্যাঞ্চহাউস। সামনে হিচর‍্যাকে স্যাডল চড়ানো অবস্থায় চারটে ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে বার্ন আর করাল। ঘাসজমিতে চরছে বেশ কিছু গরু।

# তেরো

দূরত্ব অনেক বেশি, ওগুলোই চোরাই গরু কিনা বুঝতে পারল না ডিক। অন্ধকার নামলে কাছ থেকে দেখে নিশ্চিত হতে পারবে সে।

ঘোড়াসহ বিশৃঙ্খল জুনিপার ঝোপের আড়ালে চলে গেল ডিক। উঁচু জায়গায় ঝোপের পেছনে আছে, র‍্যাঞ্চহাউস বা ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে আসা কেউ ওকে দেখতে পাবে না এখন।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ঘোড়া থেকে নামল ডিক, খিদে আর পথশ্রমে দুর্বল বোধ করছে। কড়া কফি শক্তি ফিরিয়ে দিত, কিন্তু আগুন জ্বাললে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা ঝোলাটা নামাল ডিক। জেরির দেয়া স্যাণ্ডউইচগুলো কাগজের মত শুকনো হয়ে গেছে। ক্যান্টিনের মুখ খুলল সে, পানি দিয়ে ভিজিয়ে গিলে ফেলল দুটো স্যাণ্ডউইচ। পাথরের ফাঁকে জন্মানো ঘাস খাচ্ছে স্ট্যালিয়নটা।

ওগুলো যদি রাসলারদের লুটে নেয়া ক্যাটল হয়, কি করবে

ডিক?

শনিবারের আগেই গরুসহ পৌঁছুতে হবে অ্যানসনস ফর্কে, নাহলে চলে যাবে ক্যাটল বায়ার। ড্রাইভে তিন চারজন অংশ নিলে গরুগুলোকে তাড়িয়ে শহরে নিয়ে যেতে বড়জোর একদিন লাগবে।

একজনের পক্ষে কাজটা অসম্ভব। ম্যাঙ্গাস ভ্যালিতে গিয়ে র‍্যাঞ্চারদের নিয়ে ফিরে আসার সময় হাতে নেই। তাছাড়া রাসলারদের মোকাবেলা করবে কিভাবে?

প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর জানা নেই ডিকের, মন থেকে ভাবনা ঝেড়ে ফেলল সে। সময় এলে একটা না একটা পথ বেরোবেই। ঘোড়াটাকে ওখানেই বেঁধে মেসা এবং র‍্যাঞ্চহাউসের ওপর নজর রাখা যায় এমন একটা জায়গায় গিয়ে বসল ডিক।

একই দিনে দু'রকম সূর্যাস্ত দেখল সে। সোনালী-হলুদ আলো ছড়িয়ে স্যাকর‍্যামেনটোর আড়ালে চলে গেল সূর্যটা। পাহাড় চূড়া আর রিজের ওপরে রঙিন মেঘ ঝুলছে, লাল-গোলাপী আভা ছড়াচ্ছে মেসায়।

একটু পরই ধূসর থেকে কালোয় রূপান্তরিত হবে সবকিছু, সন্ধ্যা নামবে।

ক্যানিয়নের ভেতরে কোথাও একটা ঘুঘু ডেকে উঠল, আসন্ন রাতকে স্বাগত জানাচ্ছে। জোরে র‍্যাঞ্চহাউসের দরজা বন্ধ করল কেউ, নিস্তব্ধতা ভেঙে দিল শব্দটা। পাহাড়ের উপরে

চমকে উঠে নড়াচড়া করল কোন প্রাণী, খরগোশ বোধহয়, ঝোপের মাঝ দিয়ে গড়িয়ে নামল নুড়ি পাথর।

পানির বাকেট হাতে র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেরিয়ে কুয়ার পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা, পানি নিয়ে ফিরে গেল। একটু পরই দড়াম করে বন্ধ হলো চিমনিওয়ালা ঘরের দরজাটা। আওয়াজে বিরক্ত হয়ে খাওয়া থামিয়ে সন্দেহের দৃষ্টিতে সেদিকে তাকাল ডিকের স্ট্যালিয়ন। কাউকে না দেখে আবার ঘাসে মুখ ডোবাল।

আলো জ্বলে উঠেছে ঘরটায়, চিমনিতে ধোঁয়া দেখা গেল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে লণ্ঠনের আলো। ওটাই কিচেন, রাতের খাবার তৈরি হচ্ছে।

সন্ধ্যার পর আরও একঘণ্টা শরীরটাকে বিশ্রাম দিল ডিক। দেখল, কিচেন থেকে বাতিটা পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাতের খাওয়া শেষ, এখন কার্ড খেলার ফাঁকে ফাঁকে গল্পগুজবে মগ্ন হবে লোকগুলো।

ওগুলো চোরাই গরু কিনা নিশ্চিত হবার জন্যে এগোনো এখন নিরাপদ।

স্যাডলে উঠে বড় একটা বৃত্ত রচনা করে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল ডিক। র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনটা আড়াল করে আছে বার্ন। ধীর কদমে ওখানে পৌঁছে গেল ওর স্ট্যালিয়ন। বার্নের পেছনে জানালা বরাবর সিডার গাছে ঘোড়া বাঁধল ডিক।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, ভাবছে।

অন্তত একটা পচা আপেল আছে ম্যাঙ্গাস ভ্যালির র‍্যাঞ্চারদের মধ্যে। কে সে? রেডহিলে ওকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল কার নির্দেশে?

কাদের জন্য রাসলারদের মুখোমুখি হবে, মৃত্যুর সাথে টক্কর দেবে সে! তারচেয়ে নিজের পথে চললেই হয়!

মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল ডিক। দু'একজন খারাপ বলে বাকি র‍্যাঞ্চারদের প্রতি দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়নি ওর।

করালের দিকে এগোল ডিক, র‍্যাঞ্চহাউসে কারও সাড়াশব্দ নেই। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! হাসল আপন মনে, অত সৌভাগ্য নেই ওর।

করালে ঢুকল ডিক, অনবরত ঘাস চিবাচ্ছে গরুগুলো। কাছে গিয়ে আবছা অন্ধকারে একটা গরুর ব্র্যাণ্ড পরখ করল, বোল্ড এ-ডি, ক্ষত শুকায়নি এখনও—নতুন ব্র্যাণ্ডিঙ। ওটা অ্যালবার্ট ড্যানের গরু। চোরাই ক্যাটলের সন্ধান পেয়েছে, নিশ্চিত হলো ডিক।

বেরিয়ে এসে কটনউডের ছায়ায় দাঁড়িয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল সে। আলো জ্বলছে কিচেনের পাশের ঘরে। চৌকো জানালা দিয়ে বাইরে এসে পড়ছে রশ্মি। এখনও অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে চিমনি থেকে, নিভন্ত কয়লার আগুন।

ছায়ার আড়ালে আড়ালে র‍্যাঞ্চহাউসের কাছে পৌঁছে গেল ডিক। নজর রাখছে হয়তো কোন আউট-ল, ঝুঁকি নিল না সে। যে জানালাটায় আলো জ্বলছে সেটায় সাবধানে উঁকি দিল।

হিচর‍্যাকে চারটে ঘোড়া বাঁধা দেখে ঠিকই আন্দাজ করেছিল ডিক। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল ঘিরে বসে পোকার খেলছে চার আউট-ল, ম্যাচের কাঠি ব্যবহার করছে চিপস হিসেবে।

তাদের মধ্যে লালচুলো আমেরিকানকে দেখে বিস্মিত হলো ডিক। এই লোকটাই বন্ধুদের ফেলে কাপুরুষের মত পালিয়েছিল রেডহিল শহরে। বাকিদের চিনল না ডিক। সবক'টাই মার্কামারা, দেখলেই বোঝা যায় গলদ আছে ভেতরে।

'কাল সকালেই ব্র্যাণ্ড বদলের কাজটা ধরতে হবে।' হাতের কার্ড নামিয়ে রেখে সিগারেট বানাচ্ছে যে লোকটা সে বলল বিরক্ত ভঙ্গিতে।

'কেন? কালপরশুর মধ্যে জেমস এসে যাবে।' তার বামপাশে বসা আউট-ল প্রতিবাদ করল, 'পাঁচজন থাকলে খাটনি কম হবে।'

'টড, তুমি খেলছ?' অধৈর্য হয়ে তামাকখোরকে জিজ্ঞেস করল লালচুলো।

'হ্যাঁ, এই যে আমার বেট দুই ডলার।' প্রয়োজনীয় ম্যাচের কাঠি টেবিলের মাঝখানে ঠেলে দিল টড। তার সরু কালো চোখ জোড়া বিদ্ধ করল লালচুলোকে। 'এত উসখুস করছ কেন?'

হাতের কার্ডগুলো এক নজর দেখে টেবিলে আছড়ে ফেলল

রেড। দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বলল, 'আমার শালার কপালটাই খারাপ। তাছাড়া এখানে বেহুদা আটকে আছি…'

'আসলে হ্যাঙ্কস আর মেক্স-এর পরিণতি দেখে ভয় পেয়েছে হ্যারি।' অন্যদের উদ্দেশে বলল টড। 'চোখের সামনে গানস্লিঙ্গার যেভাবে ওদের…'

হ্যারিকে আরও খোঁচানোর সুযোগ টডকে দিল না চতুর্থ আউট-ল। মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'হ্যারি তো স্যাকর‍্যামেন্টোতেই শোধ নিয়ে নিয়েছে!' লালচুলোর দিকে তাকাল সে, 'এতক্ষণে ওই শালার হাড্ডি পরিষ্কার করে ফেলেছে শকুনের দল।'

তার কথায় স্বস্তি পেল হ্যারি, টেবিল থেকে নিজের কার্ড তুলে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল। 'বোতলে আর মাল আছে, উইলি?' টডের বামপাশে বসা আউট-লকে জিজ্ঞেস করল সে।

টেবিলের একধারে রাখা বোতলটা তুলে ঝাঁকাল উইলি, মাথা নাড়ল। 'একেবারে শুকনো, শেষ ঢোক মেরে দিয়েছে চিনো।' চতুর্থ আউটলর নাম চিনো, বুঝল ডিক।

'অপেক্ষা করা ছাড়া কাজ নেই, শালা, মাল ছাড়া চলবে কি করে!' স্বগতোক্তি করল হ্যারি, 'কালকেই রেইলহেডে গিয়ে একজগ নিয়ে আসব।'

'ফালতু কষ্ট। জিমই নিয়ে আসবে বোতল।' হাই তুলে চেয়ারে হেলান দিল টড। 'তোমাদের মতলবটা কি, ঘুমাবে না?'

'আর দুই-এক হাত হয়ে যাক, তারপর,' মতামত জানাল উইলি। 'কার বেট?'

জানালা থেকে সরে এল ডিক গ্রেসন। একটা বিপজ্জনক পরিকল্পনা খেলে গেল ওর মাথায়। ঝুঁকি খুব বেশি, তবে সাবধানে সারতে পারলে সফল হবার সম্ভাবনা আছে। ছায়ায় মিশে বার্নে উপস্থিত হলো সে, ডোরওয়ে পেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। বার্নের বামধারে ওমাথায় স্তূপ দিয়ে খড় রাখা হয়েছে, পেছনে ওপরদিকে গরাদবিহীন জানালাটা।

স্তূপটার ওপর উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিল ডিক, নিচেই সিডার গাছে বাঁধা আছে ওর স্ট্যালিয়ন। পর্যাপ্ত পরিমাণ খড় জানালা গলিয়ে ফেলল স্ট্যালিয়নটার জন্যে। কাজ শেষে একটা কোণা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়ল, পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ঝালিয়ে নিতে হবে।

র‍্যাঞ্চহাউসের দিক থেকে কয়েকটা ঘোড়া হাঁটিয়ে আনা হচ্ছে বার্নের দিকে। চমকে গেল ডিক। হিচর‍্যাকে বাঁধা ঘোড়াগুলো বার্নে আনা হবে দলাই-মলাই এবং খাওয়ানোর জন্যে, ভুলে গিয়েছিল সে।

জানালা দিয়ে সরে পড়ার চিন্তাটা মাথায় খেলল ডিকের। নড়ল না, আহত শরীরে দ্রুত বেরনো সম্ভব না। পিস্তলটা খাপমুক্ত করে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল সে, গায়ের উপর খড় টেনে দিল। চোখ দুটো শুধু আবরণমুক্ত, চেয়ে আছে ডোরওয়ের দিকে।

বামহাতে লণ্ঠন, ডানহাতে ঘোড়াগুলোর রাশ ধরে ভেতরে ঢুকল উইলি। সময় নিয়ে দেয়ালের আঙটায় লণ্ঠনটা ঝোলাল। ঘোড়ার স্টলের দিকে এগিয়ে আসছে আউট-ল। মুহূর্তের জন্য স্বস্তি অনুভব করল ডিক। কিন্তু স্টলের সামনে থামল না সে, ঘোড়াসহ খড়ের স্তূপের দিকে আসছে।

ও যেখানটায় আত্মগোপন করেছে তার পাঁচফুটের মধ্যে এসে দাঁড়াল আউট-ল, আঁটি বাঁধা খড়গুলো ছুঁড়ে দিচ্ছে ঘোড়ার দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখছে ডিক। একটু পর পেছনে গিয়ে জন্তুগুলোকে সামনে ঠেলল উইলি, এখান থেকে নিজেদের খাবার নিজেরাই টেনে নিতে পারবে ওরা।

নিজেরটা ছাড়া বাকি তিনটা ঘোড়ার স্যাডল নামানো বা রাশ ঢিলা করার কষ্টে গেল না আউট-ল। নিজের স্যাডলটার উচ্চতা ঠিক করল দীর্ঘ সময় নিয়ে। চুপচাপ শুয়ে আছে ডিক। কাঁধটা বেকায়দা অবস্থায় আছে, ব্যথা শুরু হলো, আধ শুকনো ক্ষতে টান পড়েছে। একটু নড়ে শুতে পারলে ভাল হত, কিন্তু এত কাছ থেকে ধরা না পড়ে অবস্থান পাল্টানো সম্ভব নয়। ডিক নড়লেই ঘোড়াগুলো চমকে উঠে ওর উপস্থিতি ফাঁস করে দেবে।

খুব ধীরেসুস্থে কাজ করছে আউট-ল। পেছন থেকে পড়া লণ্ঠনের আলোয় লোকটার চোয়ালের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে ডিক। তামাক চিবোচ্ছে আউট-ল। একটা ঘোড়া হঠাৎ মাথা তুলল, ওর গায়ের ঘ্রাণ পেয়েছে, সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল ওর

গায়ের ওপর বিছানো খড়গুলোর দিকে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলল ডিক।

কপাল ভাল, আউট-লর কাজ শেষ হয়েছে। ঘুরে দাঁড়াল সে, শক্ত মেঝের উপর বুটের আওয়াজ তুলে ডোরওয়ের দিকে এগোল। আরও কিছুক্ষণ সন্দেহের দৃষ্টিতে স্তূপটা দেখে খাবারে মনোযোগ দিল ঘোড়াটা, লণ্ঠনটা খুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল আউট-ল। দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে গেছে ব্যাটা, শব্দ পেল ডিক।

খড়ের স্তূপে নড়াচড়া দেখে চমকে উঠল ঘোড়াগুলো, পাত্তা দিল না ডিক। ইয়ার্ড পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে চলে যাচ্ছে পদশব্দ, সেদিকে ওর খেয়াল।

জায়গা বদলে জানালার পাশ ঘেঁসে শুলো সে। ব্যথা কমেছে, ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে এখন। কিন্তু বেশি ঘুমালে চলবে না, ভোরের প্রথম আলোয় পরিকল্পনা মত কাজ করতে না পারলে বাঁচার আশা কম।

## চোদ্দ

কাঁধের ব্যথা আর দুশ্চিন্তায় বারবার ঘুম ভেঙে গেল ওর। প্রতিবার উঠে বসে জানালা খুলে দেখল ভোর হতে কত বাকি।

শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল ডিক। জামাকাপড় থেকে খড়ের টুকরো ঝাড়ল। হঠাৎ আওয়াজ আর অপরিচিত ঘ্রাণে চমকে দূরে সরে গেল আউট-লদের ঘোড়াগুলো। একটু পর চুপ করে গেল সবক'টা। একমাত্র দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে আউট-ল, জানালা দিয়ে বেরোতে হলো ডিককে। ডানহাতে চৌকাঠ ধরেনি, ধপ করে মাটিতে পড়ল সে।

ব্যথায় চোখমুখ কুঁচকে উঠে দাঁড়াল। ভোর হতে এখনও অন্তত এক ঘণ্টা বাকি, আর অপেক্ষা করবে না ঠিক করল ডিক। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করাই কম বিপজ্জনক।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে বার্ন ঘুরে করালের দিকে এগোল ডিক। ওখানেই গরুগুলো জড় করা হয়েছে। করালের পেছনে স্ট্যালিয়ন বেঁধে বার্নে ফেরত এল আবার। চেষ্টা করেও নিঃশব্দে বার্নের দরজা খুলতে পারল না সে, মরচে পড়া কজায়

আওয়াজ হলো।

কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না ডিকের আচরণে। রাসলারদের ঘোড়াগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দুটোর স্যাডলে রাইফেল ঝুলছিল, ছাড়িয়ে নিল। খড়ের স্তূপে ঢুকিয়ে রাখল একটা, হাতের রাইফেলটার লিভার টেনে দেখে নিল ভরা আছে। সব ক'টা স্যাডল ব্যাগ হাতড়াল লুকানো অস্ত্রের খোঁজে, নেই। ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে করালের উদ্দেশে রওনা হলো ডিক।

ওর স্ট্যালিয়নটার সামনে ঘোড়াগুলোকে বাঁধল সে। হাতের রাইফেলটা নিজের স্যাডল ব্যাগে ঝুলিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসটা রেকি করতে এগোল।

অন্ধকারে ডুবে আছে র‍্যাঞ্চহাউস, চিমনির ধোঁয়া বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে। নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ চারপাশে নজর চালাল ডিক, হোলস্টার থেকে বেরিয়ে হাতে শোভা পাচ্ছে .৪৫ পিস্তলটা।

এক চক্কর ঘুরে কিচেনের দরজায় ঠেলা দিল, বন্ধ। জানালার পাল্লা ভেজানো। ওপথেই কিচেনে ঢুকল সে। বদ্ধ ঘরটায় এখনও চুলার গরম, বাতাসে কফির গন্ধ। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল ডিক, অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল।

পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে জুতো খুলে ফেলল। পরিকল্পনার সবচে' কঠিন অংশটা সামনে, এখন আওয়াজ করে সব ভণ্ডুল করতে রাজি নয় সে। পিস্তলটা আবার বেরিয়ে

এসেছে ওর হাতে, পাশের ঘরের দরজার দিকে এগুলো ডিক। ওই ঘরেই পোকার খেলছিল আউট-লরা।

ঘরটা খালি, কেউ নেই। আউট-লদের নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। নিঃশব্দ পায়ে দরজা পেরিয়ে আওয়াজ লক্ষ্য করে এগুলো ডিক।

পাশাপাশি দুটো রুমে ঘুমিয়েছে আউট-লরা। প্রথম ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল ডিক, ঘামের ঝাঁজাল গন্ধের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ্যারি এবং টড। তারমানে পাশের ঘরটায় উইলি আর চিনো আছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হাসল ডিক, নিজেদের ঝোলানোর কাজটা সহজ করে রেখেছে রাসলাররা।

সাবধানে চেয়ার বা অন্য কোন আসবাবে ধাক্কা না লাগিয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডিক। অসাড়ে ঘুমাচ্ছে দুই আউট-ল, এই গরমেও কাঁধ পর্যন্ত কম্বলে ঢাকা। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সে, খাটের স্ট্যাণ্ডে ঝুলছে রাসলারদের গানবেল্ট।

নিঃশব্দে গানবেল্ট দুটো হাতে তুলে নিল ডিক। ঘর থেকে বেরিয়ে কিচেনে এসে ময়দার পিপেয় ঢুকিয়ে রাখল ওগুলো।

হাঁটাহাঁটিতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। পরিকল্পনা বদল করতে হবে, বুঝল। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে জানালার কাছে পড়ে থাকা বুটজোড়া পরল, তারপর একটা লণ্ঠন জ্বেলে স্টোভের পাশে রাখা চেয়ারটা বামহাতে তুলে নিল। পাশের ঘরে যাওয়ার দরজার কাছে উল্টোদিকে মুখ করে দেয়ালে ঠেস

দিয়ে চেয়ারটা রাখল সে। ওটায় বসে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। খুঁটিনাটি সব কিছু ভেবে নিল আরেকবার। নাহ্, ঠিকই আছে। রাসলাররা কিচেনে ঢুকলে দরজার পাশে চেয়ারে বসা অবস্থায় কাভার করতে পারবে সে।

আরও প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে তাকে। বাতাসে কফির গন্ধ ভাসছে। উঠে দাঁড়িয়ে স্টোভের সামনে উপস্থিত হলো ডিক। পটে এখনও কফি আছে, যদিও ঠাণ্ডা। একটা কাপে তা-ই ঢালল সে, চুমুক দিল।

কড়া তেতো কফিটা রীতিমত ধাক্কা দিল জিভে। তবে ঘুমঘুম ভাব কেটে যাওয়ায় সতর্কতাবোধ বাড়ল। জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেল ডিকের দৃষ্টি। এখনও অন্ধকার হয়ে আছে আকাশ। আলোর আভাস না দেখা পর্যন্ত করার কিছু নেই ওর।

কফিটা শেষ করে আরেক কাপ ভরে আনল সে। অন্ধকার ফেকাসে না হওয়া পর্যন্ত সময় নিয়ে কফিটা খেলো, তারপর উঠে দাঁড়াল। টিনের কফি পট জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।

বাইরে কোনকিছুর সাথে বাড়ি খেয়ে কর্কশ আওয়াজ তুলল ওটা। বেডরূম থেকে রাসলারদের হাঁকডাক ভেসে এল। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিষ্কম্প পায়ে কিচেনে ঢোকার দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল ডিক।

টড মুখ খিস্তি করছে, উইলি, হ্যারি এবং চতুর্থ আউট-লর গলাও শোনা গেল। ব্যস্ত পদশব্দ এগিয়ে আসছে কিচেনের দিকে।

সবার আগে কিচেনে ঢুকল টড, বাকিরা আধহাত পেছনে। শার্টের বোতাম লাগানো এখনও শেষ করেনি টড, মুখ খিস্তি করল, 'শালার পিস্তলটা রাখলাম কোথায়!' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, চোখের কোণে ডিকের অবয়ব দেখতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

তার দেখাদেখি অন্যরাও ডিকের দিকে ফিরল। ওকে দেখে হ্যারির ঘুম জড়ানো চোখ কপালে উঠল। 'তুমি! কি···করে!' কথা শেষ করতে পারল না সে।

পিস্তল নাচিয়ে নির্দেশ দিল ডিক। 'স্টোভের সামনে পাশাপাশি দাঁড়াও সবাই, হাত উপরে!'

লাইন করে দাঁড়াল আউট-লরা। টড মুখ খুলল, 'তুমিই আমাদের হ্যাণ্ডগান সরিয়েছ?'

'রাইফেলগুলোও,' জবাব দিল ডিক।

'আমাদের কি করবে?' জিজ্ঞেস করল উইলি।

'কিচ্ছু না! ছোট্ট একটা ক্যাটল ড্রাইভ, তোমাদের লুটে নেয়া ক্যাটল সন্ধ্যার আগেই রেইলহেডে পৌঁছে দেবে শুধু।' মুচকি হাসি ফুটল ডিকের ঠোঁটে।

হাঁ করে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাসলারের দল। সামলে নিয়ে শুষ্ক হাসল টড। 'তুমি শালা পাগল নাকি!'

'না।' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল ডিক। 'তোমরা চোরের দল ক্যাটল ড্রাইভ করবে, পেছনে রাইফেল হাতে নজর রাখব আমি। কেউ কেটে পড়তে চাইলে খুলি উড়িয়ে দেব।'

'অত সহজ হবে না...'

'কাজটা আমার জন্যে কতটা সহজ হ্যারিকে জিজ্ঞে করো।' টডের মুখের কথা কেড়ে নিল ডিক।

হ্যারির কাছে ওর কথা শুনেছে টড, চুপ করে গে

স্টোভের দিকে চোখের ইশারা করল উইলি, বলল, 'অনেক দূরের পথ যেতে হবে, কিছু খেয়ে নিলে সবার ভাল, তাই না?'

'একেবারে রেইলহেডে পৌঁছে খাওয়া পাবে, স্পিলম্যানের জেলে। এখন একজন একজন করে বেরোও সবাই, তোমাদের ঘোড়া করালের পেছনে।' নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল ডিক

আউট-লদের ভালভাবে কাভার করার জন্য এক পা পিছাল সে। দরজার পাশে রাখা চেয়ারটায় হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারাল। আহত কাঁধটা বাড়ি লাগল দেয়ালের সঙ্গে, অসহনীয় ব্যথার ছাপ ফুটে উঠল ওর চেহারায়। হাত থেকে মেঝেয় পড়ে গেছে পিস্তল।

'শালা আহত!' চেঁচিয়ে উঠল উইলি। 'আমরা ঠিকই গেঁথেছিলাম!'

থমকে দাঁড়িয়ে ঘুরল রাসলাররা, এগিয়ে আসছে। ঝাপসা চোখে নড়াচড়া দেখে উবু হয়ে বামহাতে মেঝে হাতড়াল ডিক, পিস্তলটা ঠেকল হাতে। 'খবরদার, এগিয়ো না। দরজা দিয়ে বেরোও সবাই,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

'লাফিয়ে পড়ো শালার উপর!' চেঁচিয়ে উঠল টড। উইলির

হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে, এগিয়ে আসছে ডিকের দিকে।

বামহাতে পিস্তল তুলেই গুলি করল ডিক। এত কাছ থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভারি ·৪৫ বুলেটের ধাক্কায় আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল উইলি। চিত হয়ে মেঝেতে পড়ল। কপালের তৃতীয় নয়ন দিয়ে রক্তের ঝরনা বের হচ্ছে।

কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে বদ্ধ ঘরে পিস্তলের গর্জন, বারুদের ধোঁয়ার ভেতর ডিকের পিস্তল দেখতে পেল আউট-লরা, তাদের দিকে তাক করা। 'আর কারও শখ আছে?' উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ডিক।

কোন জবাব দিল না তিন আউট-ল। 'আমার বাবা মারা গেছে রাসলারদের হাতে; আমার বন্ধুদের খুন করেছ। তোমাদের হত্যা করতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করব না আমি। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লালচুলো হ্যারি।

'এখন ক্যাটল ড্রাইভটা ঠিক মত চললে অ্যানসনস ফর্ক দেখার সুযোগ পাবে, নাহলে ট্রেইলেই মেরে রেখে যাব।' একটু অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল ডিক, 'যাচ্ছ তোমরা?'

'কোথাও যাচ্ছি না।' উত্তর দিল টড।

ওদের মনের কথা বুঝতে পারল ডিক। রাসলাররা চিন্তা করছে অ্যানসনস ফর্কে গেলেও মৃত্যু, না গেলেও মৃত্যু। অযথা সারাটা দিন খেটে মরতে যাবে কেন? বলল, 'বিচারে কি ঘটবে

কেউ জানে না। তাছাড়া, বলা যায় না, ট্রেইলেও হয়তো পালানোর সুযোগ পেতে পারো।'

হাতের পিস্তলটা নাচাল ডিক, বলল, 'কি ঠিক করলে?'

নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরোল আউট-লর দল, সুযোগটা নিচ্ছে। ভাবছে, আহত ডিক গ্রেসন শেষ পর্যন্ত টেকে কিনা কে জানে!

# পনেরো

'দাঁড়াও, এক পা-ও নড়বে না!' ধমক দিল ডিক। ঘোড়াগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আউট-লরা। ওর আগেই আউট-লরা ঘোড়ায় চড়ুক চাইছে না সে। এখনই কষ্ট হচ্ছে, ড্রাইভের সময় রাসলারদের উপর নজর রাখা আরও কঠিন হবে, বুঝল ডিক।

ডা হাতে পিস্তলটা রাসলারদের দিকে তাক করে বাম হাতের জোরে স্ট্যালিয়নের স্যাডলে উঠে বসল সে। স্যাডল থেকে রাইফেলটা তুলে নিয়ে কক করে উরুর উপর আড়াআড়ি ভাবে রাখল।

'স্যাডলে ওঠো,' নির্দেশ দিল ডিক। 'হ্যারি, করালের দরজা খুলে গরুগুলো বের করো। পাহাড় ঘেঁষে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে রেইলহেডে যাব আমরা।'

অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছে ডিক, জানে না সত্যিই পাহাড়ের ধার দিয়ে সংক্ষিপ্ত কোনও পথ আছে কিনা। আউট-লদের চঞ্চল হয়ে ওঠা দেখে বুঝল ওর অনুমান সঠিক।

ভোরের ধূসর আলোয় ঘোড়ায় উঠল তিন আউট-ল।

লালচুলো হ্যারি ঘোড়া নিয়ে দরজার দিকে এগুলো, কবাট খুলে গরুগুলোকে বের করতে।

'টড, তুমি বামদিকে সামলাবে। আর চিনো ডানদিক। বোঝা গেছে?' রাসলারদের উদ্দেশে বলল ডিক।

সরু চোখে ডিকের চোখে তাকাল টড, 'তুমি কোথায় থাকবে, পেছনে?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে।' ভারি কণ্ঠে বলল ডিক। ও বুঝতে পারছে টডের ঔৎসুক্যের কারণ। গরুগুলো এগুতে শুরু করলেই ঘন ধুলোর মেঘ উঠবে, পেছনে অবস্থান নেয়া কেউ সামনের কোন কিছু দেখতে পাবে না।

'আমি কোথায় আছি সেটা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,' আবার বলল ডিক। শুধু জেনে রাখো, তোমরা রাইফেলের আওতার মধ্যেই থাকবে।' পেছন থেকে রাসলারদের দিকে রাইফেল তাক করে আছে ডিক, করালের গেট খুলছে হ্যারি। সেদিকে লক্ষ রেখে আবার মুখ খুলল সে, 'আগেও তোমরা ক্যাটল ড্রাইভ করেছ, এখনও করবে। নাহলে রেইলহেড পর্যন্ত বাঁচবে না।'

দরজা খোলায় গরুগুলো বাইরে বেরিয়ে আসছে। ঘোড়ায় উঠে পাহাড়ের দিকে রওনা হলো হ্যারি। দলনেতা ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে আছে গ্যাঁট হয়ে, তার পেছনে গরুর বিশৃঙ্খল দল। অধৈর্য ভঙ্গিতে টড এবং চিনোর দিকে রাইফেলের মাজল তাক করল ডিক, 'যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে গরুগুলোকে ঠিক

পথে রাখো।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে গরুর পালের দু'দিকে অবস্থান নিল আউট-লরা। হাতের রশি আছড়ে ক্যাটলগুলোকে এগুতে বাধ্য করল, সমানে মুখ খিস্তি করছে।

খুরের নিচে ঘাসজমি, ধুলো উড়ছে না তেমন। দখিনা বাতাসে অল্প অল্প ধুলো উড়ছে দেখতে পেল ডিক, আড়াআড়ি ভাবে দক্ষিণে সরে গেল সে।

টডের পাশ দিয়ে যাবার সময় কড়া দৃষ্টিতে ডিককে ভস্ম করতে চাইল সে, না পেরে নিচু স্বরে গালিগালাজ করল, তারপর বাধ্য হচ্ছে বলেই কাজে মন দিল।

ক্যাটলের সামনে নেতা ষাঁড়টার পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছে হ্যারি, দেখতে পেল ডিক। ডানে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে না সে, তবে পালানোর সুযোগ তারই সবচেয়ে বেশি। অন্যদের চেয়ে দূরে আছে সে।

ইচ্ছে করেই হ্যারিকে ওই জায়গায় রেখেছে ডিক। ভিতু লোক, রেডহিলে বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে এসেছিল, অ্যাম্বুশ করায় অভ্যস্ত। বুলেট হজম করার সাহস নেই, ভাগার চেষ্টা করবে না হ্যারি।

ঘাড় ফিরিয়ে ডানে তাকাল ডিক, পালের পেছনের অংশে চিনোকে দেখতে পেল। চুপচাপ ঘোড়ায় বসে ধীরস্থির ভাবে এগোনো গরুগুলোর সাথে সমান গতি বজায় রাখছে আউট-ল, কাজ করছে না।

স্ট্যালিয়নের গতি কমিয়ে ধুলোর আড়ালে তার পেছনে গিয়ে হাজির হলো ডিক। কয়েক হাতের মধ্যে পৌঁছে ধমকে উঠল সে, 'কি হচ্ছে! কাজ করো, সন্ধ্যার আগেই শহরে না পৌঁছলে খুন হয়ে যাবে।'

হঠাৎ ভেসে আসা ধমক চমকে দিল রাসলারকে, স্যাডলে সোজা হয়ে বসল। ঘাড় ঘুরিয়ে ড়িকের দিকে তাকাল, চোয়াল দৃঢ় বদ্ধ। নিচু স্বরে কি যেন বলল, গরুর খুরের শব্দে চাপা পড়ে গেল তার কণ্ঠ। হাতের কাছের গরুগুলো তার রশির বাড়ি খেয়ে দ্রুত ছুটতে লাগল, কিছুক্ষণের মধ্যেই গতি বেড়ে গেল পুরো দলটার।

চিনোর পেছন থেকে সরে এসে টডের দিকে এগোল ডিক। হ্যারিকে দেখা যাচ্ছে, বামে তাকিয়ে ছিল, ওকে দেখে চট করে মাথা ঘুরিয়ে নিল সে। বেশ কিছুটা সরে গিয়েছিল আউট-ল, নিজের জায়গায় ফিরে আসতে তৎপর হলো।

এখন পর্যন্ত সব ঠিক মতই চলছে, বেচাল কিছু করেনি ওরা। কিন্তু কতক্ষণ ওদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে ডিক? বেলা যত গড়াবে, গরম অসহ্য হয়ে উঠবে। মরিয়া হয়ে যাবে আউট-লর দল, বাঁচার আশায় পালানোর ফিকির খুঁজবে। অসুস্থ শরীরে কতক্ষণ সতর্ক থাকতে পারবে ডিক?

সূর্য উঠল সোনালী কিরণ ছড়িয়ে, শীতার্ত আবহাওয়ায় উষ্ণ পরশ বুলাল। বেলা দশটার দিকে ওদের ওপর রীতিমত অত্যাচার শুরু করে দিল সূর্যটা। যাত্রার ক্লান্তি, সবসময় সতর্ক

থাকা, উত্তাপ, উত্তেজনা সব কিছু মিলে ডিকের কাঁধের ব্যথাটা বেড়ে গেল।

চেহারায় ব্যথা বা ক্লান্তির ছাপ ফুটতে দিল না ডিক। সর্বক্ষণ কক করা রাইফেল হাতে সতর্ক অবস্থায় রইল। বেলা আড়াইটার দিকে মেসা পেরিয়ে এল ওরা।

সামনে রুক্ষ সমতল প্রান্তর। ভীষণ ধুলো উড়ছে খুরের ঘায়ে; রাসলারদের ওপর নজর রাখা কঠিন হয়ে উঠল।

বিকেলের দিকে কাঁধের ব্যথা আরও বাড়ল ডিকের। ঘুরে ঘুরে রাসলারদের উপর চোখ রাখা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ মনে হলো। কাজটা শেষ করতে পারবে না এরকম সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল মনে। নিজেকে শক্ত করে স্যাডলের ওপর বসাল সে। যে করেই হোক অ্যানসনস ফর্কে ক্যাটল নিয়ে যেতেই হবে!

ব্যথা এবং জ্বরে ঠিক মনে করতে পারল না সে, কেন অ্যানসনস ফর্কে ক্যাটল নিয়ে যাওয়া জরুরী। ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করারও চেষ্টা করল না, বড় বেশি ক্লান্ত। এই ক'দিনের ব্যস্ততায় আসল ব্যাপারে ভাবার সুযোগ পায়নি ডিক। বুকে পোঁচ খাওয়া লম্বা চওড়া একজন লোককে খুঁজছে সে, প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যই এ-অঞ্চলে এসেছে সে।

হঠাৎ মনে পড়ল, গরু বিক্রির টাকাগুলো ম্যাঙ্গাস ভ্যালি র‍্যাঞ্চারদের দরকার। এই টাকার জন্যেই ব্রায়ান, লুক এবং কিশোর স্যাম হার্পারকে জীবন দিতে হয়েছে। ওদের বাঁচানো

ওর দায়িত্ব ছিল, ব্যর্থ হয়েছে সে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে বিফল হলে চলবে না।

সম্ভব হলে কাজটা সরাসরি করবে না ডিক। আইনের হাতে তুলে দেবে রাসলারদের। ফাঁসিতে ঝোলাতে সাহায্য করবে, তারপর ভুলে যাবে।

ডিকের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব কাজ করে, গত তিন বছর ধরে বাবার হত্যাকারীকে কেন খুঁজছে সে? আইনের হাতে তুলে দেবে বলে, না নিজে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য? পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকলে এখন বোধহয় নিজেকে প্রশ্ন করত সে।

শেষ বিকেলে যখন দূরে ধোঁয়া দেখা গেল, কোনমতে স্যাডলে টিকে আছে ডিক। গন্তব্যের দূরত্ব জেনে মনে এবং শরীরে বল পেল সে। আর মাত্র তিন চার মাইল দূরেই নিরাপদ আশ্রয়, অ্যানসনস ফর্ক

ফুট তিরিশেক দূরে বামদিকে গরু খেদাচ্ছে টড, সেদিকে তাকাল ডিক। এখন থেকে দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে ওকে। পালানোর ঝুঁকি যদি নেয়, এখান থেকে রেইলহেডের মাঝামাঝি কোথাও পালাবার চেষ্টা করবে রাসলাররা।

পিঠে দৃষ্টি অনুভব করে ঘাড় ফেরাল টড। ধুলো মাখা চেহারায় বাঁকা হাসি ফুটল। 'শহরের ধোঁয়া দেখেছ? আমার মনে হয় ওই পর্যন্ত টিকবে না তুমি,' চেঁচিয়ে বলল সে।

'আমি টিকব,' ডিকের চেহারায় কোন ভাব নেই। 'তবে

তুমি তা দেখার জন্য বেঁচে না-ও থাকতে পারো।'

ঘাড় ঘোরানোর আগে দেঁতো হাসল আউট-ল। আরও কিছুক্ষণ তার কাছাকাছি থাকল ডিক, তারপর পিছিয়ে এসে ট্রেইল ঘুরে চিনোর পেছনে গিয়ে হাজির হলো। ডানে বামে তাকাচ্ছে না আউট-ল, তাকিয়ে আছে ক্যাটলগুলোর সামনে এগিয়ে চলা হ্যারির দিকে। একটু যেন বেশি এগিয়ে আছে হ্যারি, ডিকের সন্দেহ হলো।

স্পারের খোঁচায় চিনোর সোরেলের পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেল ওর স্ট্যালিয়ন। 'কুমতলব থাকলে ভুলে যাও।' সাবধান করল ডিক। 'তোমাদের ছাড়াও এইটুকু দূরত্ব পাড়ি দিতে পারব।'

'কিসের মতলব!' সাধু সাজার চেষ্টা করল চিনো।

চোখের কোণে বামপাশের গরুগুলো বিশৃঙ্খল দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল ডিক। ভালভাবে দেখার জন্য স্ট্যালিয়ন ঘুরিয়ে সরে এল খানিকটা। ধুলোর মধ্যে দিয়ে দেখল স্যাডলে ঝুঁকে বসে বামদিকের পাহাড় লক্ষ্য করে ছুটছে টড।

তাড়াহুড়ো করে কারবাইনটা কাঁধে ঠেকাল ডিক, তাক ঠিক করে ট্রিগার টিপল। কাঁধে রাইফেলের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্য অন্ধকার দেখল চোখে। টডের সামনে বালি ছিটাল বুলেট, পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। আবার গর্জে উঠল ডিকের রাইফেল, ইচ্ছে করেই এবার আউট-লর ফুট দুয়েক দূরে লক্ষ্যস্থির করেছে সে।

রাইফেলের গর্জনে ভীত হয়ে দৌড়াতে শুরু করল গরুগুলো। ঘুরে তাকিয়ে চিনো এবং হ্যারিকে দেখল ডিক। স্টির‍্যাপের উপর দাঁড়িয়ে চিনোর দিকে তাকিয়ে আছে হ্যারি, ছোটার জন্য প্রস্তুত।

কারবাইনটা হ্যারির দিকে ফেরাল ডিক। একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল তার কাঁধের ওপর দিয়ে। পাশ দিয়ে যাওয়া বুলেটের ঝাপটা চমকে দিল আউট-লকে। ধপ করে স্যাডলে বসল সে, ছুটন্ত গরু সামলানোয় ব্যস্ততার ভান করল।

গরুগুলো দৌড়াতে শুরু করায় ঘন ধুলোর মেঘ ঢেকে ফেলেছে টডকে। ধুলোর মধ্যে দিয়ে ছুটল ডিক। আউট-লর কাছাকাছি গিয়ে দেখল শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটাকে বশ করতে পেরেছে সে। নিচুস্বরে একটানা গালাগাল দিচ্ছে আউট-ল, চোখে মুখে হতাশা।

'আমাকে শহরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে না তুমি! এখানেই খুন করতে হবে!' ওকে দেখে চেঁচাল টড।

'বেশ।' হাতের রাইফেলটা আউট-লর বুক লক্ষ্য করে তুলে ধরল ডিক।

ফেকাসে হয়ে গেল রাসলারের চেহারা, বিস্ফারিত চোখে নগ্ন ভয় ফুটে উঠল। বাতাসে হাত ঝাপটাল সে। 'ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করবে তুমি?' কাঁপা কাঁপা গলায় ডিকের উদ্দেশে বলল।

'মানুষ? না। রাসলার, হ্যাঁ।' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল ডিক।

'তাছাড়া তুমিই তো মরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ!'

'আমাকে মেরে ফেললে ক্যাটল সামলাবে কে?' বাঁচার পক্ষে যুক্তি দেখাতে শুরু করেছে টড!

'চিনো আর হ্যারি আছে। তাছাড়া বাকি পথ আমি একলাও গরু সামলাতে পারব। যুক্তি খণ্ডন করল ডিক। 'সাথে জীবিত না মৃত রাসলার তা জানতেও চাইবে না শহরের লোকেরা। এখন বলো, মরতে ""?' আউট-লর দিকে শীতল জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে।

স্যাডলের ওপর কুঁকড়ে গেল টডের শরীর, ধীরে ধীরে মা া নাড়ল।

ওত্তেজনা কেটে যেতে কারবাইন নামাল ডিক। সরে এসে ডান কাঁধ ডলল। প্রথম বার বাঁটের ধাক্কাতেই অসাড় হয়ে গেছে জায়গাটা। ভালই হয়েছে, বারবার আঘাত অনুভব করতে হয়নি।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে পুবে তাকাল সে, আর বেশি দূর নেই রেইলহেড। গুলির শব্দে ভীত হয়ে জোরেসোরে ছুটছে গরুর পাল, খুব একটা সময় লাগবে না শহরে পৌঁছতে।

দক্ষিণ-পুব দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল ডিক। আড়াআড়ি ভাবে ট্রেইল ধরে ছুটে আসছে তিন রাইডার।

চিন্তিত হয়ে পড়ল সে, রাসলারদের বাকি সদস্য হতে পারে ওরা। ক্যানিয়নের ভেতর র‍্যাঞ্চহাউসে এদের কথাই কি আলাপ করেছিল টডরা? দ্রুত হাতে কারবাইন তুলে নিল ডিক,

কর্ক করে তাকিয়ে থাকল দক্ষিণ-পুবে।

রাইফেলের রেঞ্জে ঢুকে পড়েছে লোকগুলো, বিকেলের পড়ন্ত রোদে একজনের বুকের স্টার ঝিলিক দিয়ে উ;ল। স্বস্তি অনুভব করল ডিক, চিনতে পেরেছে মার্শাল স্পিলম্যানকে। সাথে ক্যাটল বায়ার বিশপ এবং অপরিচিত এক লোক।

# ষোলো

খামারের দরজা খুলে গরুগুলোকে ঢোকাচ্ছে বিশপের দুই সহকারী। বিশেষ কাজটার জন্য তড়িঘড়ি করে এদের ভাড়া করেছে ক্যাটল বায়ার। একটু দূরে স্যাডল আঁকড়ে বসে আছে ডিক।

শেষ গরুটাকে খামারে ঢুকিয়ে ভাড়াটে কাউহ্যাণ্ডদের পাওনা মেটাল বিশপ। দরজা বন্ধ করে এগিয়ে এল ডিকের দিকে, সন্তুষ্ট। মার্শাল এবং তার ডেপুটি রাসলারদের নিয়ে চলে গেছে আগেই। সার্কিট জাজ আসার আগ পর্যন্ত জেলখানাতেই থাকবে আউট-লরা।

বিশপ সামনে এসে দাঁড়ানোয় সোজা হয়ে বসল ডিক। প্রশ্নটা ওর মনে খচখচ করছিল, জিজ্ঞেস করার সুযোগ পায়নি। এখন করল।

'আমার খোঁজে যাচ্ছিলে তোমরা?'

মাথা নাড়ল বিশপ। 'না। ডেপুটি হর্নবির বাড়িতে গিয়েছিলাম একটা সোরেল দেখতে। বেচতে চায়। মার্শালও

কিনতে উৎসাহী ছিল। ফেরার সময় রাইফেলের আওয়াজ পেয়ে পশ্চিমে যেতেই তোমার সঙ্গে দেখা।'

'আমার কপাল ভাল।' বিড়বিড় করল ডিক।

'আমারও!' মন্তব্য করল বিশপ। 'ভাগ্যিস অপেক্ষা করেছি। দুশো আঠারোটা গরু, সবকটাই এক নম্বর! তোমার র‍্যাঞ্চার বন্ধুরা খুশিই হবে, মাথা পিছু আঠারো ডলার গরুগুলোর দাম।'

'নিঃসন্দেহে।' মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'টাকা-পয়সার ব্যাপারটা কখন মেটাবে?'

হাসল ক্যাটল বায়ার। বলল, 'তুমি নিশ্চই আজ রাতেই শহর ছাড়ছ না।'

'এখানে আর কোন কাজ নেই আমার।' বলল ডিক। 'হিসেবটা চুকিয়ে দিলে খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে মাঝরাতের দিকে রওনা হয়ে যাব।'

'পাগল হয়েছ?' বিস্ময় ফুটল ক্যাটল বায়ারের চেহারায়। 'ঘোড়ায়ই তো ঠিক মত বসতে পারছ না! আজ রাতটা আমার অতিথি হিসেবে হোটেলে থাকো, ঘুমাও। দু'এক ঘণ্টার হেরফেরে রেডহিলের র‍্যাঞ্চারদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না।'

'ওদের কথা আমি ভাবছি না,' মৃদুস্বরে বলল ডিক। 'এই ব্যাপারটা শেষ করে ফেলতে চাইছি। আমার নিজের কিছু কাজ পড়ে আছে।'

ওর একটা দায়িত্ব শেষ। এখন আসল কাজে ব্যস্ত হয়ে

পড়বে ডিক। বুক থেকে পেট পর্যন্ত একটা কাটা দাগ আছে লম্বাচওড়া এক লোকের। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

ডিকের গম্ভীর চেহারার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ক্যাটল বায়ার। তারপর বলল, 'বেশ, তুমি যা ভাল মনে করো। একঘণ্টা পর হোটেলের লবিতে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে,' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ডিক।

লিভারি বার্নে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে। ভালমত খোরাক দিয়ে দলাইমলাই করার নির্দেশ দিল, চার্জটা অগ্রিম পরিশোধ করে। মাঝরাতে ঘোড়া নিয়ে যাবে জানিয়ে বার্ন থেকে বেরিয়ে এল।

বার্নের উঠানের সামনে একটা পানির টাব। হাতমুখ ধোয়ার জন্য সেখানে গেল সে। ব্যাণ্ডেজ না ভিজিয়ে সাবধানে সারা শরীর পরিষ্কার করল। ঠাণ্ডা পানি তপ্ত সন্ধ্যায় খানিকটা স্বস্তি দিল। গোসল করতে পারলে ভাল হত, কিন্তু অন্ধকার হয়নি এখনও।

অল্পদূরেই ক্যাফে, হাতমুখ ধোয়া শেষে সেখানে ঢুকল ডিক। রাতের খাবারটা পেট পুরে খেয়ে খালি পকেটে বাইরে বেরিয়ে এল। আরও প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বিশপের সঙ্গে দেখা করার কথা ওর। ক্যাফের বারান্দায় রাস্তার দিকে মুখ করে একটা পিলারে ঠেস দিয়ে বসল সে।

সন্ধ্যার শীতলতা নামছে ধীরে ধীরে, দোকান আর বাড়িগুলোতে আলো জ্বলে উঠছে। সারাদিন রোদে সেদ্ধ হবার

পর রাতের ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ করার জন্য ফুটপাথে হাঁট অনেকে। সেলুনগুলো থেকে বাজনার আওয়াজ ভে আসছে। রাস্তার শেষ মাথায় চার্চ বেল বেজে উঠল বিশ্বাসীদের।

'মরোনি দেখছি!'

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ঘুরে তাকাল ডিক। ডাক্ত ডেভিডকে দেখে হাসল। বলল, 'মরিনি ঠিক। তবে বেঁচে আ কিনা বুঝতে পারছি না!'

'আমার মনে হয় মরেই গেছ।' হাসল ডাক্তার ডেভিড। 'মেডিকেল হিস্ট্রি অনুযায়ী শরীরে ওরকম ফুটো হলে পাইন কাঠের বাক্সে শুয়ে থাকার কথা। ব্যথার কি অবস্থা?'

''আর কিছু না থাকুক, ওটা আছে,' জবাব দিল ডিক। 'সহ্য করছি।'

'আমার চেম্বারে চলো, বুকের ক্ষতটা একবার দেখব। ব্যাণ্ডেজটাও বদলানো দরকার,' বলল ডাক্তার।

'আমার কাছে টাকা নেই, ডক...'

'লাগবে না।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল ডাক্তার, 'কৌতূহল মিটছে, তাতেই হবে।'

'ঠিক আছে, চলো।' খুশি মনে রাজি হয়ে গেল ডিক। সামনে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। শুশ্রূষা আহতস্থানের ব্যথা কমাতে সাহায্য করবে।

বারান্দা থেকে নেমে ডাক্তারের পাশে হাঁটতে শুরু করল

সে। রাস্তার শেষ মাথায় গির্জার পাশে ডাক্তারের চেম্বার-হাসপাতাল-বাড়ি।

বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ডিক। অন্ধকার বাড়ির কোণা ঘুরে বেরিয়ে এসেছে একজন রাইডার, হাতে লম্বা কিছু একটা।

'সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল ডিক, ধাক্কা দিয়ে ডাক্তারকে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজেও শক্ত মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাতের আঁধারে দু'বার কমলা রঙের আগুন ঝরাল রাইফেলের নল। ডিকের পেছনে দরজায় আঘাত হানল বুলেট, কাঠের চিলতে ছিটকে এসে ওর মুখে লাগল। কাঁধের ব্যথা অগ্রাহ্য করে গড়িয়ে সরে গেল ডিক। পিস্তল হোলস্টারমুক্ত করে উঠে দাঁড়াল। দেরি হয়ে গেছে। কেউ নেই, ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ দূরে চলে যাচ্ছে।

ডিকের চেহারায় ক্রোধ ফুটে উঠল, চেয়ে আছে অন্ধকার পথের দিকে। ও পথেই কেটে পড়েছে অ্যাম্বুশার। রাস্তায় দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেল ডিক। কি ঘটেছে দেখার জন্য ছুটে আসছে লোকজন।

উঠানের আঁধার থেকে ডাক্তারের কণ্ঠ শোনা গেল। 'গুলি লেগেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না।' ডাক্তারের দিকে ফিরল ডিক। 'তোমার?'

'তোমার ধাক্কায় মাটিতে পড়ে দু'এক জায়গায় কেটে ছড়ে গেছে, আর কিছু না,' জবাব দিল ডাক্তার ডেভিড। 'চিনতে

পেরেছ লোকটাকে?'

'নাহ্, দেখতে পাইনি। অন্ধকারে এত দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা…' শ্রাগ করল ডিক।

'আর যাই হোক তোমার বন্ধু না ব্যাটা,' রসিকতা করল ডাক্তার। 'তোমার কি মনে হয়, বাকি রাসলারদের কেউ?'

'অবশ্যই তাই।' ডিকের কণ্ঠ গম্ভীর। 'জিম নামের এক লোকের জন্য ক্যানিয়নে অপেক্ষা করছিল রাসলাররা। সে বা আর কেউ হতে পারে।'

মার্শাল স্পিলম্যানের পেছনে দশ বারোজন লোক এসে উপস্থিত হলো ডাক্তারের বাড়ির সামনে। দৌড়ে আসায় ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে সবাই, কয়েকজনের হাতে লণ্ঠন। অনভ্যস্ত শরীরে পরিশ্রম করায় লাল হয়ে গেছে মার্শালের চেহারা।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মার্শাল।

'অন্ধকার থেকে ডিককে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে কেউ। ঘোড়া ছুটিয়ে কেটে পড়েছে, চেনা যায়নি।' দম নিয়ে আবার কথা শুরু করল ডাক্তার, 'রাসলাররা এখনও জেলখানায় আছে তো?'

'কি বলতে চাইছ!' তেতে উঠল মার্শাল। 'গুলির শব্দ শোনার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি।' আসল প্রসঙ্গে এল সে, 'আহত হয়েছে কেউ?'

'আমার দরজাটা।' জবাব দিল ডাক্তার। ডিকের দিকে ফিরে বলল, 'ভেতরে চলো।'

ডাক্তারের পেছন পেছন অিসে ঢুকল ডিক; চিন্তিত।

রাসলারদের সঙ্গে কোন না কোন যোগসূত্র আছে অ্যাম্বুশারের। ক্যানিয়নে যে লোকের কথা আলাপ করছিল রাসলাররা সেই লোকই কি ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে?

ডিকের নিজের কাছেই খাপছাড়া মনে হলো ব্যাপারটা। আউট-লরা সাধারণত একজন আরেকজনের প্রতি বিশ্বস্ত হয় না। সম্ভব হলে জেলে পোরার আগেই অপরাধ জগতের সঙ্গীদের ছিনিয়ে নিত রাসলাররা।

কিন্তু এখন অ্যাম্বুশারের সঙ্গীরা জেলখানায়। ডিককে অ্যাম্বুশ করার ঝুঁকি নিল কেন লোকটা? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

রাতেই শহর ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, সিদ্ধান্ত নিল ডিক। শহরে থাকলে ফিরে এসে দ্বিতীয়বার অ্যাম্বুশ করার সুযোগ পাবে লোকটা। তাড়াতাড়ি অ্যানসনস ফর্ক থেকে সরে পড়াই ভাল।

ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে খুশি হয়ে উঠল ডাক্তার ডেভিড। আরও মলম লাগিয়ে নতুন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

'এখন দরকার বিশ্রাম,' বলল ডাক্তার। 'আগের ঘরটায় বিছানা তৈরি আছে, গিয়ে ঘুম দাও।'

শার্টটা পরে নিয়ে ফ্যাকাসে মুখে হাসল ডিক। 'দুঃখিত, ডক, রাতেই চলে যাচ্ছি আমি।'

গম্ভীর হয়ে গেল ডাক্তারের চেহারা। 'খুব খারাপ কথা, ডিক,' বলল সে। 'ভেবেছিলাম কিভাবে তোমাকে বাঁচিয়েছি

গর্ব করে বলব সবাইকে। কিন্তু এখন দেখছি না মরে ছাড়বে না তুমি!'

'এখানে থাকলে আমার বিপদ আরও বেশি। দ্বিতীয়বার অসতর্ক মুহূর্তে অ্যাম্বুশে পড়তে পারি,' বলল ডিক। 'ওদের কাজটা সহজ করে দিতে চাই না।'

'বেশ। যাওয়ার সময় পেছনদিক দিয়ে বেরিয়ো,' নরম কণ্ঠে উপদেশ দিল ডাক্তার।

'আসি তাহলে,' ঘুরে দাঁড়াল ডিক।

'কাঁধের যত্ন নিয়ো।' ওর পেছন পেছন বারান্দা পর্যন্ত এসে বিদায় জানাল ডাক্তার।

বড় রাস্তায় না উঠে আঁধার গলি ধরে হোটেলের উল্টোদিকে পৌঁছুল ডিক। স্যালুন আর একটা দোকানের প্যাসেজ ওয়ের আবর্জনা মাড়িয়ে রাস্তায় উঠল। হোটেলে ঢুকে পড়ল।

হোটেল লবির কোনায় গদি মোড়া চেয়ারে বসে আছে ক্যাটল বায়ার। ওঁকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল বিশপ।

'শুনলাম কে নাকি তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ,' শুকনো কণ্ঠে বলল ডিক। 'আঁধারে লাগাতে পারেনি।'

পকেট থেকে একটা চামড়ার থলে বের করল ক্যাটল বায়ার। ওটা খুলে একটা ড্রাফট দেখিয়ে ডিককে বলল, 'এটাতেই সব আছে, তিন হাজার নয়শো চব্বিশ ডলার। যে

কোন ব্যাংক থেকে ভাঙিয়ে নিতে পারবে। এখন র‍্যাঞ্চারদের দেয়া বিক্রির রসিদটা আমাকে দিলেই লেনদেন শেষ হয়ে যায়।'

'বিক্রির রসিদ!'

হতাশা গ্রাস করল ডিক গ্রেসনকে। বিক্রির রসিদের ব্যাপারটা মোটেই ভাবেনি সে। ব্রায়ানের কাছে ছিল কাগজপত্র, এখনও বোধ হয় আছে। রাসলারদের আসল রসিদ দরকার পড়ে না, গরুর ব্র্যাণ্ড বদলে নিজেরাই কাগজ তৈরি করে নেয়।

'তোমার কাছে বিক্রির রসিদ আছে তো?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল বিশপ।

'নেই,' জবাব দিল ডিক। 'যার কাছে ছিল সে রাসলারদের হাতে মারা গেছে। নতুন রসিদ তৈরি করতে হবে?'

'হ্যাঁ।' ড্রাফটটা গুটিয়ে চামড়ার থলেতে ভরল ক্যাটল বায়ার। 'নতুন বিক্রির রসিদ না নিয়ে আসা পর্যন্ত লেনদেন করা সম্ভব না,' বলল সে, 'তোমাকে অবিশ্বাস করছি তা না, বোঝোই তো, ব্যবসা!'

নিজের ওপর রাগ হলো ডিকের। কাজটা কিছুতেই শেষ করতে পারছে না। এখন ম্যাঙ্গাস ভ্যালিতে গিয়ে কাগজপত্র জোগাড় করে আবার এতদূর পথ আসতে হবে। ম্যাঙ্গাস ভ্যালি র‍্যাঞ্চারদের কাছাকাছি থাকার জন্য রেডহিল ফিরতে হবে তারপর।

'আমার সাথে রেডহিলে যাবে?' জিজ্ঞেস করল ডিক।

'দু'জনেরই সময় বাঁচত।'

হাসল ক্যাটল বায়ার। বলল, 'সময় বাঁচত না। দু'ঘন্টা ঘোড়ায় চড়লে সাতদিন বিশ্রাম নিতে হবে আমার···তাছাড়া আগামীকাল এল পাসো রওনা হব।'

'তারমানে আমি নতুন রসিদ নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত থাকতে পারছ না?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল ডিক।

ম্যাচের কাঠি কানে ঢুকিয়ে চুলকাল বিশপ। খানিক পরে কাঠিটা ফেলে দিয়ে বলল, 'এমনিতেই দেরি করে ফেলেছি, আর থাকা সম্ভব না। তবে একটা কাজ করা যেতে পারে।

'গরু বুঝে পাওয়ার একটা রসিদ দিতে পারি তোমাকে। ড্রাফটটা জমা রাখব ব্যাঙ্কে। গরু বিক্রির রসিদ আর আমার রসিদ ব্যাঙ্কে দেখালেই টাকা পেয়ে যাবে। কি, রাজি?'

'রাজি।' ডিকের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি রসিদ লিখে দিলেই রওনা হয়ে যেতে পারি।'

ক্যাটল বায়ারের পকেট থেকে চামড়ার থলেটা আবার বের হলো। একটা সাদা কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করল সে।

লেখা শেষে ডিকের উদ্দেশে বলল, 'দুঃখিত, টাকাটা এখনই দিতে পারলাম না। টাকা নিয়ে ফিরলে খুব খুশি হত বোধহয় তোমার বন্ধুরা।'

'না দিয়ে ভালই করেছ!' মনে মনে বলল ডিক। আঁধারে কোথায় ওত পেতে আছে অ্যান্ডুশার, কে জানে! এবার হয়তো লক্ষ্যভেদে ভুল নাও করতে পারে লোকটা। ওকে খুন করে বড়লোক হয়ে যাবে কেউ, এটা চায় না ডিক।

## সতেরো

রসিদটা পকেটে পুরে ক্যাটল বায়ারের কাছ থেকে বিদায় নিল ডিক। হোটেলের পেছন দিয়ে বেরিয়ে একটা সরু গলি ধরে লিভারি বার্নে পৌঁছুল। স্টেবলের পেছন দিক দিয়ে ঘোড়াসহ বেরোল। ঘোড়া হাঁটিয়ে শহর ছাড়ল সে। পশ্চিমের রাস্তায় উঠে স্ট্যালিয়নে চড়ল। নিশ্চিত, অনুসরণ করছে না কেউ।

চাঁদের আলোয় পথ চলছে ঘোড়াটা, বসে বসে ঝিমাচ্ছে ডিক। আহত শরীরে অনেক বেশি পরিশ্রম হয়ে গেছে, তবে ব্যথাটা নেই প্রায়। ডাক্তার ডেভিডের শুশ্রূসা কাজে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে যখন সচেতন হচ্ছে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গুছিয়ে নিচ্ছে ডিক।

জন র‍্যাচেলের হাতে ক্যাটল বায়ারের রসিদটা ধরিয়ে দিলেই ঝামেলামুক্ত হয়ে যাবে সে। তারপর জন র‍্যাচেল নিজে রেইলহেডে গিয়ে টাকা আনবে অথবা অন্য কাউকে পাঠাবে—সেটা ওদের ব্যাপার।

ঠিক কিভাবে বাবার খুনীকে সনাক্ত করবে এখনও ভাবেনি

ডিক। ওর স্থির ধারণা ম্যাঙ্গাস ভ্যালি র‍্যাঞ্চারদের কোন একজন ওর বাবাকে হত্যা করেছে। কিন্তু সবার শার্ট খুলিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব নয় কাটা দাগ আছে কিনা।

ওটা জানতে হলে সবগুলো র‍্যাঞ্চে কাজ করতে হবে। দরকার হলে বেতন ছাড়াই কাজ করবে ডিক। রেডহিলের র‍্যাঞ্চারদের কাউহ্যাণ্ড ভাড়া করার সামর্থ্য নেই। খাবার এবং থাকার জায়গার বিনিময়ে দক্ষ কাউহ্যাণ্ড পেলে তাদের খুশিই হওয়া উচিত।

র‍্যাঞ্চারদের কাছাকাছি থাকলে খুনীকে চেনার সুযোগ এমনিই আসবে। হয়তো খোলা মাঠে কাজ করার সময়ে গরমে শার্ট খুলে ফেলবে লোকটা। হাত-মুখ ধোয়া বা শরীর মোছার সময় লক্ষ রাখবে ডিক।

কে খুনী আর কে নয় তা ঠিকই জানতে পারবে সে। এখন ফিরে গিয়ে নজর রাখার কাজটা শুরু করা দরকার। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ডিক গন্তব্যের দিকে। বিশ্রাম পেয়ে ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে স্ট্যালিয়নের। গতি বাড়াতে চাইছিল, দিল না ডিক। কাল সারাদিন প্রখর উত্তাপের মধ্যে পথ পাড়ি দিতে হবে।

আড়ষ্ট পেশীগুলোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য ভোরে থামল ডিক। ঘোড়াটারও বিশ্রাম দরকার।

স্ট্যালিয়নটা ঘাস খাচ্ছে, চুপ করে বসে দেখল ডিক। খিদে

পেলেও কিছু করার নেই। খাবার কেনার টাকা ছিল না ওর কাছে।

আধঘণ্টা পর আবার স্যাডলে উঠে বসল ডিক। পেছনে ফেলে আসা ট্রেইলের দিকে তাকাল। যে পথে গরুসহ রেইলহেডে গিয়েছিল তারচেয়ে অনেকখানি দক্ষিণে সরে এসেছে সে।

এদিকের জমি বেশি রুক্ষ। উঁচুনিচু ফাটা ভূমিতে ছাড়াছাড়া ভা.ব জন্মেছে জংলী ঝোপঝাড়। অ্যাম্বুশ করার জন্য আদর্শ জায়গা।

পেনাসকোর দিকে এগুলো ডিক। ঝর্নার আশপাশ থেকে ব্রায়ান এবং লুকের মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে এগোবে। এতক্ষণে বোধহয় শেয়াল-শকুন লাশের কিছু রাখেনি। বিষণ্ন মনে ভাবল সে।

ড্রাইভটা সফল করার জন্য প্রাণ দিয়েছে ব্রায়ান, লুক আর কিশোর স্যাম। তিনজনের জীবনের বিনিময়ে সফল ড্রাইভ—মূল্যটা অনেক বেশি মনে হলো ডিকের। ওদের মৃত্যু র‍্যাঞ্চারদের আনন্দ মাটি করে দেবে।

ঝর্নায় পৌঁছে ঘোড়াটাকে পানি খাওয়ার জন্য সময় দিল ডিক। নিজের ক্যান্টিনটা ভরে নিল। তারপর এগিয়ে চলল, সামনের জমি আর আকাশের দিকে নজর। লাশ অথবা শকুন খুঁজছে।

বেশ উত্তরে একটা ঢালের উপর উঠে এল তিন

ঘোড়সওয়ার। পুবদিকে ছুটছে। সতর্ক হয়ে গেল ডিক। বাকি রাসলাররা নাতো! আপন মনে হাসল সে। অতিমাত্রায় সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছে। ড্রাইভের সময় মার্শাল, ডেপুটি আর বিশপকে দেখেও একই কথা ভেবেছিল সে। বোধহয় ব্যবসার কাজে অ্যানসনস ফর্ক যাচ্ছে র‍্যাঞ্চাররা।

ট্রেইলটা দক্ষিণ-পুবে বেঁকে গেছে। ওর সামনে দিয়েই পার হবে তিন রাইডার। একটা ওয়াশের মধ্যে আছে ডিক। বালিতে ঘন হয়ে মেসকিট, র‍্যাবিট ব্রাশ, ক্রিসটবুশ আরও অন্যান্য ঝোপঝাড় গজিয়েছে। ঝোপের আড়ালে সরে গেলে গায়ের কাছে এসে না পড়লে দেখতে পাবে না রাইডাররা।

লুকিয়ে পড়ার চিন্তাটা পছন্দ হলো না ডিকের। চোর-চোর মনে হবে নিজেকে, যেন পালিয়ে বাঁচছে। এমনিতেই পেছন দিক দিয়ে রেইলহেড ছাড়ায় নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে আছে সে।

ট্রেইল ধরে এগোল ডিক। রাইডাররা আর অল্প দূরে। পথের দিকে চোখ থাকায় এখনও দেখতে পায়নি ওকে। বামদিকের রাইডারকে চেনাচেনা মনে হলো। স্যাডলে বসার ভঙ্গিটা পরিচিত। প্রখর আলোয় ভালভাবে দেখার জন্য চোখের ওপর হাত দিল ডিক। মাঝখানের লোকটাকে চিনে ফেলল সে।

জন র‍্যাচেল!

বিস্মিত হলো ডিক। এখানে কি করছে র‍্যাঞ্চার! ক্যাটল লুঠ হবার খবর শুনে রেইলহেডে যাচ্ছে? কিন্তু খবর পেল কি করে!

বিস্ময় কেটে যেতে স্বস্তি অনুভব করল ডিক। র‍্যাঞ্চারকে ক্যাটল বায়ারের রসিদটা দিলেই দায়িত্ব শেষ, নিজের কাজ শুরু করতে পারবে। স্যাডলে সোজা হয়ে বসল ডিক।

বামদিকের রাইডারকে দেখে অবাক হয়ে গেল। অজান্তেই তার নাম উচ্চারণ করল সে। 'ব্রায়ান!'

হাসিখুশি লোকটাকে খুন করতে পারেনি তাহলে রাসলাররা!

হাত নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ডিক। তৃতীয় রাইডারকেও চিনতে পেরেছে, স্যামের বাবা জেড হার্পার।

স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ছোটাল ডিক, র‍্যাঞ্চারদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। ওকে দেখে ঢালের ওপর থমকে দাঁড়িয়েছে র‍্যাঞ্চাররা। জেড হার্পারের দিকে তাকাল ডিক। লোকটা বোধহয় জানে না তার ছেলে রাসলারদের হাতে মারা গেছে।

জান বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল ব্রায়ান। সে কি দেখেছে কখন পড়ে গেছে স্যাম!

হয়তো দেখেছে, জানিয়েছে জেড হার্পারকে। সেজন্য র‍্যাঞ্চের কাজ ফেলে ছেলের লাশ খুঁজতে ছুটে এসেছে লোকটা।

র‍্যাঞ্চারদের উদ্দেশে আবার হাত নাড়ল ডিক। প্রত্যুত্তর দিল না তারা। শ্রাগ করল ডিক, মন থেকে অপমানবোধ দূর করল, শীতল ব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত সে।

বিপর্যয়ের খবর পেয়ে ছুটে এসেছে র‍্যাঞ্চাররা, দায়িত্ব

পালনে ব্যর্থ কারও সঙ্গে ভাল আচরণ করবে কেন!

ঢালের ওপর উঠে এল সে। র‍্যাঞ্চারদের সামনে থামল। জন র‍্যাচেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখা হয়ে ভালই হলো। আমিই রেডহিল যাচ্ছিলাম।'

ওর দিকে তাক করা কক্‌ড্ রিভলভার হাতে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ব্রায়ান।

'কি হয়েছে!' র‍্যাঞ্চাররা এরকম আচরণ করছে কেন বুঝতে পারল না ডিক।

'ঘোড়া থেকে নামো।' গর্জে উঠল জন র‍্যাচেল। 'সাবধান! রাসলার মারতে হাত কাঁপবে না আমার!'

# আঠারো

'কি বলতে চাও!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল ডিক। কঠোর চেহারায় ওকে পর্যবেক্ষণ করছে র‍্যাঞ্চাররা।

নিচু ঘরঘড়ে গলায় বলল জেড হার্পার, 'ভালমানুষ সেজে আর লাভ নেই! ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছাড়ব।'

রাগে হাঁপিয়ে গেছে, দম নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'খুন জখম পছন্দ করি না দেখে গত দশ বছর পিস্তল ধরিনি। কিন্তু এই মুহূর্তে উল্টোপাল্টা কিছু করো, খুন হয়ে যাবে।'

'ওকে ব্রায়ানের হাতে ছেড়ে দাও,' মৃদু স্বরে বলল র‍্যাচেল। 'যা ভাল মনে করে করবে সে।'

বিরক্তিতে মনটা ছেয়ে গেল ডিকের। যাদের জন্য এতকিছু করল তারাই ভুল বুঝেছে ওকে। মুখ খুলল সে, 'তোমাদের জন্য...'

'ঘোড়া থেকে নামবে, না গুলি করব!' কথা শেষ করতে না দিয়ে গর্জে উঠল ব্রায়ান।

মাটিতে নেমে দাঁড়াল ডিক। কি ঘটেছে! কয়েকদিন

আগেও তার শত্রু ছিল না লোকগুলো। এরই মধ্যে এমন কি ঘটেছে যে ওকে খুন করতে চায় র‍্যাঞ্চাররা? চিন্তা করতে পারছে না ডিক, মাথার মধ্যে একসাথে জট পাকিয়ে গেছে সব কিছু।

'মাথার ওপর হাত তুলে সামনে এসে দাঁড়াও। হাত নাড়লেই গুলি করব।' সতর্ক করল ব্রায়ান।

আদেশ পালন করে র‍্যাঞ্চারদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ডিক। জন র‍্যাচেল আর জেড হার্পার ঘোড়া থেকে নামল। সবার শেষে ডিককে কাভার করে মাটিতে নামল ব্রায়ান সিমন্স।

ব্রায়ানকে উপেক্ষা করে জন র‍্যাচেলের দিকে তাকাল ডিক। ওর বাবার হত্যাকারী হিসাবে প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার, তবু এদের মধ্যে তাকেই সবচেয়ে ভাল ভাবে চেনে সে।

'কেন এসব করছ বুঝতে পারছি না।' জন র‍্যাচেলের উদ্দেশে বলল ডিক।

'বুঝতে পারছি না!' ব্যঙ্গ ভরা কণ্ঠে আওড়াল ব্রায়ান সিমন্স। 'তোমার দলবল আমাদের ক্যাটল লুঠ করেছে। গুলি করে স্যামকে ফেলে এসেছ শকুনে খাওয়ার জন্য। কিছু বুঝছ না তুমি, তাই না?' রিভলভার নাচিয়ে বলল সে।

অন্যায় দোষারোপ শুনে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল ডিক, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকল ব্রায়ানের দিকে।

জন র‍্যাচেলের দিকে চোখ রেখে মুখ খুলল সে, 'ভুল করছ তোমরা। সব মিথ্যা কথা, গাধা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করবে না। রাসলাররা ক্যাটল লুট করেছে শুধু এটুকুই সত্যি। আমাকে অ্যাম্বুশ করে তারা। মরে গেছি মনে করে খোঁজ নেয়নি।'

একটু থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করল ডিক, 'আহত অবস্থায় ট্রেইলে মৃত স্যামকে দেখি। পরে বহুকষ্টে তার লাশ সহ অ্যানসনস ফর্কে পৌঁছাই।'

এবার ব্রায়ানের দিকে ফিরল ডিক, 'রাসলাররা তোমাকে ছেড়ে দিল কেন?'

'গত বছরের মত এবারও রাসলারদের তাড়া খেয়ে সরে আসতে হয়েছে ওকে।' ব্রায়ানের হয়ে বলল জন র‍্যাচেল, 'তুমি রেইলহেডে গিয়েছিলে? লুকের কপালে কি ঘটেছে?'

মাথা নাড়ল ডিক, 'রেইলহেডে গেছি, লুকের খবর জানি না।' জন র‍্যাচেলের উদ্দেশে বলল, 'রেইলহেডে পৌঁছে জ্ঞান হারাই আমি। লোকজন তুলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে দিয়ে আসে।

'দুই রাত একদিন পর গরুগুলোর খোঁজে আবার রওনা হই আমি। জানতাম এখানেই কোথাও থাকবে ওগুলো।'

কথা বলতে পারায় রাগ কমছে ডিকের। বুঝতে পারছে সাঙ্ঘাতিক কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে র‍্যাঞ্চারদের সাথে ওর। এখন ব্যাপারটা খোলাসা করে বলে ভুল ভাঙানো ওর

দায়িত্ব।

'পেনাসকোর উজানে ক্যানিয়নের ভেতর একটা র‍্যাঞ্চে গরুগুলোকে পাই।' আবার বলতে শুরু করল ডিক। 'চারজন রাসলার ছিল ওখানে। একজন আমার গুলিতে মারা গেছে।'

র‍্যাঞ্চারদের উপর চোখ বুলিয়ে নিল ডিক। 'বাকি তিন রাসলারকে বাধ্য করেছি গরুগুলোকে রেইলহেডে নিয়ে যেতে। ক্যাটল বায়ার তোমাদের গরুগুলো কিনেছে।'

চোয়ালের দৃঢ় পেশী হঠাৎ শিথিল হয়ে যাওয়ায় হাঁ হয়ে গেল জন র‍্যাচেলের মুখ। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। বলল, 'তুমি রেইলহেডে ক্যাটল নিয়ে গিয়ে বেচেছ!'

'ঠিক যা করার কথা...'

'আমাদের গাধা পেয়েছ নাকি!' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচাল ব্রায়ান, 'সব তোমার চাপাবাজি। জান বাঁচানোর চেষ্টা।' ডিকের পেছনে, সমতল ভূমির দিকে চেয়ে আছে সে। দূরে একটা ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা যাচ্ছে, এগিয়ে আসছে এদিকে।

'আমার ছেলের লাশ কোথায়?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল জেড হার্পার।

'অ্যানসনস ফর্কে; মার্শালের দায়িত্বে,' জবাব দিল ডিক। 'দুঃখিত, মি. হার্পার, আমার কিছু করার ছিল না। আগেই মারা গিয়েছিল ছেলেটা।'

মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে এল জেড হার্পারের। ভারি গলায় বলল, 'পরবর্তীতে যাই ঘটুক, ওকে ট্রেইলে ফেলে না যাওয়ায়

ধন্যবাদ।'

রাসলাররা খুন করেছে স্যামকে। ডিক বুঝতে পারছে ছেলের মৃত্যুতে বাবার শোকের গভীরতা। একই ধরনের অভিজ্ঞতা তারও আছে। সে বলল, 'হয়তো গানফাইটে মারা গেছে যে লোকটা সে-ই দায়ী ছিল। অন্যরাও হতে পারে। বাকি তিন আউট-ল এখন রেইলহেডের জেলখানায় আছে।'

ঘোড়ার খুরধ্বনি জোরাল হয়ে উঠেছে। হাত দিয়ে রোদ ঠেকিয়ে দেখার চেষ্টা করল জন র‍্যাচেল। ব্রায়ানের উদ্দেশে বলল, 'তোমার কাউহ্যাণ্ড লুক বলে মনে হচ্ছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কা খেলো ডিক। ব্রায়ান এবং লুক দু'জনেই বেঁচে আছে! রাসলাররা শুধু ওকে আর স্যামকেই গুলি করেছে!

ব্রায়ান তাকিয়ে দেখল আগুয়ান অশ্বারোহীকে। বলল, 'হ্যাঁ, জেমস লুক আসছে! এবার ওর বক্তব্য শুনলেই বোঝা যাবে গ্রেসন একটা ডাহা মিথ্যুক।'

'মিথ্যে বলি না আমি,' শীতল কণ্ঠে বলল ডিক। 'যা বলেছি প্রমাণ করতে পারব।'

ওর মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

দাঁত বের করে হাসল ব্রায়ান সিমন্স। 'প্রমাণ করার নিজস্ব পদ্ধতি আউট-লদের থাকে,' বলল সে, 'তোমার লোকজন বলবে যে তুমি তাদের সাথে…'

'ক্যাটল বায়ারের গরু বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তি রসিদ আছে আমার কাছে,' ব্রায়ানকে কথা বাড়াবার সুযোগ দিল না

ডিক।

মুখের পেশী শক্ত হয়ে গেল ব্রায়ানের, কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে ডিকের দিকে।

'তুমি বলছ তোমার কাছে ক্যাটল বায়ারের রসিদ আছে!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জন র‍্যাচেলের।

'হ্যাঁ। এখন তোমাদের পক্ষের কাগজ আর ক্যাটল বায়ারের রসিদ একসাথে রেইলহেডের ব্যাঙ্কে জমা দিলে টাকা পেয়ে যাবে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য নীরবতা নামল র‍্যাঞ্চারদের মাঝে। প্রথমে সামলে উঠল জন র‍্যাচেল, 'ব্রায়ান, কোথাও একটা মারাত্মক ভুল হয়েছে তোমার। ক্যাটল বায়ারের রসিদের চেয়ে ভাল প্রমাণ ডিকের দরকার নেই।'

ডিকের দিকে তাকাল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার, বলল, 'আমাকে কাগজটা দেখাও, ডিক।'

'ক্যাটল বায়ার শহর ছেড়ে চলে গেছে, ব্যাঙ্কে দেখাতে হবে এটা,' বুক পকেট থেকে রসিদটা বের করে জন র‍্যাচেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল ডিক।

'ওটা আমার দরকার,' ডিকের হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল ব্রায়ান। সরে দাঁড়িয়ে ওদের তিনজনকে রিভলভারের নলের আওতায় রেখে মুখ খুলল আবার, 'তোমাদের আর এটার প্রয়োজন পড়বে না।'

'কি হলো, ব্রায়ান!' জন র‍্যাচেলের ফোলা গাল থেকে রক্ত

সরে গেছে।

'বকর বকর না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।' হুমকি দিল ব্রায়ান। 'বেশিক্ষণ বাঁচতে চাইলে হাত দুটো মাথার ওপর!'

'আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে জেমস লুক, তারপর চলে যাব আমি।' রিভলভার নাচিয়ে বলল ব্রায়ান।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ডিকের কাছে। ব্রায়ান আর লুক দু'জনেই রাসলিঙের সাথে জড়িত। জেমস লুক··· জেমস···এই নামই বলেছিল উইলি র‍্যাঞ্চহাউসের আড্ডায়! এই লোকের জন্যই অপেক্ষা করছিল রাসলাররা।

ব্রায়ান সিমন্স সম্ভবত রাসলিঙ দলের নেতা। নিচুস্বরে নিজেকে গাল দিল ডিক। আরেকটু মনোযোগের সাথে চিন্তা করলে সব কিছুই চোখে পড়ত ওর।

'তুমিই আমাদের ক্যাটল চুরি করেছ!' অবশেষে সংবিৎ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করল জেড হার্পার, কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর, 'গত বছরও?'

সন্তুষ্টির হাসি খেলে গেল ব্রায়ানের চেহারায়, 'ঠিক ধরেছ, জেড। ব্যবসা ভালই চলছিল···গর্দভটা বাগড়া দেবার আগে।' ডিকের ওপর কঠোর দৃষ্টি হানল সে। 'রেডহিল, স্যাকর‍্যামেন্টো আর রেইলহেডে সুযোগ পেয়েও তোমাকে খতম করতে পারেনি আমার লোকেরা; এবার আমি নিজেই কাজটা তদারক করব।'

'কিন্তু স্যাম···স্যামের মত একটা বাচ্চা ছেলেকে···' কথা

শেষ করতে পারল না জেড হার্পার, গলা বুজে এসেছে।

'দুঃখিত, কিছু করার ছিল না,' হাসল ব্রায়ান। 'ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চেয়েছিলাম, পালায়নি সে। বেঁচে থাকলে মুখ খুলত; বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হয়েছে আমার লোকদের।'

নিচু ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে কি যেন বলল জেড হার্পার, বোঝা গেল না। শীতল কাটা কাটা স্বরে বলল জন র‍্যাচেল, 'তোমার চে' নিকৃষ্ট নর্দমার কেঁচো আমি আর দেখিনি, ব্রায়ান। সারাক্ষণ আমাদের বন্ধুত্ব, বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পিঠে ছুরি বসিয়েছ।'

'ফালতু প্যাচাল বন্ধ করো, জন। কথা দিচ্ছি, তোমার মনে বেশিক্ষণ ক্ষোভ থাকবে না।'

'কি বলতে চাও?'

'কি বলতে চাই, না বোঝার মত বোকা তুমি নও।' জন র‍্যাচেলের উদ্দেশে বলল ব্রায়ান।

তার পেছনে ঢালের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে জেমস লুক। ডিকদের ওপর থেকে নজর না সরিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে বলল ব্রায়ান।

জেমস লুককে পিঠে নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে এল তার ঘোড়াটা। 'কি বলতে চাও?' আবার ব্রায়ানকে প্রশ্ন করল জন র‍্যাচেল।

'তোমাদের মুখ বন্ধ না করে গেলে বিপদ হবে আমার। বুঝতেই তো পারছ আর যাই হই, গাধা নই আমি।'

'খুন করবে আমাদের?' জেড হার্পারের কণ্ঠে বিস্ময়।

'খারাপ লাগবে, জেড, তবে আর কোনও উপায় নেই আমার।'

চুপ করে কথাবার্তা শুনছে ডিক, ঝুঁকির পরিমাণ আর সম্ভাবনা বিচার করছে মনে মনে। কিন্তু জেমস লুকের উপস্থিতি ওর সফল হবার সুযোগ অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

'ম্যাঙ্গাস ভ্যালিতে গিয়ে কি জবাব দেবে তুমি?' বলল জন র‍্যাচেল, 'আমরা তোমার চোখের সামনে গায়েব হয়ে গেছি?'

'এখানে আর কিছু নেই আমার জন্য, ম্যাঙ্গাস ভ্যালিতে গিয়ে লাভ কি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসিমুখে বলল ব্রায়ান, 'ক্যাটল বায়ারের রসিদটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা সহ চলে যাব আমি।'

'আমরা,' পেছন থেকে কথাটা সংশোধন করল জেমস লুক। ব্রায়ানের কাঁধের কাছ থেকে বলল সে, 'এবারে সব কিছু ভজঘট হয়ে গেল।'

'সেটার জন্য দায়ী তোমরা, গাধার দল!' ধমক দিল ব্রায়ান। ডিককে দেখিয়ে জেমস লুককে বলল, 'শুধু যদি এই লোকটাকে খতম করতে পারতে তাহলে আরও দু'তিন বছর এখানে মুনাফা করতাম আমরা।'

'পাহাড়ের ওপর শালাকে দুইবার গেঁথেছে হ্যারি।' প্রতিবাদ করল জেমস লুক। 'আর খবর রাখিনি, হারামজাদা গিয়ে রেইলহেডে হাজির। গত রাতে সুযোগ মত চেষ্টা করলাম, লাগাতে পারলাম না। আবার চেষ্টা করার জন্য অপেক্ষা করলাম, শালা কেটে পড়ল। টের পেয়েই পেছন

পেছন ছুটে এসেছি।'

'যাক, কিছুই যায় আসে না,' বামহাত ঝাড়া দিয়ে বলল ব্রায়ান, 'আসল কাগজ এখন আমার কাছে। এটা জমা দিলে টাকা দিয়ে দেবে ব্যাঙ্ক।' জেমস লুকের উদ্দেশে বলল, 'আগে এই তিন জনের ব্যবস্থা করতে হবে—ওই ঝোপটা জায়গা হিসাবে ভাল, তাই না? কাজ সেরে টাকা নিয়ে উত্তরে চলে যাব আমরা।'

'পার পাবে না, ব্রায়ান, অনেকেই দেখেছে এক সাথে বেরিয়েছি আমরা,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জন র‍্যাচেল।

ব্রায়ানের সুদর্শন চেহারায় কুৎসিত হাসি ফুটল, 'আমরা একই সাথে নিখোঁজও হচ্ছি। ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ? লোকজন ভাববে খারাপ কিছু একটা ঘটেছে আমাদের সবার। সবকিছুর চুলচেরা পরিকল্পনা করি বলেই এত বছর টিকে আছি, বুঝলে?'

ডিকের দিকে তাকাল ব্রায়ান সিমন্স। ওর কালো চোখের ওপর চোখ রাখল। বলল, 'পিস্তলটা কোথায় পেয়েছ জানি না, তবে ওটা আমার।'

## উনিশ

শীতল অপ্রতিরোধ্য পরিচিত ক্রোধটা মুহূর্তের জন্য গ্রাস করল ডিককে। প্রাণপণ চেষ্টায় চেহারা নির্বিকার রাখল সে, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে প্রতিশোধ নিতে হলে।

'পিস্তলটা তোমার, মনে হওয়ার কারণ কি?' জিজ্ঞেস করল ডিক। ওর কণ্ঠস্বরে কৌতূহল ছাড়া অন্য কিছু ফুটল না।

'একবার দেখেই চিনতে পেরেছি ওটা, কয়েক বছর আগে ওয়াইয়োমিঙে এক বুড়ো হাবড়ার র‍্যাঞ্চে হারিয়ে গিয়েছিল।' দাঁত বের করে কুৎসিত হাসল ব্রায়ান সিমন্স। 'ব্যবসা ভাল হয়েছিল, কিন্তু বুড়ো শুয়োরটা তলোয়ারের কোপ দিয়েছিল আমার পেটে।'

'তুমিই সেই রাসলার!' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল ডিক। এই লোককেই গত তিনবছর ধরে খুঁজছে সে, জ্বলছে প্রতিশোধের আগুনে। উদ্যত রিভলভারের তোয়াক্কা না করেই ব্রায়ান সিমন্সকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল ডিক।

আউট-লর রিভলভারের গর্জন শুনতে পেল সে। পাঁজরের

হাড়ের ফাঁকে বুলেট ঢোকার ধাক্কা লাগল, কোন ব্যথা অনুভব করল না ডিক। দু'হাতে ব্রায়ানের গলা টিপে ধরে ঝাঁকাচ্ছে উন্মত্তের মত, পেছনে ঘোড়াটা থাকায় সরতে পারছে না আউট-ল।

পরপর আরও দু'বার গর্জে উঠল রিভলভার, কোন ঝাঁকি লাগল না ডিকের শরীরে। ওকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়নি, ব্রায়ানের রিভলভার না।

'আমার বাবাকে হত্যা করেছিস তুই! আমার পঙ্গু বাবা তোর হাত থেকে রেহাই পায়নি!' নিজের চিৎকার শুনতে পেল ডিক, 'তার কবর ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম শোধ নেব; এতদিনে আজ তোকে পেয়েছি!'

কিছুক্ষণ যুঝে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়েছে ব্রায়ান সিমন্স, হাত থেকে পড়ে গেছে রিভলভার, এতক্ষণে টের পেল ডিক। আউট-লর বুকের ডানদিক ফুটো করে দিয়েছে বুলেট, রক্ত লেগে ডিকের শরীর লাল হয়ে গিয়েছে। আহত কাঁধ এবং পাঁজরের ব্যথাটা ফিরে আসছে উত্তেজনা কমে আসায়।

আচ্ছন্নতার মধ্যে টের পেল ডিক, কারা যেন ওকে আউট-লর শরীরের ওপর থেকে সরিয়ে নিতে চাইছে। জন র‍্যাচেলের গলা ভেসে এল ওর কানে।

র‍্যাঞ্চার বলছে, 'ডিক, ডিক! ওকে ছেড়ে দাও। বিচারে এমনিতেই ফাঁসি হবে ওর।'

আউট-লর ওপর থেকে শরীরের ভার সরিয়ে নিল ডিক,

হাঁপাচ্ছে, জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। নিজের গেল্ডিংটার সামনে খসে পড়ল ব্রায়ান সিমন্সের দেহ।

পা দুটো শরীরের ভার নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে, মাটিতে বসে পড়ল ডিক। চোখের সামনে নানান রকম রঙ দেখতে পাচ্ছে। দেহের সবখান থেকে উঠে আসছে ব্যথার ঢেউ, একের পর এক।

একটু পর দৃষ্টি পরিষ্কার হলে চারদিকে চাইল সে। জেমস লুক পড়ে আছে ঢালের বালিময় মেঝেতে। চিত হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে শূন্য দৃষ্টিতে, বুকে, হৃদপিণ্ডের ওপর ছোট্ট একটা ফুটো, রক্ত গড়িয়ে নেমে লাল করে দিয়েছে খানিকটা বালু।

জন র‍্যাচেল বা জেড হার্পার, কেউ একজন শেষ করেছে কাজটা।

পড়ে থাকা ব্রায়ান সিমন্সের দিকে তাকাল ডিক। জ্ঞান ফিরেছে আউট-লর। ঘর্ঘর শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। হ্যাঁচকা টানে লোকটার শার্ট ছিঁড়ে ফেলল ডিক, লম্বা-চিকন একটা ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল বুক থেকে নাভি পর্যন্ত।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হলো ডিক, প্রচণ্ড ক্রোধ মস্তিষ্কে নির্দেশ পাঠাল। ব্রায়ান সিমন্সের কারুকাজ করা পিস্তলটা—খুনীর নিজের পিস্তলটা মসৃণভাবে উঠে এল ওর হাতে।

'ওকে শেষ করতে হবে,' নিচু স্বরে বলল ডিক, 'আইনের

ফাঁক গলে বেরোনোর সুযোগ ওকে দেব না আমি।' ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার মানসিক প্রস্তুতি নিল সে।

'কাজটা করলে পরে পস্তাবে,' মৃদুস্বরে বলল জন র‍্যাচেল, 'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি, তবুও বলব ভুল হচ্ছে তোমার।'

'কোন ভুল হচ্ছে না,' রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল ডিক।

'ওকে খুন করলে তোমার শান্তি হবে না, ডিক। যখনই তোমার মনে পড়বে ঠাণ্ডা মাথায় ওকে হত্যা করেছ তখনই ছোট হয়ে যাবে নিজের কাছে। এটা ভুল পথ। মনের গভীরে তুমি জানবে, ব্রায়ানের মতই তুমিও একজন খুনী।' এক সঙ্গে এত কথা বলে হাঁপিয়ে গেছে বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার।

সে মুখ খোলার আগেই শান্ত গলায় বলল জেড হার্পার, 'র‍্যাচেল ঠিকই বলছে, ডিক। আমি জানি···আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

'আইনের ওপর ছেড়ে দাও ব্যাপারটা।' জন র‍্যাচেল বলল, 'বাকি জীবন রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারবে, জ্বালাতন করবে না অন্যায়-বোধ। আইন তার দায়িত্ব পালন করবে। নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি ফাঁসি কাঠ পর্যন্ত ব্রায়ানকে পাহারা দেব। চলবে?'

'আমিও পাহারায় থাকব, ব্রায়ান পালিয়ে যাবে সে ভয় তোমার নেই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জেড হার্পার। 'স্যামের ব্যাপারে আমারও কিছু দেনা-পাওনা আছে ব্রায়ানের সাথে!'

হাতের ·৪৫ পিস্তলটার দিকে তাকাল ডিক। কারুকাজ

করা পিস্তলটার কোন সৌন্দর্য চোখে ধরা পড়ল না ওর। একটা কুৎসিত মৃত্যু যন্ত্র ওটা—ওর বাবার জীবন কেড়ে নিয়েছিল। উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ায় পিস্তলটার ওপর থেকে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে সে।

উঠে দাঁড়াল ডিক, ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল পিস্তলটা। ঠিক কথাই বলেছে র‍্যাঞ্চাররা, ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার চেয়ে আইনের হাতে ব্রায়ানকে তুলে দিলেই নিজের কাছে পরিষ্কার থাকবে সে।

'বেশ,' জড়ানো গলায় বলল ডিক। হাত তুলে ব্রায়ানকে দেখাল। 'ওকে নিয়ে গিয়ে রেইলহেডে মার্শালের হাতেই তুলে দিই।'

স্বস্তির হাসি হাসল বিশালদেহী জন র‍্যাচেল, বলল, 'তোমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিনি আমি—ভাল ছেলে। বিশেষ কোন গন্তব্য না থাকলে আমাদের সাথে ম্যাঙ্গাস ভ্যালিতে ফিরে চলো। আশা করি র‍্যাঞ্চের কাজ শুরু করার মত টাকা দিতে পারব আমরা।'

'তুমি আমাদের সাথে থাকবে,' জোর দিয়ে বলল জেড হার্পার। 'একটা ঘর খালি হয়ে গেল। আমার ছেলে···একটা ছেলে দরকার আমার; বুড়ো হয়ে গেছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল র‍্যাঞ্চার।

গলার কাছে কি যেন আটকে গেছে বলে মনে হলো ডিকের। বাবা মারা যাওয়ার পর কেউ এরকম দাবি নিয়ে কিছু

চায়নি ওর কাছে। কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। সবিস্ময়ে আবিষ্কার করল; খুব কাছের লোক মনে হচ্ছে জন র‍্যাচেল এবং জেড হার্পারকে।

'থাকব আমি,' মৃদুকণ্ঠে বলল ডিক, 'তোমাদের উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।'

আহত স্থানের ব্যথা দূর হয়ে ডিকের কল্পনায় ভেসে উঠল একটা ছোট্ট র‍্যাঞ্চহাউস। পুবের আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভাসিয়ে নেয়া জ্যোৎস্নায় ওর পাশে উঠানে বসে আছে লিণ্ডা গ্রেসন, বাতাসে তার চুল উড়ে এসে পড়ছে ডিকের চোখে-মুখে। অদ্ভুত ভাল লাগার অনুভূতিতে ছেয়ে গেল ওর মনটা।

****



**Aohor Arsalan HQ Release**

**Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!**